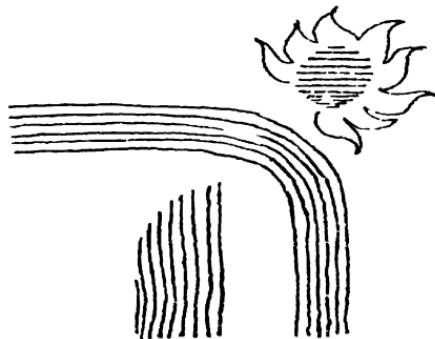


# সরঞ্জী



ফণিভূষণ আচার্য

কল

ক্যালকাটা পাবলিশার্স  
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-১০

প্রথম প্রকাশ :

মাচ, ১৯৫৯

প্রকাশক :

অনিয়েষ মণ্ডল

১৪, রমানাথ মজুমদাৰ স্ট্রীট  
কলকাতা-৩

প্রচ্ছদ :

স্বেৰ্দ দাশগুপ্ত

মুদ্রক :

নিশিকান্ত হাটই

তুষার প্রিণ্ট ওয়ার্কস

২৩, বিধান সরণি

কলকাতা-৬

শ্রীসন্তোষ কুমার ঘোষ  
অগ্রজোপমেষু

এই লেখকের অন্যান্য উপন্থাস :

হলুদ পাখির ডাক  
পলাশ বনের গোধূলি  
পঞ্চকন্তা  
হা রে কলকাতা  
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য  
জ্যোৎস্নায় বাষবন্দী খেলা  
স্বীকার করছি

এখন বিকেল। জ্যৈষ্ঠ মাসের বিকেল। এখনো বোদে তাত আছে। শীতকাল হলে এতক্ষণে কখন সঙ্ক্ষে হয়ে যেত। আর এখন ? সূর্য যেন আকাশের গায়ে স্টেটে বসে আছে—একটুও নড়তে চায না।

একটু আগে থালাবাসনওয়ালা ডেকে গেছে। ঠিক বিকেলের মুখে বোজ এ বাস্তায় থালাবাসনওয়ালা ডেকে যায়। কেমন বিমুনি-বানো ওর ডাক। শুনলে ঘূম পায়।

একটু বেশি ভদ্র-পল্লী বলে এ বাস্তায় বেশি ফেরিয়ালা আসে না। ভদ্রলোকেরা ফেরিয়ালাব কাছ থেকে তো আব জিনিস কেনে না। ওবা সব বড়-বড় দোকানের বাঁধা খদ্দেব।

তবু বোজকার বাঁধা নিয়ম মতো রোজ কয়েকটা ফেরিয়ালা এ বাস্তায় আসে। এক-একজনের একটা বাঁধা টাইম আছে। যেমন, সকাল বেলা পুরানা কাগজে। পুরনো কাগজয়ালারা সবখানেই সকাল আসে। ছপুরে বা বিকেলে কোনখানেই পুরনো কাগজয়ালারা আসে না কেন? ওরা বিকেলে কি সব ভদ্রলোক সেজে সিনেমা দেখতে যায়, নাকি আউট্রাম ঘাটে গঙ্গার হওয়া থেতে যায় বউ-বাচ্চা নিয়ে? সঙ্ক্ষের আগে আসে আইসক্রীম। আহ, আইসক্রীম নামটা কী ঠাণ্ডা!

সরসী পাশ ফিরলো। বাঁ হাত লেগে খবরের কাগজটা খড়মড় করে উঠলো। সরসী কাগজ পড়তে পড়তে একটু ঘূর্মিয়ে পড়েছিল।

রোজ এ সময়টাতেই সে খবরের কাগজে একটু চোখ বোলাবার সময় পায়। সকালে সময় থাকে না। মৃগাঙ্ককে ভাত দিতে না দিতেই কনির কলেজের সময় হয়ে যায়। অবশ্য এসব কাজের জন্মে মালতী আছে। কিন্তু একা সব সময় ও পেরে উঠে না। মৃগাঙ্ককে

অৰিসে আৱ কনিকে ঠিকমতো কলেজে পাঠিয়ে সে একটু দোকানে যায়। কিছু কেনাৰ না থাকলেও টুকিটাকি কিছু কিনতে হয়। কেনাটা উপলক্ষ, আসলে সৱসী দোকানেৰ মালিকেৰ ছেলে হেৱৰ সঙ্গে দু'মিনিট কথা বলতে যায়। কী সুন্দৰ দেখতে ছেলেটাকে— যেন সিনেমাৰ হিৱো! ওকে অনায়াসে সিনেমাৰ যে-কোন নায়িকাৰ সঙ্গে নামিয়ে দেওয়া যায়। কথায়-বার্তায়ও ভাৱী সুন্দৰ।

সৱসী একবাৰ ভেবে নেয়, ওৱ এই বয়েসে এ সব কথা ভাবা কি ঠিক? বা, একটা ছেলেকে সুন্দৰ বলে দেখতে যাওয়া কি উচিত?

নিজেই নিজেকে উত্তৰ দেয়, কেন, কি হয়েছে? একটা ছেলে যে-কোন সুন্দৰ মেয়েকে সুন্দৰ বলতে পাৰে, তাৰ সাথে ফলি কৰে কথা বলতে পাৰে। আৱ একটা মেয়ে শুকটা ছেলে সম্বন্ধে ভাৱলৈই মহাভাৱত অঙ্গুল্ক হয়ে যায়?

ও সব পুৱনো আমলেৰ কথা; এখন চলে না।

তাৱপৰ হেৱৰ সঙ্গে দু'চাৰটে কথা বলে সে বাড়ি ফিৰে আসে। তখন মালতী রান্নার পাট চুকিয়ে দিয়ে হয়তো রান্নাঘৰ ধূচ্ছে। খৰ খৰ কৰে ঝ'টাৰ আওয়াজ হচ্ছে।

কোন কোনদিন ও সময় ব্যাক্ষে টাকা জমা দেওয়া বা টাকা তোলাৰ কাজ থাকে। লগুনীতে ঘাৰার ব্যাপার থাকে। কিংবা কনিৰ বেলবটস্কুলোৱ ইষ্টিৰি কৱাৰ ব্যাপার থাকে। এমনি ছোট-খাটো কাজে ঘড়িতে বাৰোটা বেজে যায়। তখন সে বাথকৰমে ঢোকে। ঘৰে মেজে স্বান কৱতে একটু বেশী সময় লাগে সৱসীৰ। তাৱপৰ খাওয়া-দাওয়া সেৱে বিছানায় গা দিতে দেড়টা।

কাগজে চোখ বোলাবাৰ তখনই একটু সময় হয়। কিন্তু কয়েকটা লাইন পড়তে না পড়তেই চোখে ঘূম এসে পড়ে। কাগজটা বুকেৱ ওপৰ ফেলেই কোন কোনদিন ঘূমিয়ে পড়ে সৱসী।

আজও তেমনি সে ঘূমিয়ে পড়েছিল। রোজই ঘূমোৱ।

ঝুকজন বস্তু সেদিন ওকে ছপুৱে ঘূমোতে বাৱণ কৱেছিল। ছপুৱে

ঘুমের অভ্যেস করলে নাকি সে ছ' দিনেই মুটিয়ে যাবে। ফিজিক্যাল ফিটনেস নাকি তখন আর থাকবে না।

সরসী বঙ্গুর কথা মানতে পারে না। চোখে আপ্সে ঘুম এসে পড়ে। যখন দুর্গাপুরে ছিল, তখন থেকেই এ অভ্যেসটা করে ফেলেছে সে। সেখানেও মৃগাক্ষ অফিসে আর কনি ইস্কুলে চলে গেলে ওর আব কিছুই করার থাকতো না। স্নান খাওয়া সেরে কাগজ পুড়া আব পড়তে পড়তেই ঘুম। বিকেলে কনি ফিরলে আবার নতুন করে দিন শুরু হতো তার।

মৃগাক্ষ ওখানেও দেরি করে কোয়ার্টারে ফিরতো। অফিস ছুটির পরেও নাকি ওর কাজ থাকে। ওর সঙ্গে যে কোথাও একটু সে বেরোবে, তা কোনদিন হয় না। এমন একটা অফিস-সর্বস্ব অসংসারী লোকের সঙ্গে ওর বিয়ে হলো যে, জীবনে ওর কিছুই দেখা হলো না, জানা হলো না।

শান-দেওয়া এ রকম বজ্রবাণ যে সরসী মৃগাক্ষের দিকে কখনো নিক্ষেপ করেনি, তা নয়। কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না। এসব বলে চোখে কখনো-সখনো একটু-আধটু জল এনে ফেললে মৃগাক্ষ আপসোসের গজায় বলে, কি আর করবে, বলো। আমার জাইফটা তো এই—

সরসী চোখ মুছে বলে, আগে জানলে তোমাকে আমি বিয়েই করতুম না।

মৃগাক্ষ হাসে। না হিসেই বা সে কি করবে? সে বলে, আমার এই চাকরি দেখেই কিন্তু তোমার মা রাজী হয়েছিলেন। অনেক হিসেব-নিকেশ করে তবে মত দিয়েছিলেন—

কক্খনই না। তুমি সব সময় আমার মার নামে যা-তা বলো। যা-তা আর বললুম কোথায়? উনি রাজী হয়েছিলেন, তাই বললুম না, তুমি আমার বাবা-মা সম্পর্কে কিছু বলবে না। ওরা তোমার চেয়ে অনেক বড়ো। দে ওয়ার প্রেট—

মৃগাক্ষ খবরের কাগজের দেয়াল তৈরি করে তার আড়ালে  
নিঃশব্দে সরে যায়।

সরসী খুব আলতো করে এবার আব একটি অস্ত্র ছাড়ে, এ রকম  
অফিস-প্রেমী লোকদের সংসার করা উচিত হয়নি।

মৃগাক্ষ আরো দূরে সরে যায়। খুব নিরাসক ভাবে দার্শনিকের  
মত্তে বলে, এমনি করেই তো আঠারো-উনিশ বছর কেটে গেল।  
আর কি?

মৃগাক্ষ এসব কথা বললে সবসীর গা-টা কেমন শিরশির করে  
ওঠে। ছোটবেলায় সে একবার বঙ্গুদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলবার সময়  
ছাতেব আলসেটা টপকে ওপারে চলে গিয়েছিল। পড়বার ভয় ছিল  
না। তবু চারতলার ছাতের ওপর থেকে নিচে তাকিয়ে ওর মাথাটা  
ঘূরে গিয়েছিল। মাথা বিমর্শ করে শরীরের সমস্ত রক্ত যেন হিম  
মেরে গিয়েছিল। পড়ে যাবার আশঙ্কা না থাকলেও কেমন একটা  
ভয়—নিচ্ট। কতো নিচে—ওর সমস্ত শিরা খামচে ধরে যেন নিচের  
দিকে টানছিল।

আঠারো-উনিশ বছর! এরই মধ্যে আঠারো-উনিশ বছর হয়ে  
গেল? হবেই তো। কনিন্দে বয়েসই হয়ে গেল সতেরো পেরিয়ে  
আঠারো।

এবার চোখ খুলে গায়ের কাপড় একটু সরিয়ে দিল সরসী। খুব  
গরম পড়েছে এবার কলকাতায়। পাখার হাওয়ায় আগুন ছুটছে।

অনেকদিন থেকেই মৃগাক্ষ কলকাতায় ট্রান্সফার হবার জন্যে চেষ্টা  
করছিল। গত বছর কনিন্দে ইস্কুলের পরীক্ষা হয়ে যাবার পর সে খুব  
উচ্চে-পড়ে লেগে গেল; আর যা-ই হোক, কনিকে কলকাতার কলেজে  
পুড়িয়ে ওকে ঠিকমতো মাঝুষ করে তুলতে হবে।

হেলে বলতে ছেলে, মেয়ে বলতে মেঝে—কনিই এদের একমাত্র  
সম্ভাবন। দ্বিতীয় সম্ভাবন না থাকায় কলি সরসী এবং মৃগাক্ষের কাছ থেকে  
তার প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি পেয়ে এসেছে। সরসী মাঝে-

মধ্যে ছঃখু করে বলে, কনিটা যদি ছেলে হতো ! মৃগাঙ্ক ওর মুখের  
দিকে চেয়ে থেকেছে ব্যথাভরা দৃষ্টিতে ।

আমরা তো আশা করেছিলুম, ছেলেই হবে । যাক, মেয়েই বা  
মন্দ কিসের ? আজকাল ছেলে মেয়ে সব সমান । ছেলেদের মতো  
মেয়েরাও বড়ো বড়ো পোস্টে চাকরি করছে ।

সরসী সব স্বীকার করে । কিন্তু মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা  
ফাক থেকে যায় । বলে, তবু ছেলে ছেলে আর মেয়ে মেয়ে—

শহরের রাস্তায় রাস্তায় যেসব ছেলেদের আড়তা মারতে দেখি, ও  
রকম ছেলেদের চেয়ে মেয়ে হওয়া চের ভালো ।

ঠিক বলেছো । তোমরাও তো একদিন ছেলে ছিলে । প্রেম-  
ভালোবাসাও করেছিলে । কিন্তু এমন তো ছিলে না ।

কী যে হচ্ছে দিনকে দিন । বড় ক্রত বদলে যাচ্ছে সব ।

এই পরিবেশে কনিকে মাঝুষ করাও একটা প্রব্লেম—

কাজেই, কনি ছেলের অধিকারও কিছুটা পেয়ে যায় । সরসী  
এবং মৃগাঙ্কের কাছে সে ছেলে এবং মেয়ে—চাইই । তার ওপর সরসীর  
সঙ্গে ওর বয়েসের দূরস্থ বড়ো কম হওয়ায় ছজনের মধ্যে একটা বজ্রস্তের  
সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে । মৃগাঙ্ক তা লক্ষ্য করে, কিন্তু কিছু বলে  
না । সরসী এক-এক সময় কনিকে ছেলেদের পোশাক পরিয়ে ওর  
মধ্যে তার ছেলেকে থোকে । টি-শার্ট, বেল-বটস্, প্লাটফর্ম জুতো  
—সব কিনে কনিকে পরায় । এ সবেতে কনিকেও বেশ মানায় ।  
বেশ জাগে দেখতে ।

মৃগাঙ্ক একটু-আধটু আপত্তি করলেও সরসীর ইচ্ছের কাছে তা আমের  
টেকে না । কনিকে যেদিন সরসী প্রথম বেল-বটস্ কিনে পরিয়েছিল,  
সেদিন মৃগাঙ্ক আড়ালে সরসীকে বলেছিল, এসব কী পরাছ কনিকে ?

কেন ভালো জাপছে না দেখতে ?

তা জাগছে । কিন্তু মেয়েদের একটা পোশাক আছে, তা মা  
পরিয়ে—

আজকাল ছেলেমেয়ের পোশাকের ডিফারেন্স উঠে যাচ্ছে।

মৃগাক্ষ খুব খুশী হতে পারে না এ কথায়। বলে, সব ব্যাপারেই একটা ‘নর্ম’ আছে। সেটা ভাঙলেই সমাজের বিপ্লব আসে না। ‘বিপ্লব’ অন্ত জিনিস। এরা যা করছে, সমস্তই বাইরের পোশাক বদল। পোশাক বদলালেই মাঝুষটা বদলে যায় না।

সরসী হেসে ওঠে।

বাবা, কি কথায় কি কথা টেনে আনছো! আজকাল সব মেয়েরাই পরছে। তাই দেখে একটা কিনে দিয়েছি। আমাকে যা বলেছো, বলেছো। কনিকে কিছু বলো না। শুনলে ছংখু পাবে। তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে, কেমন মানিয়েছে—

মাথা খারাপ! আমি কথনো খারাপ বলতে পারি? তোমাকে বলেছি বলে কনিকে বলতে যাবো? তেমন পাষণ্ড আমি নই—তবে ভুলে যেও না, ওকে আমাদের ঠিকমতো মাঝুষ করে তুলতে হবে। পরিবেশ ভালো নয় জেনেও পরিবেশের স্বোতে গা ভাসানোও ঠিক হবে না।

গত জুলাইতে মৃগাক্ষ ট্রান্সফার হয়ে এসেছে কলকাতার অফিসে। সেই থেকে ওরা এসে উঠেছে এখানে। পাড়াটা মোটামুটি ভালোই। বেশ চুপচাপ। যে যার চিন্তা ভাবনা, কাজ কারবার নিয়ে আছে। কিন্তু পাড়ার মোড়টা পেরোলেই অন্ত চেহারা। রাস্তার দুধারেই চুল জুলপি আর ঝুলে-পড়া মোটা গোফ নিয়ে বেকার ছেলেগুলো সব ইঁ করে চেয়ে দাঢ়িয়ে থাকে। যেন স্বয়ংবর সভায় দাঢ়িয়ে আছেন বেল-বট্স-পরা এক এক ধূসর রাজপুতুর।

সরসীকেও ওরা ছাড়ে না। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় ওরা ওকেও চেয়ে দেখে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কোন অংশই বাদ দেয় না। চলে গেলেও সরসী বুঝতে পারে, কয়েক জোড়া চোখ ওকে হাঙরের মত গিলছে।

তাতে অস্বস্তি লাগলেও মনে মনে একটা অহংকার আড়মোড়া

ভাবে। ও রকম অহংকার-বোধ সব মেয়েরই আছে। সরসীরুও না থাকার কথা নয়। ওদের চোখে নিজেকে তে। তবু দেখা যায়। মনটা উশ্চুশ করতে থাকে। বাড়িতে ফিরে সে তার শোবার ঘরের আয়নায় নিজেকে পুরোপুরি ছুঁড়ে দিয়ে আপাদমস্তক দেখে। মুখ টিপে একটু হাসে। কাজল-টানা চোখ ছুটোয় শান দেয়। এখনও সরসী চোখে কাজল পরে। নাহ, রাস্তার ছেলেগুলোকে শুধু-শুধু দোষ দেওয়া যায় না।

সরসী নিজের ঘোবন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। দিনান্তিক স্টোর্সের মালিকের ছেলে হেরম্ব চোখের চাউনিতেই সে বুঝে নিতে পারে, কনির মা হয়েও এখনো সে সরসী। কনির পোশাকগুলো পরলে এখনো তাকে কনির মতোই মনে হবে। কনির মা বলে মনে হবে না।

তবু মোড়ের মাথায় ছেলেদের ওভাবে দাঢ়িয়ে থাকাটা ওর ভালো লাগে না। অস্তুত সে ওদের এভাবে দাঢ়িয়ে থাকতে দেখায় অভ্যন্ত নয়। দুর্গাপুরে ব্যস্ততা—কেবল ব্যস্ততা। ওখানে এভাবে কেউ দাঢ়িয়ে থাকে না। অত ব্যস্ততাও তার ভালো লাগে না। কিন্তু রাস্তার মোড়ে দাঢ়িয়ে থেকে মেয়েদের বিরক্ত করাও তার বিশ্রী লাগে।

এখানে এসে কয়েকজন নতুন বন্ধু হয়েছে ওর। তাদের সে একদিন বলেছিল কথাটা।

দুর্গাপুরে কিন্তু কেউ এভাবে রাস্তায় কাজ নেই, কর্ম নেই—ইঁ করে বসে থাকে না বা দাঢ়িয়ে থাকে না। কলকাতায়ই সে দেখছে এসব। কি অসভ্য!

শুনে কাকুলিয়ার আরতি বলেছিল, ওদের আর দোষ কি বলুন। চাকরি-বাকরি না পেলে ওরা আর কি করে?

আরতির মা বলেন, ছেলেদেরই বা শুধু দোষ দিচ্ছ কেন? মেয়েরা কি কিছু কর? ওরা এমন সাজগোজ করে যায়, তাকাবে না কেন, বলো?

বারে, মেয়েরাও তা বলে সাজগোজ করবে না?

আরতির মা বলেন, ওদেরও তেমনি চোখ আছে। ওরা বলবে  
আমরাই বা দেখবো না কেন? তোমরা যেমন দেখাবে, ওরাও  
তেমনি দেখবে।

সরসী হাসে আরতির মার কথা শুনে। আরতির মার মুখে  
একটিও দ্বাত নেই। হাসলে ওকে বেশ স্মৃতির দেখায়—বেশ সাদাসিদে  
মাছুষটি। কথায়-বার্তায়ও খুব খোলামেলা।

সবসী বলে, বয়সের ডিফারেন্স একটি মানবে তো? তা নয়, মা-  
মাসীর বয়সী মেয়েদের দিকে—

মা-মাসীর বয়সী মেয়েরা যদি গুদের সব দেখায়, ওদের দোষ দিই  
কী করে?

আরতি বলে, তুমি থামো, মা। চলুন দিদি, আমরা ও ঘরে গিয়ে  
বসি।

আরতি সরসীকে পাশের ঘরে নিয়ে যায়। ওর দিকে তাকায়  
ভালো করে। বলে, আপনার যা চেহারা, দেখে মনে হয় না,  
আপনার এত বড় মেয়ে আছে।

তাই বুঝি?

সরসীর চোখে বিকেলের আলো ঝিলিক মারে। ছ'গালে একটা  
তৃপ্তির আভা গঢ়িয়ে পড়ে। সেই মুহূর্তে সরসীর আরো ছোট হয়ে  
যেতে ইচ্ছে হয়। সে আরতিকে জড়িয়ে ধরে বলে, আপনিই তার  
কম কিসে?

সরসী কথাটা আরতিকে খুশি করবার জন্যে বলে। বলতে হয়।  
তা সরসীও জানে, আরতিও জানে। আরতির যত না বয়স, তার  
চেহারায় ছাপ পড়েছে তার চেয়ে বেশি। বিশেষ করে অল্প ঝাক-ঝাক  
দ্বাতশুলোর জন্যে সব সময় ওর বয়সটা কিছু বেশি মনে হয়।  
ছেলেমেয়েও চার-চারটি। শরীরের উপর ধক্কা কম যায়নি।

আরতি বলে, শরীর তো; নাকি পাথর? পুরুষ মাছুষরা কথাটা  
বুঝতে চায় না।

আরতি এমনভাবে কথাগুলো বলে—শুনে সরসীর হাসি পাঞ্চ।

আরতি ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, আপনি কিন্তু এখনো টাইট—  
যাহ—

এবার সরসীকে একটু লজ্জা পেতে হয়। লজ্জা পেয়ে আরতির  
হাতে একটু টোকা দেয় সে।

দরজায় মালতীর গলা শুনতে পেল সরসী, চা করবো, বৌদি ?

সরসী তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড়টা ঠিক করে নেয়। জিঞ্জেস  
করে, কটা বাজলো ?

চারটে—

কনি এসেছে ?

ন। এখনো আসেনি।

সরসী উঠে বসলো। কনি এখনো আসছে না কেন ?

সরসীকে উঠে বসতে দেখে মালতী আর দেরি না করে রাখাঘরে  
চায়ের জল বসাতে চলে যায়।

সরসী কাগজগুলো ভাঙ করে একপাশে সরিয়ে রেখে খোলাচুলে  
আলতো করে একটা গিঁট দিল। জড়তা কাটাবার জন্যে গা মুচড়ে  
আড়মোড়া ভাঙলো। তারপর বিছানা থেকে নেমে পশ্চিমের বারান্দার  
দরজা খুলে দাঢ়ালো।

বারান্দায় এখনো রোদুর ঠাঠা করছে। আর একটু পরে সূর্য  
রাস্তার ওপাশের তিনতলা উঁচু বাড়িটার আড়ালে নেমে যাবে।  
চায়া পড়বে বারান্দায়। তখনো রোদুরের ঝাঁজ থাকবে। তারপর  
সঙ্গে হলে একটা ফিলফিনে বাতাস ভেসে আসবে দক্ষিণ দিক থেকে।  
তখন বারান্দায় চেয়ার পেতে বসলে গা-টা একটু জুড়োয়।

কিন্তু কনি এখনো আসছে না কেন ? আজ তো শনিবার।  
আজ তো ওর তিনটেয় ছুটি। এতক্ষণে তো ওর বাড়ি পেঁচে যাওয়া  
উচিত ? রাস্তায় আবার ছেলেগুলো ওর পেছনে লাগলো না তো ?

ରାଜ୍ଞାର ମୋଡେ ସତ ନିଚୁ କ୍ଲାସେର ଛେଳେଦେର ଆଡ଼ା । ରୋଦ ନେଇ, ବୃଷ୍ଟି ନେଇ, ରାଜ୍ଞାର ମୋଡେ ଦୌଡ଼ିଯେ ଥାକେ ଏକ ଏକଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଶ୍ୟାର ମତୋ ।

ସରସୀ ନିଜେର ଜଣେ କିଛୁ ଭାବେ ନା । କନିକେ ନିଯେଇ ଓର ସତ ଭୟ ।

## ୨

କାଳ ରାତିରେ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସକାଳେଇ ରୋଦ ଉଠେ ଗେଛେ । ବାତାସେ ଏକଟୁ-ଏକଟୁ ଠାଣ୍ଡାର ଆଭାସ ପାଓୟା ଯାଚେ । ଏ ରକମ ସକାଳ ସରସୀର ଖୁବ ଭାଲୋ ଲାଗେ ।

ସରସୀ ବାଥରମେ ଯାବେ ବଲେ ଦୌଡ଼ିଯେ ଆଛେ । କନି କଥନ ଥେକେ ଭେତରେ ଚୁକେଛେ । ଏଥିନୋ ଝାଁଖରି ଥେକେ ଜଳ ପଡ଼ାର ଶବ୍ଦ ଶୋନା ଯାଚେ । ମନେର ଖୁଶିତେ ସେ ଗୁଣ ଗୁଣ କରେ ଗାନ ଗାଇଛେ । ଛପ ଛପ କରେ କିଛୁ କାଚାର ଶବ୍ଦ ହଚେ । କନି ଓସବ କାଚହେ କେନ ? କେ ଓକେ ଓସବ କାଚତେ ବଲେଛେ ?

ସରସୀର ବଡ଼ୋ ଦେଇ ହୁଏ ଯାଚେ । ସେ କିଛୁକ୍ଷଣ ବାଥରମେର ସାମନେ ଇଁଟାଇଁଟି କରଲୋ । ସରେର ପର୍ଦା ସରିଯେ ଦେଖଲୋ, ଘ୍ରାଙ୍କ ସୁମୁଚ୍ଛେ । ଯୁମୋକ । ଓ ଏଥିନ ଓକେ ଡାକବେ ନା ।

ମାଲତୀ ବାଜାରେ ଗେଛେ । ଏଥିନି ସେ ବାଜାର ନିଯେ ଏସେ ପଡ଼ିବେ ।

ଘଡ଼ିତେ ଢଂ ଢଂ କରେ ସାତଟା ବାଜଲୋ ।

ଇସ, ଏତକ୍ଷଣ କନି ବାଥରମେ କି କରଛେ ? ଆଜ ଓର ଖୁବ ଦେଇ କରିଯେ ଦିଲ କନି ।

ଏବାର ସେ ଦରଜାୟ ଟୋକା ଦିଯେ ବଜଲୋ, ଶିଗ୍ଗିର ବେରୋ, କନି । ଏତକ୍ଷଣ କରଛିସ କି ?

ଭେତର ଥେକେ କନିର ଭିଜେ ଗଲା ଭେସେ ଏଲୋ, ହୁଏ ଗେଛେ । ଯାଚିଛି ମା । ଆର ଏକ ମିନିଟ ।

ଏଥିନ ସିଜନ ଚେଷ୍ଟର ସମୟ । ଗାୟେ ଏତ ଜଳ ଢାଳଛିସ ? ଠାଣ୍ଡା ଲାଗିବେ ନା ?

କନି କୋନ କଥା ବଜଲୋ ନା ଆର । ଡେତର ଥେକେ ଶୁଦ୍ଧ ଖସଖସ ଶବ୍ଦ ଶୋନା ଯାଚେ । କନି ବୋଧହୟ ଏଥନ ଜାମା କାପଡ଼ଗୁଲୋ ପରଛେ ଓର । ପରକ ।

କନି ଦିନ ଦିନ ଠିକ ଓର ମତୋଇ ହୟେ ଉଠିଛେ । ଛୋଟବେଳାୟ ସରସୀଓ ସକାଳ ଥେକେ ସେଜେଗୁଜେ ଥାକତେ ଭାଲୋବାସତୋ । କିନ୍ତୁ ବେଶଦିନ ଓ ଓଭାବେ ଥାକତେ ପାରଲୋ ନା । ବିଯେ ହୟେ ଗେଲ । ତାରପର କନି ହଲୋ । ନାନାନ ଝାମେଲା ଏସେ ପଡ଼ଲୋ । ନିଜେର ସାଜଗୋଜେର ବଦଳେ ମେଘେର ସାଜଗୋଜ୍ଜଇ ଓର କାହେ ବଡ଼ ହୟେ ଉଠିଲୋ । କନିର ମତୋ ଯଥନ ଓର ବୟେସ, ତଥନଇ କନି ଓର ହାତ ଧରେ ଗୁଣ୍ଡିଗୁଣ୍ଡି ହାଟିତେ ଶିଖେ ଗେଛେ ।

କନି ଦରଜା ଖୁଲେ ବେରିଯେ ଏଲୋ । ସରସୀ କନିକେ ଦେଖେ ଚମକେ ଓଠେ । କନି ଏକଟା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗେ ଫ୍ରକ ପରେଛେ । କରେକ ମାସେର ପୁରନୋ ଫ୍ରକ । ଏରଇ ମଧ୍ୟେ ଓଟା ଟାନ-ଟାନ ହୟେ ଗେଛେ । ହବେଇ ତୋ । ଏଥନ କନିର ବାଡ଼ନ୍ତ ବୟେସ । ତଥନଇ ସରସୀ ବଲେଛିଲ, ଏକଟ୍ ଲୁଜ ଥାକ । ଲୁଜ ଥାକାଇ ଭାଲୋ । କନି ବଲେଛିଲ, ଅତ ଢିଲେ ଫ୍ରକ ପରଲେ ଆମାକେ ବିଚ୍ଛିରି ଲାଗେ ।

ସରସୀ ଏଥନ ବୁଝତେ ପାରଛେ, ଫ୍ରକଟା ଓର ଏକଟ୍ ଲୁଜ ଥାକଲେ ଭାଲୋଇ ହତୋ । ଏଥନ ଆଠାରୋ ଚଲଛେ କନିର । ଓରକମ ବୟେସେର ଅନେକ ଆଗେଇ ସରସୀକେ ଶାଢ଼ି ଧରତେ ହୟେଛିଲ ।

ସରସୀ ଆଜ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଯେନ କନିକେ ଦେଖିଲୋ ।

ତାକେ ଓଭାବେ ଚେଯେ ଥାକତେ ଦେଖେ କନିର ଭାରି ଅସ୍ପତି ହଚ୍ଛିଲ । ମେ ଓଥାନେ ନା ଦ୍ୱାଡିଯେ ହାଜକା ପାଯେ ନିଜେର ଘରେ ଚଲେ ଗେଲ ।

ଓକେ ଯତକ୍ଷଣ ଦେଖା ଯାଏ, ସରସୀ ଓର ଦିକେ ଚେଯେ ରଇଲୋ । ବେଳା ହୟେ ଯାଚେ, ଓର ସେ ଏଥିନି ବାଖରମେ ଚୁକେ ସ୍ନାନେର ପାଟ ଚୁକିଯେ ବେରିଯେ ଆସା ଦରକାର, ସେକଥା ସେ କମେକ ମୁହଁର୍ତ୍ତେ ଜଣେ ଭୁଲେ ଗିଯିଛି । ମୋଡ଼େର ଛେଲେରା କେନ ଓର ପେଛନେ ଲାଗେ, ଏଥନ ମେ ଭାଲୋଭାବେଇ ବୁଝତେ ପାରଛେ । ଓରଓ ସଦି ଏଥନ କନିର ମତୋ ବୟେସ ହତୋ, ତାହଲେ ଓରା ଓର ପେଛନେଓ ଲାଗିତେ । ଏମନିତିଇ ଓରା ଓର ପେଛନେ ଲାଗେ, ଇଂ ଏକଟା

অত-মন্তব্য ছুঁড়ে দেয় ওর দিকে । ওরা বোধহয় জানে না, সরসী কনির  
মা—কনির থেকে ওর বয়েসের ডিফারেন্স কম করেও ঘোল বছৱ ।

সরসী নিজের মনে একটু হেসে বাথরুমে ঢুকলো । বাথরুমে  
কনি সাবানের গন্ধ ছড়িয়ে রেখে গেছে । ওটা কি সাবানের গন্ধ, না  
কনির গায়ের গন্ধ ? ছোটবেলায় কনির গা থেকে একটা ভারি মিষ্টি  
গন্ধ পেত সরসী ! কনির গায়ে এখন ও গন্ধ আছে কিনা ও জানে  
না । কনি এখন বড়ো দূরে সরে গেছে । প্রায় আঠারো বছরের  
দূরত্ব । না, ওরাই বরং ওকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে । প্রথম-প্রথম  
কনি তো আলাদা ঘরে শুভে চায়নি । একা একটা আলাদা ঘরে  
শুভে ওর ভয় করতো । তবু সরসী ওকে একরকম জোর করেই  
আলাদা ঘরে সরিয়ে দিয়েছিল ।

বাতাসের ঠাণ্ডা আমেজ আর বাথরুমে কনির গায়ের গন্ধ একসঙ্গে  
সরসীর মনটাকে জড়িয়ে ধরলো । ছোটবেলায় শেখা রবীন্দ্রসঙ্গীতের  
কলিগুলো ওর বুকের ভেতরে বিলি কাটছে । আহ,, কী ভালো  
লাগছে আজকের সকালটা !

এখন ওর কালকের কথা মনে পড়ছে না । কাল রাস্তায় কোন  
চেলে ওকে বা কনিকে লক্ষ্য করে, কি মন্তব্য করেছিল, ওসব মনে  
আসে না । এই মিষ্টি সকাল তাকে সব ভুলিয়ে দেয় ।

দরজা বন্ধ করে সে তার জামা কাপড়গুলো একে একে খুলে  
ଆকেটে তুলে রাখলো । এখন সে কনির মা নয়, সরকারী অফিসের  
কড়া সাহেব মৃগাঙ্ক মিস্তিরের স্ত্রী নয়, এখন সে সরসী—একান্তভাবেই  
সরসী ।

শাওয়ারের কল খুলে দিল । জলে ভিজিয়ে নিল নিজেকে ।  
এবার সে নিজের দিকে তাকালো । গায়ে সাবান লাগাতে লাগাতে  
সে ভাবলো, কাঁকুলিয়ার আরতি ওকে শুধু খুশি করবার জন্যেই মিথ্যে  
বলে না । ওকে দেখে সত্যিই কেউ বলবে না, ওর এতবড় মেয়ে  
আছে । তার তুলনায় মৃগাঙ্কই বরং একটু বুড়িয়ে গেছে ।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে সরসী দেখলো, মালতী বাজার থেকে  
ফিরে এসেছে। গ্যাসের ওভেনে চায়ের জল ফুটছে। আর, মালতী  
মাটিতে বাঁটি পেতে মাছ কুটছে।

সরসী রান্নাঘরের সামনে থেকে ঘুরে চলে এলো। ঘরের ড্রেসিং  
আয়নায় নিজেকে আপাদমস্তক ফেলে খুব লম্বা করে চুল আঁচড়ালো।  
মুখে হালকা করে পাউডারের পাফটা বুলিয়ে নিল। আয়নার ভেতর  
দিয়ে দেখলো মৃগাঙ্ক সার্টিনের কভার দেওয়া কোল বালিশটাকে বুকে  
আঁকড়ে ধরে ঘুমুচ্ছে। মৃগাঙ্ককে ওভাবে দেখলে ওর বড়ো মায়া হয়।

এখন সরসীর মনে পড়লো, কাল রাত্তিরে ঘুমোতে যাবার সময়।  
মৃগাঙ্ক ওকে একটু সকাল-সকাল ডেকে দিতে বলেছিল। ছুটির দিন  
বেলা পর্যন্ত একটু মউজ করে শুয়ে থাকবে লোকটা, তা নয়।

সরসী জিজ্ঞেস করেছিল, কেন, রোববারেও কি তোমার অফিস  
আছে নাকি ?

না, অফিস নয়।

তবে ?

মৃগাঙ্ক বলতে চাইছিল না। কিন্তু সরসী না শুনে ছাড়বে কি ?  
তাই বলতে হলো।

কাল দমদমে এক শিয়ের বাড়িতে গুরুদেব আসছেন। ওখানেই  
যাবো একটু।

মৃগাঙ্ক গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিয়েছে। সে সরসীকেও দীক্ষা  
নিতে বলেছিল। কিন্তু সরসী রাজি হয়নি। সে ওই গুরুদেব-টুরুদেব  
মানে না, বিশ্বাস করে না। যতসব বুজুর্গকি ! প্রতারণা ! কাগজে  
গুরুদেবদের নানারকম প্রতারণার কেছা তো প্রায় রোজই পড়ছে  
সে। মৃগাঙ্কর কি ওসব চোখে পড়ে না ?

মৃগাঙ্ক ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, অঙ্গ কিছুই নয়—বুঝলে  
সরসী। একটা শুধু সাপোর্ট + বড়ো শুষ্ঠে পৃথিবীটা ভাসছে কিনা—

সরসী ওর কথা শোনেনি। শুধু বলেছিল, তোমার মতো যথন

ବୁଡ଼ୋ ହବୋ, ତଥନ ତୋମାକେ ବଲବୋ—ତୁମି ଆମାକେ ତଥନ ତୋମାର  
ଶ୍ରୀକନ୍ଦେବେର କାହେ ନିଯେ ଯେଓ ।

ମୃଗାଙ୍କ କିଛୁକ୍ଷଣ ଓର ଦିକେ ତାକିଯେ ଥେକେ ନିଃଶବ୍ଦେ ସର ଥେକେ  
ବେରିଯେ ଗିଯେଛିଲ ।

କାଳ ରାତିରେ ଶ୍ରୀକନ୍ଦେବେର କାହେ ଯାବାର କଥା ଶୁଣେଇ ସରସୀ ଏକଟୁ  
କୁମ୍ଭ ହେଯେଛିଲ । ଅଣ୍ଠ କୋନ କାରଣେ ନୟ, ବିକେଳେ କୋଥାଓ ବେରୋନୋ  
ହବେ ନା ଭେବେ । ମେ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, ତୁପ୍ରରେର ଆଗେ ଫିରବେ ତୋ ?

ଏକଟୁ ଦେରି ହଲେଓ ହତେ ପାରେ ।

ବିକେଳେ କିନ୍ତୁ ଆମି କାଳ ଏକଟୁ ମାର୍କେଟିଂ କବତେ ଯାବୋ ।

ଯାବେ ।

ତୁମି ଯାବେ ନା ?

ଯାବୋ ।

ତାହଲେ ତୁମି ଏକଟୁ ସକାଳ-ସକାଳ ଫିରେ ଏସୋ ।

ସରସୀ ବିଚାନାର ପାଶେ ଗିଯେ ମୃଗାଙ୍କକେ ଡାକଲୋ, ଏଇ, ସକାଳେ  
କୋଥାଯ ଯାବେ ବଲେଛିଲେ, ଯାବେ ନା ?

ମୃଗାଙ୍କ ଚୋଖ ଖୁଲେ ତାକଲୋ ।

ଆଟଟା ବାଜେ । ଏବାର ଉଠେ ପଡ଼ୋ ।

ମୃଗାଙ୍କ ଚୋଖ ବୁଝଲୋ ! ସରସୀ ଏବାର ଏକଟୁ ଉଚୁ ଗଲାଯ ବଲଲୋ,  
ଯାବେ ନା ଶ୍ରୀକନ୍ଦେବେର କାହେ ?

ଶ୍ରୀକନ୍ଦେବେର ନାମ ଶୁଣେ ମୃଗାଙ୍କ ଧଡ଼ଫଡ଼ କରେ ଉଠେ ବସଲୋ ।

କ'ଟା ବାଜେ ?

ଆଟଟା ।

ଇସ, ଏକଟୁ ଆଗେ-ଭାଗେ ଡେକେ ଦିତେ ପାରଲେ ନା ?

ମୃଗାଙ୍କ ଏଲୋମେଲୋ ପାଯେ ବାଥରମେ ଗିଯେ ଚୁକଲୋ । ବାଥରମ  
ଥେକେ ଟେଟିଯେ ବଲଲୋ, ଏକ ଭଜଲୋକ ଗାଡ଼ି ନିଯେ ଆସବେନ । ଦୀଢ଼ାତେ  
ବଲୋ ।

ମାଲତୀ ସରେ ଚା ଦିଯେ ଗେଲ । ସରସୀ ମାଲତୀକେ ଦେଖଛେ । ଝାଲତୀ

চলে গেল। সরসী ওর গোল-গোল হাতগুলো, পায়ের গোছ আৱ  
ওৱ শৰীৱেৱ কিছু কিছু অংশ মন দিয়ে দেখলো।

কত বয়েস হবে মালতীৰ ?

হয়তো ওৱ মতন বয়েস হবে ওৱ। ত' এক বছৱ ছোট কিংবা  
বড়ো। কিন্তু এখনো মালতীৰ শৰীৱেৱ বাধন আছে বেশ। কৰে  
বিয়ে হয়েছিল। বৱটা কোথায় আছে, কেউ জানে না। এখন সে  
একা। মালতী একেবাৱে নিৰ্ঝাট বলেই তো ওকে রাখা হয়েছে।

কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল—‘একটি ছোট পৱিবাৱে রাখাৰ  
কাজেৰ জন্যে একজন নিৰ্ঝাট মহিলা আবশ্যক।’ পৱেৱ দিন সন্ধেয়ে  
মালতী আসে। ছেলেপুলে নেই। সামান্য লেখাপড়া শিখেছিল।  
একটু-আধটু ইংৰেজিও পড়তে পাৱে। শামনগৱে দাদা থাকে। দাদাৰ  
সংসাৱই চলে না ঠিকমতো। তাই সে নিজেৰ পায়ে দাড়াৰ পথ  
খুঁজতে বেৱিয়ে এসেছে একদিন।

চায়েৰ কাপে চুমুক দিয়ে সরসী ভাবে, মালতীৰ মনে কি কোন  
হঃখু নেই? ওকে দেখে বোৰা যায় না। খুব চাপা মেয়েমাহুষ  
মালতী।

মৃগাঙ্ক বাথৰুম থেকে বেৱিয়ে এসে চা খেয়ে দাঢ়ি কামাতে শেগে  
গেল। দাঢ়ি কামিয়ে স্নান কৱে কনিৰ সঙ্গে বসে ব্ৰেকফাস্ট খাচ্ছিল।  
ৱাস্তায় গাড়িৰ হৰ্ণ শোনা গেল।

কনি বললো, বাপি, আমি তোমাৰ সঙ্গে আজ যাবো ?

স্থান্তিৱচে কামড় দিয়ে মৃগাঙ্ক বললো, তুই আবাৱ কোথায় যাবি ?

কেন, তোমাৰ গুৱদেবেৱ কাছে—

মা শুনলে তোকে বকবে। তাছাড়া, গুৱদেবেৱ ওখানে মেয়েদেৱ  
যাওয়া বাবণ।

মৃগাঙ্কৰ যাবাৱ সময় সরসী তাকে আবাৱ মনে কৱিয়ে দিল,  
আজ বিকেলে কিন্তু পুজোৱ মার্কেটিং-এ যাবো। ভুলে যেও না যেৱ।  
সকাল-সকাল ফেৱাৱ চেষ্টা কৱো।

“হই”, হঁয়া—এই রকম সংক্ষিপ্ত গোটা-তই উন্নতির রেখে জামার  
বোতাম অঁটতে অঁটতে প্রায় দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল মৃগাঙ্ক।

মৃগাঙ্ক চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে হঠাতে কলিং বেল বেজে উঠলো।  
রাজ্ঞাঘর থেকে সরসী টেঁচিয়ে ডাকলো, কনি—

কনির সাড়া পাওয়া গেল না।

আবার কলিং বেলের শব্দ হলো।

সরসী বিরক্ত হয়ে বলে, কি যে করে মেয়েটো! সাড়া দেয় না।

সরসীর মুখের কথা না ফুরোতেই খুব আলতো পায়ে কনি ছুটে  
এলো। প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, মা, শিগগির এসো। ওই  
ছেলেগুলো এসেছে।

সঙ্গে সঙ্গে সরসীর মুখের আলো দপ করে নিবে গেল। এই  
সময়ে শোকটাও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল? এখন আমি কি করি?  
মেয়ে কি শুধু আমার একার? তোমার শেয়ার নেই? আমার ওপরে  
সব ফেলে দিয়ে উনি গুরুদেবের কাছে নিজের পরকালের কাজ  
বাগাতে চলে গেলেন। স্বার্থপর কোথাকার—

মুখে বললো, দাঢ়াতে বল্। আসছি—

কনিও যেন একটু ভয় পেয়েছে। বললো, আমি যেতে পারবো না—

এই হচ্ছে সেই ছেলেগুলো। দিনরাত মোড়ের দোকানের সামনে  
দাঢ়িয়ে ছনিয়ার মেয়েদের কুটকাটিব্য করে। বেশ কিছুদিন ধরে  
সরসী লক্ষ্য করছে, ওরা কনি সম্পর্কে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।  
কলেজে যখন সে যায়, আসে, ওরা ডাকে, হালো ডাঙিং—

কনি ফিরে তাকালেই জিজ্ঞেস করে, নামটি কি তোমার, ডাঙিং?

একজন বলে, জানি রে জানি। কনি, কী স্মাইল নাম, মাইরি—

আর একজন বলে, হালো, স্মাইল কনি—

ঠিক তারপরেই একটা ছেলে ছুটে এসে কনির সামনে দাঢ়ায়।  
গাল পর্যন্ত জুলপি, গেঁফটা সেকালের চীমাদের মতো পাক খেয়ে  
নিচে নেমেছে।

আজ সন্দেয় একটু সময় হবে তোমার ?

কনি ভেতরে ভেতরে ঘামছিল। সাহস করে বললো, হবে।  
কন্তু কেন ?

হেলেটা বোধহয় এতখানি আশা করেনি। সে কনির জবাব শুনে  
প্রথমটায় একটু ডাম্প মেরে গেল। 'জিব দিয়ে ঠোঁট ছটো ভিজিয়ে  
নিয়ে বললো, এই লেকে কিংবা একট হেঁ হেঁ—

হেলেটাকে ঘাবড়ে যেতে দেখে কনির সাহস বেড়ে যায় ? সে  
কলে দেয়, লেকে ? আমি যাইনা। আর হেঁ হেঁ ?

না, মানে আমি ব্যাচেলোর। আপনিও তো ব্যাচেলোর—

বাড়িতে আপনার যদি ছোট ভাই বা বোন থাকে, ওদের কাছ  
থকে গ্রামারটা চেয়ে নিয়ে পড়ে আসবেন।

চাতা ঘোরাতে ঘোরাতে কনি চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পেছন  
থকে একটা সমবেত উল্লাস—কনি, কনি, মাই স্লাইট ডালিং—

বাড়ি ফিরে এসে সেদিন কনি মাকে সব বলেছিল। শুনে সরসী  
শানকে খুব বকলো, কেন তুই ওদের সঙ্গে কথা বলতে গেলি ? ওই  
বব ক্রটদের সঙ্গে কেউ কখনো কথা বলে ?

মার ওপরে কনির খুব রাগ হয়। বলে, কথা না বললেও ওরা  
ঠক পেছনে লাগতো। দেখছো না, আমার নাম কি করে ওরা জেনে  
ফলছে।

কাল সরসী কনিকে সঙ্গে নিয়ে ওর এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল।  
বন্ধুর মেঝের জন্মদিন। ফেরার সময় সরসী স্পষ্ট শুনলো, একজন  
ঠাকছে—কনি—

কনি মার মুখের দিকে তাকালো।

একজন আর একজনকে জিজেস করছে, ওটা আবার  
করে ?

দিদি-টিদি হবে।

একজন এবার ডাকলো—মাই স্লাইট ডালিং—

সরসীর মাথার ভেতরে রাগ দপ করে জলে উঠলো। সে দাঢ়িয়ে  
পড়লো। মিষ্টিগলায় ওদের একজনকে কাছে ডাকলো।

ছেলেটাও এগিয়ে এলো। পেছনে পুরো দলটাই এগিয়ে  
এলো।

কি হয়েছে? ডাকলেন কেন?

তোমরা ওর পেছনে লাগো কেন? কি চাও তোমরা?

পেছনে লাগি? আমরা সব ভদ্রলোকের ছেলে। ভালোভাবে  
কথা বলবেন।

এই কয়লার দোকানটা কান্দেব?

আমাদের। কয় বস্তুতে আমরা করেছি। কেন এসব জিজ্ঞেস  
করছেন?

সরসী এবার গোড়ায় কোপ লাগাতে গেল, ভদ্রলোকের ছেলের  
কথনো কয়লার দোকান করে না।

লেখাপড়া শিখে চাকরি-চাকর না পেলে কয়লার দোকানই করতে  
হয়। কয়লার দোকান করাটা কি দোষের?

লেখাপড়া শিখে কেউ কথনো কয়লার দোকান করে না।

কি বলেন? ডিগ্নিটি অব লেবার বোঝেন না? আমরা বাঙালীর  
ছেলেরা এবার সব দল বেঁধে ব্যবসায় নেমে পড়বো।

ডিগ্নিটি অব লেবার।

সরসী কথাগুলোকে চানাচুরের মতো চিবোলো কয়েকবার।

ডিগ্নিটি অব লেবার মানে তো ছনিয়ার মেয়েদের ‘টীজ’ করা।  
যত সব বাস্টার্ড এই মোড়ে এসে জড়ো হয়েছে।

কি বললেন? বাস্টার্ড? আমরা বাস্টার্ড?

তাই!

উইদ্র করুন।

করবো না।

সবাই ঘিরে দাঢ়িলো। তাহলে বাড়ি ফিরতে পারবেন না।

সরসী তখন চিংকার করে পুলিশকে ডাকতে লাগলো। স্নোক  
জড়ে হয়ে গেল অনেক :

পুলিশ কেন, তার ওপরের আরো কাউকে ডেকে নিয়ে আসুন।  
আমরা কাউকে ভয় করি না। বুঝলেন ?

কনিব সামনে তার এই অসহায় অবস্থা ভীষণ অপমানকর মনে  
হচ্ছিল।

সরসী কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। একটা ছেলে তো প্রায়  
কনিব গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় কয়েকজন ভদ্রলোক  
এগিয়ে এলেন। সব শুনলেন। ওদের বুঝিয়ে বললেন অনেক।  
একজন সরসীকে বললেন, আপনার ওরকম বলা ঠিক হয়নি। আফটাৰ  
অল, এৱা সব ভদ্রলোকের ছেলে।

না, ছোটবন্দা, আমাদের কাছে ওঁকে অ্যাপলজি চাইতে হবে।  
নইলে আমরা ছাড়বো না।

ছোটবন্দা সরসীকে বললেন, আপনি এক কাজ করুন। অ্যাপলজি  
চেয়ে বাঢ়ি ললে যান।

সরসীও আরো কঠিন হয়ে গেল। বললো, অ্যাপলজি আমি  
চাইবো না। ওৱা কি করতে পারে, করুক।

সরসী শেষ পর্যন্ত অ্যাপলজি চায়নি। ওৱা ওদের বেশিক্ষণ আটকে  
রাখেনি। তখনই ছেড়ে দিয়েছিল। তবে বলে রেখেছিল, অ্যাপলজি  
আপনাকে চাইতেই হবে। নইলে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে পাড়া থেকে  
বের করে দেবো। তখন দেখা যাবে, কে বাস্টার্ড, কে বাস্টার্ড নয়।

সরসী কালকের কথা মৃগাঙ্ককে জানতে দেয়নি। এখন মনে হচ্ছে,  
মৃগাঙ্ককে কাল জানিয়ে রাখলেই ভালো হতো। তাহলে সে হয়তো  
পুলিশ-টুলিশে খবর দিয়ে যা-হোক একটা ব্যবস্থা করতো।

এখন নিজের ওপরে রাগ হচ্ছে সরসীর। সে আঁচলে জলহাতটা  
মুছে নিয়ে বেরিয়ে যায় বারান্দায়।

বারান্দায় বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই একরাশ ত্রুটি ভিমরূলের  
মতো একটা হল্লা শোনা গেল, বেরিয়েছে রে। এতক্ষণ কোথায়  
থাকা হয়েছিল ? অঁা ?

সরসীর সমস্ত শরীরটা একখানা লক্ষলকে খেতের মতো কাপছে।  
মুখে ফোটা-ফোটা ঘাম জমে উঠেছে। আচল দিয়ে মুখটা রহে  
নিল সে।

আপনি একবার নিচে নেমে আসবেন।

সরসী এবার উভর দিল, কেন ?

নেমে আসুন, দরকার আছে।

তোমাদের সঙ্গে আমার কোন দরকারই থাকতে পারে না।

আমাদের দরকার আছে।

কি দরকার, ওখান থেকেই বলো।

আপনি তাহলে নিচে নামবেন না ?

সরসী চিনতে পেরেছে, কালকের ওই ছেলেটাই, মাথায় ঝাঁকড়া  
চুল, গাল ছাপিয়ে নেমে-আসা জুলপি, পুরনো আমলের চৈনাদের  
মতো পাক দিয়ে নিচের দিকে নামানো গোফ—ছেলেটাকে সরসী  
ঠিক চিনে নিতে পেরেছে।

নেমে আসুন, কে বাস্টার্ড, রাস্তায় আজ ওটা ডিমাইড হয়ে যাক।

আমি নামবো না।

নামবেন না তো ! তাহলে পেটো মেরে বাড়ি উড়িয়ে দেবো।

বাড়ি আমাদের নয়। আমরা এখানে ভাড়া থাকি। খুব শাস্ত-  
ভাবে সরসী কথাগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে বললো।

ভাড়া থাকুন আর যা-ই থাকুন। নিচে নেমে আসুন, ভয় নেই।  
আমি আছি। আপনি নিচে আসুন।

সরসী কি একটু ভাবলো । তাকালো পাশের বাড়ির দোষলার  
বারান্দায় । একটা বুড়ো গোছের লোক দাঢ়িয়ে দেখছে । পেছনে  
আরো এক দঙ্গল লোক । ও বাড়ির মেয়েরা কোনদিন এদিকে বেরোয়  
না । তারাও আজ বেরিয়ে এসেছে । আর ঐ লোকটা সব সময়  
সরসীর দিকে কেমন অসভ্যের মতো হঁ করে তাকিয়ে থাকে ।  
লোকটা গালে হাত দিয়ে দাঢ়িয়ে দেখছে সব ।

ওদিকে বাড়িগুলোর বারান্দায়ও অনেকগুলো মুখ বিজবিজ  
করছে । রাস্তায় ভিড় জমতে শুরু করেছে ।

সরসী ঘরের ভেতর গিয়ে শাড়িটা ঠিকমতো গুছিয়ে পরে, নেয় ।  
তারপর শুকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে কনি দরজার কাছে ওর  
পথটা আটকে দাঢ়ায় ।

কেন ?

পাগল হয়েছো, মা ? ফর গড়স্ সেক, তুমি নিচে যেও না ।

দেখছো না, সব এই সকাল বেলায় চোলাই খেয়ে এসেছে ?

সরসী কনির ভয়ার্ত চোখছটোর দিকে চেয়ে দাঢ়িয়ে রইলো । সে  
খন কি করবে, ভেবে পাচ্ছে না ।

এদিকে তার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে ওরা ঘন ঘন কলিং বেলের  
বোতাম টিপছে । মুখ শুকিয়ে সে আবার বারান্দায় ফিরে যায় ।

এবার একখানা ইট এসে পড়লো । সরসীর গায়ে জাগেনি ।

ছেলেটি জিজ্ঞেস করলো, কি হলো ? নামলেন না যে ? ভয় পেয়ে  
গেলেন ?

পেছনের একটা ছেলে তার সঙ্গে যোগ করে দিল, কাল তো  
রাস্তায় খুব তড়পাছিলে, বাবা—

বলেই সে সরসীকে তাক করে আর একখানা ইট ছুঁড়ে  
মারলো ।

সরসী মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিল বলে বেঁচে গেছে । নইলে ওর  
মাথা ঠিক ফেটে যেত ।

এবারে প্রায় ইটের বৃষ্টি হতে শুরু করলো। ইটগুলো দেয়ালে, বারান্দার গ্রিলে লেগে ভেঙে যাচ্ছে, ছিটকে পড়ছে।

ভয় পেয়ে কনি মাকে ডাকতে লাগলো, মা, ওখানে আর তুমি দাঢ়িয়ে থেকো না।

সরসী যেন কনির কথা শুনতেই পেল না। সে যেন আজ পাথর হয়ে গেছে। একটা পাথরের মূর্তির মতো সে বারান্দায় নিষ্পন্দিতভাবে দাঢ়িয়ে রইলো।

মালতী আর কনি—চুজনে সরসীর হাত ধরে ঘরের ভেতরে টেনে নিয়ে আসাৰ চেষ্টা করলো। মালতী বলছ, ঘরে চলো বৌদি। ওদেৱ সঙ্গে তুমি পারবে না। ঘরে গিয়ে দৱজা বন্ধ কৰে দিলৈ ওৱা সব পালাবে। কতক্ষণ রাস্তায় কুকুৱের মতো চাঁচাবে, চাঁচাক—

ওৱা সরসীকে একচুলও নড়াতে পারলো না। সরসী আজ সত্যি পাথর হয়ে গেছে। সে আজ একটা পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে।

সে এতক্ষণ ছেলেগুলোৰ ইট ছোঁড়া দেখছিল। একটা ইট এসে ওৱ বুকে লাগতেই সরসী বুকে ছহাত চেপে বসে পড়লো। তা দেখে নিচেৰ সেই পুৱনো চানাদেৱ মতো গোফওলা ছেলেটা বাকিদেৱ ইট ছুঁড়তে বারণ কৱলো। কিন্তু কেউ শুনলো না ওৱ কথা। তাতেই হয়তো ওৱ খুব প্ৰেষ্টিজে লেগেছিল। সে পৱ পৱ কয়েকটা ছেলেৰ ওপৱ ঘূৰি চালিয়ে দিল। তখনো ইট হাতে আৱো কয়েকটা ছেলে দাঢ়িয়ে আছে তৈৱি হয়ে। ছেলেটা ওদেৱ দিকে তেড়ে ষেতেই ওৱা হাতেৰ ইট ফেলে দিল। তবু ছেলেটা ওদেৱ কয়েকজনকে পৱ পৱ কয়েকটা ঘূৰি মাৱলো।

এবাৰ অন্ধাগোৱা ছেলেটাকে ঘিৱে ওৱ কলাৰ চেপে ধৰলো। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা বানঘন কৱে ওৱ কোমৱেৱ লোহাৰ শেকলেৰ বেল্টটা খুলে নিয়ে ঘোৱাতে ঘোৱাতে তাড়া কৱলো ওদেৱ। ওৱা এবাৰ একটু একটু কৱে পিষ্টু হচ্ছে হচ্ছে এক সময় দৌড় লাগলো।

ছেলেটা ওদেৱ তাড়া কৱে মোড় পার কৱিয়ে দিয়ে এলো। খুব

ঠাপিয়ে পড়েছে সে। এ রকম করার তার ইচ্ছে ছিল না। সে ওদের ইট মারতে বারণ করেছিল। ওরা ওর কথা না শোনায় তার মাথায় বক্ত উঠে গিয়েছিল। ওরা এর পরেও যদি ইট মারতো, সে ওদের হ' একটাকে আজ মেরেই ফেঙ্গতো হয়তো। সরসীদের দরজার কাছে গিয়ে সে কলিং বেলের বোতামে আলতো করে চাপ দিল।

কনি আর মালতী সবসীকে বারান্দা থেকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তার চোখে মুখে জল দিচ্ছিল। ফুল স্পৌড়ে গাঁথা ঘুরছে। দরজা-জানলা সব বন্ধ।

কলিং বেলের ঘন্টা শুনে মালতী দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে গল।

ছেলেটা চেঁচিয়ে বললো, দরজা খোলো, আমি একটু শুপরে যাবো।

সরসী চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল। ছেলেটার গলা শুনে হড়মুড় করে উঠে বসলো। মালতীকে বললো, তুমি ওখানে দাঢ়িয়ে থেকো না, মালতী। ঘরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দাও।

মালতী দরজা বন্ধ করে সরসীর কাছে ফিরে এলো। বললো, যে ছেলেটা ওদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সে-ই—

সরসী কোন কথা না বলে শুয়ে পড়লো। সরসীর বুকে ইটের ঘা যতখানি লেগেছে, তার চেয়ে বেশি লেগেছে অপমান। এভাবে কেউ কখনো তাকে অপমান করেনি।

আবার কলিং বেলটা বেজে উঠলো। কেমন একটা ভেড়ার ডাকের মতো আওয়াজ। মালতী আর কনি সরসীর মুখের দিকে তাকিয়ে বইলো।

ঘরময় পাখার হাওয়ায় ঝড় বইছে। সরসীর মুখের শুপর শুকনে চুলগুলো উড়ে পড়ছে। তাতে সরসীকে খুব বিপর্যস্ত মনে হচ্ছে।

কলিং বেলে আবার ভেড়ার ডাক শোনা গেল।

সরসী উঠে বসলো। কনি মার পেছনে গিয়ে তার চুলে একটা গিঁট দিয়ে দিল। মালতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কনি এবার ভয়ে ভয়ে বললো, এ ছেলেটা বোধহয় তত খারাপ

নয়—

সঙ্গে সঙ্গে সরসী ধমকে উঠলো, তুই জানিস ?

কনি পাখার দিকে চোখ তুলে বললো, ও তো ছেলেগুলোকে ইট  
মারতে বারণ করেছিল । ছেলেগুলো ওর কথা শোনেনি ।

তুই চুপ কর—

এবার কলিং বেলটা অবিকল ভেড়ার ডাক ডাকলো । বেশ একটু  
কেঁপে কেঁপে টেনে টেনে ।

সরসী ডাকলো, মালতী—

কনি সরসীর সামনে এসে বসলো । বললো, ছেলেগুলোকে এ  
তাড়িয়ে না দিলে ওরা হয়তো আরো অনেক ইট মারতো ।

মালতী জলের গেলাস এনে সরসীর হাতে দিল । সরসী ওকে  
বললো, দরজাটা খুলে ওপর থেকে জিজেস করো তো ও কি চায়—

ও ওপরে আসতে চাইছে ।

সরসী কনির মুখের দিকে তাকালো ।

ওকে ওপরে আসতে দিও না, মা । নিচে যত পারে, চিংকার  
চ্যাচামেচি করুক । ওপরে এসে যেন ওরা কিছু না করে ।

আবার ভেড়া ডাকলো ।

সরসী এবার মালতীর মুখের দিকে তাকালো, বললো, যাও, দরজা  
খুলে ওকে ওপরে নিয়ে এসো ।

কনি বাধা দেয়, না মা । ওরা ভীষণ খারাপ ছেলে । ওপরে  
আসতে দিও না ।

তুই থাম । অনেক খারাপ ছেলে আমার দেখা আছে ।

মালতী চলে যাচ্ছিল । কনি ওকে যেতে দেয় না ।

মালতীদি, তোমারও কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

সরসী বিরক্ত হয় । আহ, কনি, মালতীকে যেতে হৈ । ও জেকে  
আমুক ।

মালতী চলে যেতেই সরসী একটু এগিয়ে বসে ড্রেসিং / টেবিলের আয়নায় নিজেকে একটু দেখে নিল। চুলে কনির দেওয়া গিঁট খুলে নিজের পছন্দমতো একটা আলতো করে গিঁট দিল। কনিও মার পেছন থেকে আয়নার মধ্যে গায়ের ফ্রকটা হাত দিয়ে একটু টান-টান করে নিছিল। সরসীর সঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়ে গেল।

ছেলেটা মালতীর আগেই ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢুকলো।

আমি ক্ষমা চাইতে এলুম। প্লীজ, একস্কিউজ মি—

সরসী একটু নড়ে বসলো। কনি ছেলেটার মুখের দিকে কটমট করে চেয়ে রাইলো।

ছেলেটা এরপর কি বলতে হবে, ভেবে না পেয়ে একবার সরসীর মুখে, একবার কনির মুখে, একবার মালতীর মুখে তাকাতে লাগলো। শেষে জিব বুলিয়ে শুকনো ঠোঁট ছুটে। একটু ভিজিয়ে নিয়ে বললো, আপনারা ক্ষমা করলেন কিনা না জেনে আমি কিন্তু যাচ্ছি না—

সরসীর মনে হলো ওর মুখটা এখন বুঝি যামে খুব জ্যাবজ্যাব করছে। সে অঁচল দিয়ে তুহাতে মুখটা ভালো করে মুছে নিল।

ছেলেটাও পকেটের কুমাল বের করে মুখ মুছলো, বললো, আপনারা এ পাড়ায় নতুন এসেছেন। আমরা অনেক দিন থেকে এখানে আছি। সেই যেবার গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন হলো, সে বছর। ঢাট ভেরি ইয়ার। অনেক দিনের পুরনো বাসিন্দা আমরা।

এবার সরসী মুখ খুললো, কিন্তু আপনিই তো সবার আগে কনির পেছনে লেগেছিলেন।

আপনি আমাকে অনায়াসে তুমি বলতে পারেন। আমি মাইগু করবো না।

আপনি তুমি পরের কথা। আগে বলুন, আপনি কেন কনির পেছনে লেগেছিলেন?

এবার সে একট হাসলো। বললো, ভুল করেছিলুম। এখন বুঝতে-

পারছি, টিক হয়নি। তাছাড়া, জানেন তো, আমাদের বয়সী ছেলেরা ওরকম একটু-আধটু করেই থাকে।

সরসী হাতের আঙুল উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমি জানতে চাই, কেন তা করবে ?

সে এবার বড়ো নরম হাসি হাসলো।

দিদি, আমরা বড়ো আনন্দাকি। বাড়িতে এক দঙ্গল করে ভাইবোন। একটু পা ফেলবো, তার উপায় নেই। বাবা ধরক দেয়, চোখ রাঙায়। মা-ও সব সময় দূর ছাই দূর ছাই করে। অনেক কষ্টে বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছিলুম। রেজাণ্ট বেরোলো—আর. এ. হয়ে গেছে। কোথায় আর যা-ই বলুন ? ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো—মোড়ের কয়লার দোকান আছে। কয়লার দিকে চেয়ে চেয়ে চোখছটোও কালো হয়ে গেছে। যা দেখি, সবই কালো মনে হয়। ওরকম আড়াও ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে ভৌষণ একবেয়ে মনে হয়। জানেন, কেউ আমাদের দিকে তাকায় না, কেউ আমাদের কথা ভাবে না। আর, কেনই বা তাকাবে, কেনই বা ভাববে ? এ পৃথিবীতে কেউ আমাদের চায়নি—আমাদের বাবা-মা ও না। আমরা ওদের অনিচ্ছায় এসে পড়েছি।

ছেলেটি এবার খুব কর্ণভাবে হাসলো। বললো, আমরা তো সব বানের জলে ভেসে আসা—

সরসী ওকে সামনের সোফায় বসতে বললো। সে পাছে তার প্যান্টের ধূলো ঝেগে সোফাটি নেংরা হয়ে যায়, তাই খুব সাবধানে বসলো।

সরসী জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কি ?

সরসীদের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে শোভন একবার ঘড়ি দেখলো। বারোটা এখনো বাজেনি। মুখটা বিস্তাদ হয়ে আছে। এখন কোথাও একটু চা খেতে পারলে মন্দ হতো না। গায়ে-হাতে বেশ একটু ব্যথা ব্যথা লাগছে। আজ খুব পেঁদিয়েছি শালাদের। ওদের সে নিজেই ডেকে অনেছিল আজ। কাল সরসীর অপমানটা তার খুব লেগেছিল। মেয়েদের একটু টিপ্পনি কাটা, ঠাট্টা-ইয়াকি মারা এমন একটা ক্রিমিশ্যাল কাজ নয়। ওরা তা করে থাকে। মেয়েরাও গায়ে মাথে না। বিশেষ করে নতুন মেয়েরা এলে প্রথমে ওরা তাদের একটু বাজিয়ে দেখে নেয়। ত্রু' একদিন আপত্তি করে ওরা আর ওসব গায়ে মাথে না। এরাও কিছুদিন পরে ঠাণ্ডা মেরে যায়। পাড়ার জীবনধারা যেমন চলতে থাকে।

কিন্তু কাল সরসী ব্যাপারটাকে এমন একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল যে, কিছু না করে তার উপায় রইলো না। মোড়ের ছেলেগুলোর কাছেই ওর প্রেস্টিজ একেবারে মাটিতে মিশে গিয়েছিল। কাল সঙ্কেয় কয়লার দোকানের সামনে বসে ওরা ঠিক করে ফেলেছিল, কিছু একটা করা চাই। কিন্তু তা যে এত বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, শোভন ভাবেনি। ওদের সে বলেছিল, তোরা কিছু বলবিনে। শুধু দল বেঁধে দাঢ়িয়ে থাকবি। যা বলার, আমিই বলবো। কিন্তু পাজিগুলো কথার মাঝখানেই ইট ছুঁড়তে শুরু করে দিল।

এখনও রাস্তার ওপর ইটের টুকরোগুলো ছড়িয়ে আছে। ঝুঁতোর ডগা দিয়ে শোভন কয়েকখানা ইট এদিক ওদিক সরিয়ে দেয়। ওপরের দিকে ভাকায়। কেউ নেই। সে বড় বড় পা ক্ষেত্রে মোড়ের কয়লার দোকানের দিকে চলতে থাকে।

কয়লার দোকানের সামনে চক্ষু, নিমু, কমু, অমিত, পাপু—এরা

শূব এখনো জটলা করছে। চঞ্চলের হাতের কবজির কাছে রক্তমাখা  
কুমাল জড়ানো। অমিতের ডান রংগের পাশটা একটু ছুলে গেছে।  
হাতের তুলো দিয়ে সে এক-একবার ওখানটা মুছে নিচ্ছে।

শোভন আসতেই সবাই ওকে ঘিরে দাঢ়ানো। নিমু অনেক  
আগে থেকেই গজুচ্ছিল। শোভনকে দেখে সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে  
এলো।

এটা কি হলো, শোভন? ডেকে নিয়ে গিয়ে তুই নিজেই  
আমাদের মারলি?

শোভন বলে, তোরা সবাই মিলে তাহলে আমাকে মার।

নিমু শোভনের দিকে আরো এগিয়ে যায়। একেবারে ওর  
মুখোমুখি দাঢ়ায়।

রংবাজি করছিস? আমাদের মান-ইজ্জৎ নেই? অ্যাক্ষানের  
জগ্নে ডেকে নিয়ে গিয়ে কিনা পঁয়াদানি? এবার তাহলে শালা তোকে  
দেখিয়ে দেবো, পঁয়াদানি কাকে বলে?

অমিত রংগে গেলে ওর মুখে কথা একটু আটকে যায়। ঠিক  
তখনই ওর কথা বলার জিদটাও যেন আরো বেড়ে যায়। সে হাতের  
তুলো দিয়ে রংগের রক্ত মুছতে মুছতে বলে, দে-দে-দেখিয়ে দে  
শালাকে, হ্যাঁ—

শোভন জিজ্ঞেস করে, কি দেখাবে রে, অমিত?

কেন? পঁয়া-পঁয়া-পঁয়া-দানি শালাকে, হ্যাঁ—

বেশ, দেখা—

নিমু খিচিয়ে ওঠে, ফের রংবাজি?

শোভন নিমুর হাতটা ধরে ফেলে। নিমু শাসায়, আমার হাত  
ছাড়বি কিনা বল?

শোভন বলে, দেখ নিমু, মিছিমিছি এই বোদের সময় মাথা গুরম  
করিস না। খারাপ হয়ে যাবে।

খারাপ হয়ে যাবে? কি খারাপ হয়ে যাবে, শুনি?

নিমু, আমার মেজাজটা আজ্জ ভালো নেই।

ল্যাং খেয়ে এসেছিস তো ?

শোভন নিমুর মুখের দিকে তাকায়। কিছু বলে না। ফ্লান্টভাবে বেঁধের ওপর বসে পড়ে। নিমুও এসে ওর পাশে বসে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধ্বায়। শোভন ওর ঠোঁট থেকে সিগারেটটা কেড়ে নিয়ে টানতে থাকে। নিমু রেগে একবার শোভনের মুখের দিকে, একবার চঞ্চলের মুখের দিকে তাকায়। তারপর আর একটা সিগারেট বের করে ধ্বায়। হৃশ হৃশ করে বার কয় ধোঁয়া ছাড়ে। শোভনের গায়ে হেলান দিয়ে বসে বলে, আমাদের ভাগিয়ে দিয়ে তো ওপরে উঠে গেলি। তারপর কি করলি ?

শোভন সিগারেটের ছাই ঝাড়লো।

কি আর করবো ? ক্ষমা চেয়ে নিলুম।

নিমু ঘুরে বসলো।

ক্ষমা চাইলি ?

অমিত মাটিতে লাথি মেরে বলে, ভ-ভ-ভ-গবান, মৃত্যু দাও—

নিমু সিগারেটে টান দিতে ভুলে গেছে।

সে কি রে শালা ? মেয়েছেলের কাছে ক্ষমা চাইলি ?

শোভন সিগারেট টানতে টানতে বলে, কি আর করি বল ? ছেট  
ভাইয়ের মতো আমাকে নিয়ে ঘরে বসালো।

ছেটভাইয়ের মতো ? কিছুতেই নয়।

তবে ?

পেটের ছেলের মতো।

শোভন এতক্ষণ অনেক সহ করেছে। আর পারলো না। নিমুকে  
প্রস্তুত হবার স্বয়োগ না দিয়েই দুম্ করে ওর গলায় একটা শুধি বসিয়ে  
দিল। নিমু বেঁধে থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে উঠে দাঢ়ালো। সে  
ভাবতে পারেনি, শোভন এভাবে তাকে শুধি মেরে মাটিতে ফেলে  
দেবে। এখনও ওর মুখের সিগারেট শোভনের মুখে অলছে। সে একটা

পংগলা কুকুরের মতো ওর উপর ঝাপিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে পাপু, অমিত—এরাও শোভনকে কিল ঘূষি মারতে লাগলো। শোভন মাটিতে পড়ে গেল। ওর আজ কারো গায়ে হাত দিতে ইচ্ছে করছিল না। নিমুকে মারারও ইচ্ছে ছিল না ওর। কিন্তু নিমু যা-তা বলে ওকে ক্ষেপিয়ে তুলতেই সে কিছু না ভেবে একটা ঘূষ বসিয়ে দিয়েছিল। আর, তাতেই সে তুল করে ফেললো। ও মনে মনে শপথ করেছিল, আর মারামারি করবে না, খিস্তি মারবে না। সে এবার থেকে ভালো হবার চেষ্টা করবে। কিন্তু নিমুর কথায় শপথ ভাঙ্গতে হলো।

মাহুষের ভালো হবার শপথ মাহুষকে কেমন দুর্বল করে দেয়। খারাপ হতে চাও, খারাপ হও—শক্তি ঠিক এসে জুটে যাবে। ভালো হতে চাইলে এমন করে মাহুষ দুর্বল হয়ে যায় কেন? শোভন আজ কিছুতেই এদের মারতে পারলো না। ওরা সবাই মিলে ওকে মারছে। মারুক। ওরা আজ ওকে মেরে ফেলুক। ও কিছু বলবে না। এতদিন সে এদের নিয়ে দল বেঁধেছে। একসাথে আড়ডা মেরেছে, দুরেছে, ফিরেছে—অ্যাক্ষান্মেও গিয়েছে। ভালুদার পার্টিতে এদের সে-ই নিয়ে গিয়েছিল। এদের সঙ্গে নিয়ে পোস্টার মেরেছে, ভালুদার পার্টির হয়ে মারামারি করেছে—সবই একসঙ্গে। আবার যখন সে ভালুদার পার্টি থেকে বেরিয়ে এসেছে, তখনও একসঙ্গে। পৃথিবীতে যারা এতদিন ছিল তার সব থেকে আপন, তারাই আজ তাকে মারছে। মারুক, মারুক, এরা আজ তাকে মেরে ফেলুক। সে কিছু বলবে না।

মারতে মারতে ওরা তাকে কয়লার দোকানের ভেতরে টেনে নিয়ে গেল। দোকানটা নামেই সবার। আসলে দোকানটা চিমুর। তারই ক্যাপিটাল। চিমুর অনেকদিন থেকে শোভনের উপর রাগ ছিল। নিমু-পাপুর ভয়েই সে ওকে কিছু বলতে পারতো না। আজ স্বয়েগ পেয়ে বলে, মেরে ফ্যাল শালাকে। শালা বেইমান—

দোকানের ভেতরে একপাশে একফালি খোলা আয়গা। ওখানে

সবাই বসে তাস খেলে, অ্যাকশানের প্ল্যান করে। সেখানেই আজ  
ওরা শোভনকে নিয়ে ফেললো। নিমু ওর ছটো হাত মাটিতে চেপে  
রেখেছে। পা ছটো চেপে রেখেছে পাপু। চিনু ওকে ঘূষি আর  
লাথি সমানে মেরে চলেছে। তা দেখে অমিত ভয় পেয়ে যায়। বলে,  
আর মারিস না। আর মারলে ম-ম-ম-রে যাবে মাইরি—

চঙ্গল ওর বাঁহাতের কব্জি থেকে রক্ত মাথা ঝুমালটা সরিয়ে  
নিয়ে প্যাটের ভেতর থেকে একটা ছুরি বের করে শোভনের পেটের  
গুপর ধরলো।

শোভন ছুরিটার দিকে তাকালো। বললো, তোরা আজ আমাকে  
ক্ষমা কর।

চঙ্গল সোজা হয়ে উঠে দাঢ়িয়ে হেসে উঠলো।

শালা ভয় পেয়ে গেছে। যা, তোকে আজ আমরা ছেড়ে দিলুম।

অমিত সাহস পেয়ে বললো, এ যাত্রায় বেঁ-বেঁ-বেঁচে গেলি। হ্যাঃ—

সবাই সরে দাঢ়ালে শোভন উঠে বসলো। গায়ের জামাটা  
খুললো। ধুলোবালি কয়লার গুঁড়ো লেগে জামাটার রং বদলে  
গেছে। সে জামাটাকে খেড়ে কাঁধে রাখলো। তারপর উঠে দাঢ়িয়ে  
টলতে টলতে দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো।

বাইরে ঠা-ঠা রোদুরে রাস্তার পিচ গলছে। শোভন কাউকে  
কিছু না বলে বাড়ি ফিরতে থাকে। সবাই কয়লার দোকানের বাইরে  
বেরিয়ে এসেছে। দোকানের সামনের বেঞ্চটা মারামারির সময় উণ্টে  
গিয়েছিল। চিনু ওটা সোজা করে রাখলো।

শোভন রাস্তা পেরিয়ে একবার শুধু ফিরে তাকালো। মাথা  
হেঁট করে চলতে থাকে তারপর।

সেদিন বিকেলেই শোভন বুরতে পারলো, কাজটা ঠিক হয়নি!  
রেললাইনের ওধারে রেল-কোয়ার্টারগুলোর পাশে কুকুচুড়ো গাছটায়  
ভয়ানক লাল আগুন ঝল্লিল। ওদিকে তাকিয়ে প্রথমেই তার কমির

মুখ মনে পড়লো, তারপর সরসীর মুখ। সে কোমরে লোহার চেনটা  
শক্ত করে আটকাতে আটকাতে পঞ্জানন তলায় ঢুকলো। শুধানে  
আগে সে রঞ্জিতের কাছে গেল। রঞ্জিত তখন সবে ঘূর্ম থেকে উঠেছে।  
সমস্ত শুনে সে জামার নিচে একটা ভোজালি নিয়ে বেরিয়ে এলো।  
রাস্তায় জালু, ভোলা, কল্যাণ আর সন্তকে পাওয়া গেল। যে কোন  
অ্যাকশানে এদের না হলে চলে না।

যাবার পথে নবুর দোকানে এক বোতল বাংলা কিনে এরা গলাটা  
ভিজিয়ে নিল। সঙ্ক্ষের মুখে কয়লার দোকানের সামনে এদের দেখে  
চিহ্ন মুখ শুকিয়ে গেল।

শোভন ওকে ডাকলো, উঠে আয়—

চিহ্ন ভয়ে ভয়ে বলে, কেন ?

কথা আছে।

চিহ্ন উঠে আসতেই শোভন ওর ঘাড়টা চেপে ধরে দোকানের  
ভেতরে নিয়ে গেল। ভেতরে তখন নিমু, পাপু, চঞ্চল আর অমিত  
তাস খেলছিল। শোভন চিহ্নকে লাঠি মেরে ওদের মাঝখানে ফেলে  
দিল। সঙ্গে সঙ্গে নিমু, পাপু, চঞ্চল, অমিত তাস ফেলে লাফ মেরে  
শোভনের সামনে এসে দাঢ়ালো। শোভন জামার ভেতর থেকে  
একটা ভোজালি বের করে হাতে বাগিয়ে ধরেছে।

রঞ্জিতের হাতেও ভেজোলি। পেটে মাল আর হাতে ভোজালি  
ধাকলে রঞ্জিত অশ্ব মানুষ। সে এগিয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, আজ  
শোভনের গায়ে হাত দিয়েছে কোন্ শালা বে ?

ওরা ধরকে দাঢ়িয়ে যায়। নিমু ভয় পেয়ে বলে, শুরু, ভুল  
হয়ে গেছে।

অমিত হোগ করে, ভু-ভু-ভুল হয়ে গেছে, শুরু।

রঞ্জিত ডাকে, চিহ্ন—

চিহ্ন উঠে দাঢ়ায়।

ভুল হয়ে গেছে।

ଆର ଶାଲା ସେମ୍-ସାଇଡ ହବେ ?

ଏ ଜୀବନେ ନଥ ।

ଠିକ ?

ଠିକ ।

କିନ୍ତୁ ଜେଣେ ରାଖିମ, ଶୋଭନ ଆମାଦେର ବନ୍ଧୁ । ଓର ଗାୟେ ହାତ  
ହୁଲେଛିସ ଯଦି, ବେଶି କିଛୁ କରବୋନା । ହାତଥାନାଇ ଶୁଦ୍ଧ ଉଡ଼ିଯେ ଦେବ ।  
ଘାମି ରଞ୍ଜିତ । ବଲେ ଦିଲୁମ । ଯା—

ରଞ୍ଜିତ ହାତେର ଭୋଜାଲି ଜାମାର ନିଚେ ପ୍ଯାଟେର ଭେତରେ ଫୁଁଝେ ନିଲ ।  
ସବାଇ ସ୍ଵସ୍ତିର ନିଶାସ ଫେଲିଲୋ । ଶୋଭନଙ୍କ ଭୋଜାଲିଟା ଜାମାର ନିଚେ  
ଫୁଁଝେ ନେଯ । ସବାଇ ବାଇରେ ଆସେ । ବେଳେ ବସେ । ଚିନ୍ହ କ୍ୟାଶ ବାଜ୍ର ଥେକେ  
ଟାକା ନିଯେ ତେଲେଭାଜା ଆନାଯ । ସବାଇ ବସେ କାଡ଼ାକାଡ଼ି କରେ ଥାଯ ।  
କେ ବଲବେ, କିଛୁକ୍ଷଣ ଆଗେ ଏଦେର ମଧ୍ୟେ ଭୟାନକ କାଣ୍ଡ ହୟେ ଗେଛେ ।

୫

ବାସ-ଟପେ କନି ଆର ସରସୀର ସଙ୍ଗେ ଶୋଭନେର ଦେଖା ହୟେ ଗେଲ ।  
ମଙ୍କେ ହତେ ଏଥନଙ୍କ ଏକଟ୍ଟ ଦେରି ଆଛେ । ଆକାଶେ ଆଲୋ କମେ ଆସିଛେ  
ଏକଟ୍ଟ ଏକଟ୍ଟ କରେ । ବାସଗୁଲୋତେ ତିଲଧାରଣେର ସ୍ଥାନ ନେଇ । ଇଭିନ୍ନ  
ଶୋଯେର ଭିଡ଼ । ରାନ୍ତାୟ ମାର୍ଗ୍ସ ଥିକଥିକ କରିଛେ ।

ସରସୀ କରେକଟା ବାସ ଛେଡ଼େ ଦିଲ । ଓଠା ଗେଲ ନା । ଏତ  
ଧାଦାଗାନ୍ଦି କରେ ଯାଓୟା ଯାଇ ନା । ସେ ବୁଝିତେ ପାରେ, ଏହି କ' ବଛରେ  
କଳକାତାଯ ମାନୁଷେର ସଂଖ୍ୟା ଅସମ୍ଭବ ରକମେର ବେଡ଼େ ଗେଛେ ।

ପାଁଚ ବଛର ଆଗେଓ ଏ ରକମ ଛିଲ ନା ।

ଓର ଛେଲେବେଳା ବେହାଲାଯ କ୍ରେଟେଛେ । ବେହାଲାଯ ତୋ ରାନ୍ତିରେ ତଥିନ  
ଶେଯାଲେର ଡାକ ଶୋନା ଯେତ । କୌ ଭୟ କରିବା ତାର ଶେଯାଲେର ଡାକ  
ଶୁଣେ । ଭୟେ ସେ ମାନ୍ୟର ବୁକେର କାହେ ସରେ ଆସିବା । ମାନ୍ୟର ଏକଥାନା  
ହାତ ବୁକେର ଉପର ନା ହଲେ ଘୁମ ଆସିବା ନା ତାର ।

বিয়ের পর ভবানীপুর। তখন বাসে উঠলে মেয়েদের সিট পাওয়া যেত। কোন মেয়েকে দাঢ়িয়ে যেতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ মাছুষেরা সিট ছেড়ে দিত। সে সব দিন চলে গেছে। এখন মেয়েরা চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে বাসে যায়, আসে। কেউ তাতে কিছু মনে করে না। মেয়েদের পা মাড়িয়ে, গায়ে ধাক্কা দিয়ে পুরুষ মাছুষেরা ওঠানামা করে। কোন মেয়ে আপত্তি করলে ধমকের স্বরে জবাব আসে, এতই যদি সতীত, তবে বাসে উঠেছেন কেন? টাঙ্গিতে যান। ট্রামে বাসে এরকম গায়ে গা লাগবেই।

‘এসব কথার কেউ প্রতিবাদ করে না।

হৃগ্রামের এত ভিড় ছিল না।

সরসী ভাবে, এই পাঁচ বছরে কলকাতার ভেতর-বাহির দুইই বড় বেশি পালটে গেছে। বিশেষ করে উঠতি ছেলেরা এত বদলে গেছে যে, ভাবা যায় না। চেহারায়, পোশাকে-আশাকে, কথাবার্তায়, চালচলনে এরা সম্পূর্ণ অন্য বকম।

মৃগাঙ্ক যখন কলেজে পড়তো, কৌ সুন্দর ছিল তার চালচলন। গোঁফদাঢ়ি কামানো মুখে একটা সুন্দর জ্যোতি লেগে থাকতো। মালকোচা করে ধূতি পরে তার ওপরে ফুলশার্ট, পায়ে পাম্পশু। এখন ওসব কোন ছেলে পরলে সবাই বলবে ‘আনশ্বার্ট’। কিন্তু তখন তো মৃগাঙ্ককে কেউ আনশ্বার্ট বলতো না।

এখন যে সব ছেলেদের মুখে এখনো ছধের গন্ধ লেগে আছে, তাদের মুখভত্তি নোংরা গোঁফদাঢ়ি। মাথায় মেঘেদের মতো লম্বা চুল। গায়ে চকরাবকরা জামা। পরনে বেলবটস্। পায়ে প্লাটফর্ম। এরা জন্মেই যেন আলটপ্কা যুবক হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভেতরটা? ওদের মন, ভাবনাচিন্তাগুলো কি সেইমতো বড়ো হতে পারছে?

শুধুই শরীর। শরীরই সব। এরা মনের ধার ধারে না।

তার ছেলে ধাক্কে হয়তো এদের মতোই হতো। এদের মতো নোংরা গোঁফদাঢ়ি রাখতো, ঝুঁচিহীন পোশাক-আশাক পরতো।

আগে মৃগাঙ্কও গোঁফ রাখতো। সরু কাতিক-কাতিক ঝোঁক।  
মন্দ লাগতো না তাতে। বিয়ের আগেই সে একদিন গোঁফ কামিয়ে  
এলো। সরসীর সেদিন তাকে চিনতেই কষ্ট হচ্ছিল। জজেস  
করলো, তোমার গোঁফ কোথায় ?

মৃগাঙ্ক হেসে বললো, বিদেয় করে দিয়েছি।

কেন ?

ধূৎ। শুমোলে নাকে চুকে যায়। সুড়মুড়ি লাগে। অমনি  
বুম ভেঙে যায়।

ওর কথা শুনে সরসী সেদিন না হেসে পারেনি।

আজকালকার ছেলেরা কত বড় বড় গোঁফ রাখছে। কত বড় বড়  
দাঢ়ি। ওদের নাকে সুড়মুড়ি লাগে না ? নাকি, সে অহুত্তুতিও সোপ  
পাছে ধীরে ধীরে ?

বেহোর শেয়ালগুলো এখন আর নেই। ওরা থাকলে এখন  
হয়তো বাঘের মতো ডাক ছাড়তো, নয়তো সিংহের মতো কেশর  
ফোলাতো !

সরসী চেয়ে দেখলো, একটা ডবল ডেকার গজরাতে গজরাতে  
এদিকে আসছে। ন' নম্বর কিনা কে জানে। কনিকে নিয়ে সে  
আজ এসপ্লানেড যাবে। ওখানে লাইট হাউসের সামনে মৃগাঙ্ক আজ  
ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টা ওদের জন্যে দাঢ়িয়ে থাকবে। নিউ মার্কেটে  
কয়েকটা জামা-কাপড় এবং সংসারের টুকিটাকি জিনিস কিনে ওরা  
প্রিলেপ ঘাটে যাবে। ফেরার পথে চাংওয়ায় ডিনার খেয়ে বাড়ি  
ফিরবে। রাতের জন্যে তাই সে আজ রান্না করেনি।

বাসটা চলে গেল। ন' নম্বর নয়—এইট-বি।

কনি বলে, আর কতক্ষণ বাসের জন্যে অপেক্ষা করবে, মা ? ছ'টা  
যে বাজতে চললো—

সরসী কনির দিকে তাকায়। কনি আজও পরেছে টি-শার্ট আর  
বেল-বটস। এতে বেশ মানায় তাকে। প্রথম-প্রথম সরসী কনিকে

এ-সৰ পৱাতে চায়নি। মৃগাঙ্ক তো একেবাৰেই নয়। সে বলতো, মেয়েদেৱ পোশাক ছেলেদেৱ মতো কেন হবে? তাছাড়া, আমাদেৱ দেশ আমেৰিকা নয়। কিন্তু কনিৰ বায়না, তাৰ বন্ধুৱা সবাই পৱে কলেজে আসে। ওদেৱ পাশে ক্ৰক বা শাড়িতে নিজেকে ভৌষণ আনস্ট্রার্ট লাগে।

অগত্যা কনিকে লাল টি-শার্ট আৱ নৌল বেল-বট্স্ তৈৰি কৱিয়ে দিতে হয়েছিল।

সৱসীৱ এক আৰ্মীয়া একদিন ওদেৱ বাড়ি বেড়াতে এসে কনিকে সেই পোশাকে দেখে চমকে গিয়েছিল।

এ কী সৱসী, তোৱ মেয়ে এসব কি পৱেছে রে?

সৱসীৱ মনে খুব লেগেছিল কথাটা। সে ভুক্ত কুচকে জিজেন কৱেছিল, কেন? কি হয়েছে তাতে?

তোৱ মেয়ে এসব পৱবে, ভাৰতে পারিনা।

ৱাগে সৱসীৱ চোখ মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, ও তো কাৰো পঘসায় পৱেনি। ওৱ বাবা কিনে দিয়েছে।

মৃগাঙ্ক কিনে দিয়েছে?

আৰ্মীয়াটিৰ চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছিল।

সৱসী বলে, কেন? ও মেয়েকে এসব কিনে দিতে পাৱে না! নাকি ওৱ সে ক্ষমতা নেই?

সৱসীৱ কথায় আৰ্মীয়াটি বড়ো অপ্ৰস্তুত হয়ে গিয়েছিল।

সৱসী ভাৰে, কনি যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতো, তাহলে সেও হয়তো আজকালকাৱ ছেলেদেৱ মতোই মাঝুষ হতো। কোন হেৱ-ফেৱই হতো না।

কনি বলে, মা, ছ'টা যে বাজতে যাচ্ছে—

সৱসী ঘড়ি দেখলো। ছ'টা বাজতে আট। আৱ দেৱি কৱা যায় না। মিনিবাস বা ট্যাঙ্কি—এবাৱ বা পাবে, তাতেই উঠে পড়বে তাৱা। সামনে চেয়ে দেখলো, সেই ছেলেটা এদিকে আসছে। ইন্তঃ

এ সময়ে আবার সেই ছেলেটা ! এখন বকবক করবে একটানা—দেরি  
ঢয়ে যাবে। মৃগাঙ্ক লাইট হাউসের সামনে ওদের জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে  
শুধু শুধু বিরক্ত হবে।

সরসী শোভনকে না-দেখার ভান করে ঘড়ি দেখতে লাগলো।  
কনি ওর কানের কাছে মুখ এনে বলে, মা, ওই ছেলেটা—

তুই চুপ' কর—

সরসী অনুদিকে তাকায়।

শোভন সোজা সরসীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কোথায় যাওয়া হচ্ছে, দিদি ?

সরসী যেন ভূত দেখলো।

এই-যে ভাই, যাচ্ছি একটু আঞ্চলীয়ের বাড়ি। অনেকদিন যাওয়া  
হয়না। আজ একটু সময় আছে। ভাবলুম, একটু ঘুরে আসি।  
তা দেখ ভাই, ঘন্টাখানেক দাঁড়িয়ে আছি। না পারছি বাসে উঠতে,  
না পাচ্ছি একটা ট্যাঙ্কি বা মিনিবাস।

শোভন ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

তাই নাকি ? আমাকে বলবেন তো ? দাঢ়ান, এই-যে একটা  
ট্যাঙ্কি আসছে, আমি ধরে দিচ্ছি।

কিছুক্ষণের মধ্যে একটা ট্যাঙ্কি এলো। প্যাসেঞ্জার নেই। কিন্তু  
ওটার মিটার ফ্ল্যাগ নামানো। স্পীডে বেরিয়ে যাচ্ছিল। শোভন  
দুহাত তুলে সোজা ওর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। যান্ত্রিক একটা  
চিংকার করে ট্যাঙ্কিটা দাঁড়িয়ে যায়। ড্রাইভার মুখ বের করে বলে,  
যাবে না। সামনে আমার বাঁধা খন্দের আছে।

কি ?

শোভন ওর কলার চেপে ধরে।

নেমে আয়, বলছি—

ড্রাইভার ভয় পেয়ে বলে গুঠে, আপনি কি আমায় মারবেন ?

তোর পা ধূয়ে পুজো করবো বে শালা !

ড্রাইভার ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে, ওর প্যাসেঞ্জার আছে।  
প্রতিদিন এ সময়ে সে তাকে বড় একটা হোটেলে নিয়ে যায়।

শোভন ধর্মক দিয়ে বলে, মিটার-ফ্ল্যাগ তোল। দরজা খুলে দে।  
নইলে সোজা বডি ফেলে দেব।

ভিড় জমে গিয়েছিল। কেউ কোন কথা বলছে না। সবাই  
নীরব দর্শক। ড্রাইভার ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিয়ে মিটার ফ্ল্যাগ  
তুলে আবার নামায়।

শোভন সরসৌকে ডাকে, আমুন দিদি, উঠে পড়ুন।

সরসী উঠবে কি উঠবে না—ও বিষয়ে একটি দোনামন। কবে শেষে  
উঠে পড়লো। কনিকে ডাকলো, আয় কনি—

কনি গিয়ে তার পাশে বসলো।

শোভন জোরে দরজা বন্ধ করে দেয়। ট্যাঙ্কি স্টার্ট নেয়। ড্রাইভার  
মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন ?

ওর গলায় রাগের উত্তাপ স্পষ্ট। শোভন আর কোন কথা না  
বলে দরজা খুলে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে পড়লো।

নিন, চলুন—

ড্রাইভার রেগে আছে, বোঝা যায়। আর কোন কথা বলে না।  
ট্যাঙ্কি ছুটে চলে।

সরসী বলে, তুমি ছিলে, তাই। নইলে ট্যাঙ্কি পাওয়া মুশকিল  
হতো।

শোভন সিটের ওপর প্রায় শুয়ে পড়ে। বলে, আপনার যখন যা  
দরকার হবে, বলবেন। আমি আছি।

সরসী ওর কথায় খুব ভরসা পায়। এ রকম একটি ছেলে হাতে  
থাকা ভালো। কলকাতায় বাস করতে গেলে কখন কি দরকার হয়,  
বলা যায় না। যা দিনকাল।

আমি, দিদি, কোন অগ্নায় সইতে পারি না—

সরসী চুপ করে থাকে। শোভন কনিকে ভালো করে দেখে

নিয়ে সরসীকে বলে, আপনাকে কিন্তু, দিদি, আজ খুব স্মৃতির দেখাচ্ছে।

শোভন দেখলো, কনি ট্যাঙ্গির বাইরের দিকে চেয়ে আছে।  
শোভন তাকে লক্ষ্য করে বললো, আপনাকেও—

থ্যাঙ্ক ইউ—

কনি যেমন বাইরের দিকে চেয়েছিল, তেমনি বাইরের দিকেই  
চেয়ে রইলো।

ট্যাঙ্গি বালিগঞ্জ ফাড়ির কাছে আসতেই শোভন গন্তীরভাবে  
বললো, বাংদিকে একটু রাখুন। নামবো।

ট্যাঙ্গি থামতেই শোভন পকেট থেকে এক টুকুরো কাগজ বের  
করে ড্রাইভারকে বললো, আপনার কলম আছে?

ড্রাইভার ওর সামনের একটা ড্রয়ার খুলে খুব খুঁজলো। বললো,  
না। নেই—

সরসী কনিকে বললো, তোর ব্যাগে বল-পেন ছিল না?

কনি ওর ব্যাগ খুলে তার বল-পেনটা এগিয়ে দেয়।

শোভন খসখস করে তাতে কি লিখে নেয়। বলে, আপনার  
ট্যাঙ্গির নম্বরটা টুকে রাখলুম। কেন টুকে রাখলুম, পরে বুঝতে  
পারবেন। আজ যান, এন্দের ঠিক মতো পৌছিয়ে দেবেন। কোন  
গোলমাল হয় যদি, মনে রাখবেন আমার নাম শোভন দাস। এস.  
দাস বললে এস্প্লানেড থেকে গড়িয়া—সবাই চিনতে পারবে।

সরসী ডাকলো, তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো না, শোভন—

কনি সরসীর হাতে চিম্টি কাটলো।

শোভন বললো, না দিদি, আজ একটা জরুরী কাজ আছে।

তাহলে একদিন আমাদের ফ্ল্যাটে এসো।

তা যাবো। আপনি বললেও যাবো, না বললেও যাবো।

বেশ। সেই ভালো—

শোভনকে পেছনে ফেলে সরসী আর কনিকে নিয়ে ট্যাঙ্গি  
এস্প্লানেডের দিকে ছুটে চলে।

সকাল থেকেই কনির মনটা একেবারে ভিজে চুপ্সে আছে, কিছুই ভালো লাগছে না। সে পড়ার বইগুলো কিছুক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করলো। কলেজের প্রফেসারদের নোটগুলোর ওপর দিয়ে চোখ বুলোবার চেষ্টা করলো। কিছুই মাথায় চুকছে না।

আজ ছুটির দিন। বাবারও আজ অফিস নেই। দুর্গাপুরে ছুটির দিনে বাবা তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তো। মিত্রির কাকুর কোয়ার্টার, নয়তো পাঠক জেন্টের কোয়ার্টারে। মিত্রির কাকুর মেয়ে শেলী ছিল ভীষণ মিশুকে। সে ওকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে শুর লাভারেব ছবি দেখাতো। কত চিঠি লিখেছে শুকে তপু—পাতার পর পাতা, সব শুকে শেলীর পড়ানো চাই। পড়তে পড়তে কনির বুক ঢিপচিপ করতো। বেলা বাড়তো, বাবা বাড়ি ফেবার জন্যে তাগিদ দিত। কান যাবার জন্যে উঠে দাঢ়ালেই শেলী বলতো, আর একটু বস। আব একটা ভালো জিনিস দেখাবো তোকে, তপুই দিয়েছে, দেখতে চমকে যাবি।

কি ?

শেলীর ছ'চোখে হাসি ঢেউ ভাঙতো। সে ঘরের এক গোপন জায়গা থেকে তার ড্রয়ারের চাবিটা বের করে আনতো। কিন্তু বাবা বারবার কনিকে ডাক দিত। শেলীর সেই ভালো জিনিস কনিব আর দেখা হতো না।

শেলীর মা ছিল না। মিত্রিরকাকু তাই আবার বিয়ে করেছেন। সেজন্তে শেলীর মনে খুব একটা ছঃখু ছিল। সৎ-মাকে সে ভীষণ ভয় করতো। বাবা বাড়ি ফেরার জন্যে কনিকে ডাকলে শেলীর সৎ-মা এসে দরজা ধাক্কাতো। ধরকের স্তুরে বলতো, এই শেলী, কনিকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে কি করছিস এতক্ষণ ? \_ ও বাড়ি ঘাবে। ছেড়ে দে—

কনি দরজা খুলতে এগোতো। শেলী তাকে বারণ করতো।

খুলিস না এখন। আগে এগুলো সব লুকিয়ে রাখি। তারপর—

সব গুছিয়ে লুকিয়ে রেখে শেলী বলতো, আবার যখন আসবি,  
তোকে দেখাবো তপুর-দেওয়া সেই জিনিসটা। কাউকে বলবি  
না তো?

কনি মাথা ছুলিয়ে বলতো, বলবো না। তুই দেখিস—

শেলী ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে মুখে চুম্ব খেত। কনির সমস্ত  
শরীরটা শিরশির করে উঠতো।

এক-একদিন বাবা ওকে পাঠক-জেঠের কোয়ার্টারেও নিয়ে যেত।  
পাঠক-জেঠের ছেলেমেয়ে ছিল না। পাঠক-জেঠিমা খুব ভালো রাখা  
করতে পারতেন। কনিকে কাছে বসিয়ে কত কী খাওয়াতেন তিনি।  
পাঠক-জেঠিমার হাতের তৈরী কামরাঙ্গার জেলির কথা কনি জীবনেও  
ভুলবে না।

কলকাতার চেয়ে দুর্গাপুর ঢের ভালো ছিল।

কলকাতায় এসে বাবা কেমন যেন হয়ে গেছে। এখানে বাবা  
তাকে কোথাও নিয়ে যায় না। তার বন্ধুদের বাড়িও না।

আজ বাবা সকালে স্নান করে কোথায় বেরিয়ে গেছে। দুপুরেও  
ফিরলো না। আশ্রমেই নাকি খেয়ে নেবে। কনি মার সঙ্গে বসে  
খেতে খেতে বললো, এর চেয়ে দুর্গাপুর ভালো ছিল। না বল  
তো মা?

সরসী কনির মুখের দিকে তাকালো।

কেন? কলকাতা তোর ভালো লাগছে না?

ভালো লাগবেনা কেন? দুর্গাপুর যেন আরো ভালো ছিল।  
ওখানে সবাই কেমন আমাদের ভালোবাসতো। এখানে সব কেমন  
যেন ছাড়া-ছাড়া। দুধ কেটে গিয়ে ছানা হয়ে গেলে যেমন হয়, ঠিক  
জেমনি।

সরসী বলে, নতুন এসেছি তো! পূরনো ঘারা ছিল, তারা সব

ছিটকে পড়েছে। ছর্গাপুরের মতো পুরনো হয়ে গেলে আবার কত চেনা-জানা হয়ে যাবে।

কনির কথায় সরসীর আজ ওর পুরনো আঞ্চীয়-বজ্জনদের কথা মনে পড়লো। খাওয়ার পরে সে সেজেগুজে বেরিয়ে গেল। ভবানীপুরে মামা মারা যাবার পর মামীমা একা রয়েছে। তার সঙ্গে আজ সে একবার দেখা করে আসবে। ফিরতে সন্ধ্যে হলেও কনি যেন না কিছু ভাবে। অনেক দিন বাদে যাচ্ছে কিনা।

মাকে আজ কনির ভীষণ স্বার্থপর মনে হয়। মা কি আজ তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতো না? সঙ্গে সে নেবে না। পাছে লোকে বলে, তোমার মেয়ে এত বড়ো হয়ে গেছে, সরসী। কিংবা বলে, যাই বলো তাই বলো, সরসী, তোমার মেয়ে কিন্তু তোমার চেয়েও সুন্দরী হয়েছে!

এ সব কথা ভাবতে কনির কান্না পাচ্ছিল। কান্না ভোলার জন্যে সে টেবিলের ওপর থেকে একটা সিনেমার কাগজ নিয়ে ছবি দেখতে থাকে। ছবি দেখতে দেখতে তার শেলীর কথা মনে পড়ে। শেলী তাকে তপুর-দেওয়া একটা সাংঘাতিক জিনিস দেখাবে বলেছিল। কী সেই সাংঘাতিক জিনিস ভাবতে ভাবতে কনির চোখে একএকদিন ঘূর্মই আসতো না। শেলী তাকে তপুর-দেওয়া সেই সাংঘাতিক জিনিসটা আর দেখায় নি। বলেছে, বাবার সঙ্গে কখনো কলকাতায় এলে দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

বাজে কথা। আর শেলী কলকাতায় এসেছে!

কলকাতায় এসে কনি ওকে চিঠি দিয়েছে। একখানা নয়, তিন-তিনখনা চিঠি। শেলী তার একটাইরও উক্তর দেয়নি। শেলী তাকে ভুলে গেছে। ছর্গাপুরের সবাই তাকে ভুলে গেছে।

সিনেমার কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কনি বাইরের বারান্দায় এসে দাঢ়ায়। কিছুই ভালো লাগছে না তার। সবাই কেমন তার তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।-

বারান্দায় সে একা দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। খুব খোলামেলা রোদুর পড়েছে বারান্দায়। রাস্তায় বাড়িগুলোর ছায়া হেলে পড়েছে। ফেরিয়ালারা পর পর ডেকে যাচ্ছে ওদের রাস্তায়। কনি ফেরিয়ালাদের ডাক শোনে। রাস্তাটা যেখানে ঝাপসা হয়ে গড়িয়াহাট রোডের সঙ্গে মিশেছে, কনি সেইদিকে চেয়ে থাকে। বড় বড় বাড়িগুলো ছবিকে সরে দাঁড়িয়ে যেন রাস্তাটাকে পথ ছেড়ে দিয়েছে। শুপরে অনেকদূর আকাশ। আকাশে কয়েকটা চিল চৰুর দিয়ে ধূরছে। কনি সেইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে হয়, ওখান থকে কেউ একজন খুব বীরের মতো আসবে। তাকে তার এই ভালো-না-লাগা থেকে বের করে নিয়ে যাবে। সেখানে কত আনন্দ, কত নাচগান, ফুর্তি। সেখানে শেলীও যদি থাকে, খুব মজা হবে। সে তাকে সেখানে তাকে-লেখা তপুর সব চিঠি পড়াবে।

তপুকে সে কখনো দেখেনি। শেলী বলেছিল, সে একদিন তপুর সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দেবে। ভারী সুন্দর ছেলে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে, আবার কবিতাও লেখে। রবীন্দ্র-সংগীতের গলাও চমৎকার। লম্বা চেহারা। বড় বড় গোঁফ। ঠিক যেন রবীন্দ্রনাথের বজ্জ্বলে। শেলী তাকে বলেছিল, দেখলে তুইও প্রেমে পড়ে যাবি।

কনি বলেছিল, একবার দেখা না, শেলী—

দেখাতে পারি। কিন্তু একটা শর্তে—তুই ওর প্রেমে পড়বিনে, বল ?

কনি বলেছিল, তা কখনো পারি। তোর জাভার তোর লাভারই থাকবে। আমি তো ওকে শুধু একবার দেখবো।

শুধু চোখের দেখাই। ভালোবাসতে পারবিনে।

বললুম তো। তোর জাভার তোর লাভারই থাকবে। তবু শেলী তপুকে দেখাবিনি। হয়তো সাহস হয়নি ওর। পাছে যদি তপু কনিকে ভালোবাসে ফেলে, পাছে যদি তপুকে হারাতে হয়।

শুনুকে কনির আর দেখা হয়ে গঠে নি। ওকে না দেখলেও সে

মনে মনে তপুর একটা ছবি এঁকে নিয়েছে। লম্বা ফর্মা চেহারা।  
বড় বড় একজোড়া গোফ। টানা-টানা চোখের কোণে ভালোবাসার  
আভাস। হয়তো বাস্তব তপুর সঙ্গে তার ছবির তপুর মিল নেই।  
তবু কনি সেই তপুকে মনে ধেন ভালোবেসে ফেলেছে।

কলকাতায় এসে মিঠুর সঙ্গেই ওর প্রথম বন্ধুত্ব হয়। মিঠু ওর  
ক্লাসে পড়ে। বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে থাকে। মিঠু ওকে যেদিন  
ওদের বাড়ি নিয়ে যায়, সেদিন কনি ওকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করেছিল,  
তোমার কোন লাভার নেই, মিঠু?

মিঠু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল কিছুক্ষণ।  
কনি অগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল ওর চাহনি দেখে। বলেছিল, কোন  
অস্মুবিধি থাকলে থাক, বলতে হবে না।

মিঠু বড়লোকের বাড়ির মেয়ে। বোজ গাড়িতে করে কলেজে  
আসে। গাড়িতে করেই বাড়ি ফেরে। ওদের বাড়ির সামনে পাঁচিল-  
ঘেরা মন্ত বড় বাগান! বাগানের একপাশে আছে খরগোসের র্ধাচা।  
মন্ত বড় একটা বকুলগাছের ডালে দোলনা ঝোলানো।

বাগানে বেড়াতে বেড়াতে সেদিন দোলনায় বসে মিঠু ওকে  
বলেছিল তার অসীমদার কথা। অসীমদা ওকে ছোটবেলা থেকেই  
পড়াতো। শ্রাশানাল স্কলারশিপ পাওয়া ছাত্র। নিজে সায়েন্সের  
ছাত্র হয়েও ইংরেজি বাংলা হিস্ট্রিতে তাব যে দখল ছিল, তাতে মিঠু  
মুঞ্ছ হয়ে যেত। মিঠু বলে, কেউ জানে না, অসীমদাও জানতো না,  
আমি গোপনে গোপনে ওকে ভালোবেসে ফেলেছিলুম। ওরকম  
সুন্দর হাতের লেখা, ওরকম গমগমে সুরেলা গলা, চওড়া কপাল,  
কপালের ওপর ঝুঁকে-পড়া চুল, ছাটি উজ্জ্বল সুস্থির চোখ দেখলে  
সবারই ভালোবাসতে ইচ্ছে করবে।

এ পর্যন্ত শুনে কনি বলেছিল, তোমার অসীমদাকে একবার  
আমাকে দেখাবে?

মিঠু করুণ হেসে বলেছিল, এমনিতে অসীমদাকে দেখতে তেমন

সুন্দর নয়। দেখলে তোমার ভালো লাগবে না। কালো রং, রোগা  
পাতলা গড়ন, মুখভর্তি দাঢ়ি—

মিঠু হাসতে থাকে।

দেখলে তোমার একটুও ভালো লাগবে না। কিন্তু—

মিঠু গন্ধীর হয়ে যায়।

অসীমদার ভেতরে একটা বিরাট মাঝুষ লুকিয়ে আছে। কেউ  
জানে না। শুধু আমিই জানতে পেরেছিলুম।

কনি বলেছিল, হোক অসুন্দর। তবু তুমি একবার ওকে  
আমাকে দেখিশ—

সেদিন আর কথা হয়নি। সঙ্গে হয়ে আসছিল। ওদের  
গাড়িতে উঠতে উঠতে কনি সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল, অসীমদা  
তোমাকে চিঠি দেয়না ?

মিঠুর মুখখানা করুণ হয়ে গুঠে। একখানাও না।

ওর কোন ছবি তোমার কাছে নেই ?

তাও নেই।

আশ্চর্য মেয়ে মিঠু। কনির ওকে ভীষণ ভালো লাগে।

আর একদিন কনি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি যে ওকে  
ভালোবাসো, অসীমদা সেকথা জানে তো ?

মিঠু একটু লজ্জা পেয়ে যায়। বলে, জানে।

অসীমদা তোমাকে ভালোবাসে না ?

বাসে।

পৃথিবীতে সব মেয়েরই ভালোবাসার লোক আছে। শুধু কনিরই  
কেউ নেই। তার এই আঠারো বছর বয়সেও কেউ তাকে ভালোবাসা  
দিতে আসেনি। জীবনে মা আর বাবা ছাড়া অন্য কাউকে সে বিশেষ  
চেনে না। ইঙ্গুলে ঘতদিন সে পড়েছে, মা তাকে ইঙ্গুলে দিয়ে  
আসতো। ছুটি হলে মা-ই তাকে বাড়ি নিয়ে আসতো। ছুটির দিনে

বাবাৰ সঙ্গে সে বেড়াতে যেত। যাদেৱ বাড়ি বেড়াতে যেত, তাদেৱ  
বাড়িতে সে শুধু মেয়েই দেখেছে, আৱ দেখেছে হৃষিপোষ্য শিশুদেৱ।

ভালোবাসা কাকে বলে কনি আজো জানে না। ভালোবাসা  
তার কাছে ঐ দূৰেৱ আকাশেৱ মতো অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে। সে শুধু  
চাৰটি অক্ষরেৱ কাঞ্চনিক বিগ্ৰহ ছাড়া আৱ কিছু নয়।

বাৰান্দায় ফুৱফুৱে হাওয়া দিচ্ছে। চুলগুলো উড়ে এসে মুখেৱ  
ওপৰ পড়ছে। তুহাতে পিঠেৱ ওপৱেৱ চুলগুলোয় সে একটা গিঁট  
দেয়। এমন সময় নিচে রাস্তায় শোভনকে দেখতে পেল সে। শোভন  
দাড়িয়ে কি যেন তাকে জিজ্ঞেস কৱছে। এতক্ষণ সে অন্যকথা  
ভাবছিল, শোভন কি বলছে শুনতে পায়নি। শুনতে পেলে ওকে  
দেখতে পেত সে।

দিদি বাড়ি আছে ?

শোভনেৱ গলায় কিসেৱ একটা লকেট। হাতে লোহার বালা।  
না। নেই—

ঠিক আছে। বলো, আমি এসেছিলুম।

শোভনকে এখন কনিৱ আগেৱ মতো অত খাৱাপ লাগে না।  
একদিন সে তুল কৱেছিল। তাৱপৰ থেকে সে নিজেকে নানাভাৱে  
ওদেৱ কাজে প্ৰয়োজনীয় কৱে তোলাৱ কত চেষ্টাই না কৱছে!  
শোভনকে ওৱা প্ৰথমে ষত খাৱাপ মনে কৱেছিল, হয়তো সে তত  
খাৱাপ নয়।

কনি বলে, মা বাড়ি না থাকলে বুৰি আসতে নেই ?

শোভন কনিৱ মুখেৱ দিকে তাকালো।

না, ঠিক তা নয়—

তবে আস্তুন না ! বসে একটু গল্প কৱি।

আসবো ?

কেন ? ভয় কৱছে নাকি আপনাৱ ?

ভয় ?

শোভন হাসলো। বললো, ভয় আমাকে ভয় পায়।

কনি হেসে উঠে।

তাই নাকি ?

দরজা খোলো।

আসছি।

কনি খুব হালকা পায়ে সিঁড়ি সাঁতরে নিচে নেমে আসে। দরজা খোলে। হাসতে হাসতে বলে, আসুন। জানেন, মা বাবা কেউ বাড়ি নেই। একা-একা আমার একটুও ভালো লাগছে না। ভীষণ বোরিং লাগছে—

শোভন কনিকে দেখে। সিঁড়ি ভেঙে নেমেছে বলে কি কনি একটু হাঁপিয়ে পড়েছে? নাকি চাপা আবেগে ওর গজাটাকে আজ ঘরনার জলের মতো এমন মিষ্টি শোনাচ্ছে?

কনি বলে, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসুন—

শোভন দরজা বন্ধ করে। কনি ততক্ষণে তরতর করে উপরে উঠে গেছে।

শোভন উপরে এসে দেখলো, কনি ওদের বসার ঘরের টেবিলের ওপর ঢাকনাটা টান-টান করে দিচ্ছে! ওর গোলাপী রঞ্জের ঝরকে বড় সাংঘাতিক ভাঙ্গ পড়েছে। কনিকে আজ খুব শুন্দর লাগছে। যেন রাস্তার ধারে নিষেধের পাঁচিল টপকে একটা গোলাপ ফুল তার পূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে এইমাত্র ফুটে উঠেছে। হাত বাড়ালেই বুঝি ছেঁয়া যায়, খুব সহজেই হয়তো তুলে আনা যায়।

কনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, বসুন, দাঁড়িয়ে রাইলেন কেন?

শোভন কনির ভদ্রতায় ঝর্মশ মুঝ হয়ে যাচ্ছে। মনে মনে শপথ করে, কনির কাছে সে কখনো কোন খিস্তির শব্দ উচ্চারণ করবে না।

শোভন সোফায় বসলো। বিছানার ওপরে বইখাতাগুলো বড়ে এলোপাতারি ছাড়ানো পড়েছিল। কনি ওগুলো সুমসাম গুছিয়ে

ରାଖଲୋ ! ଖୋଲା କଳମଟା ବନ୍ଧ କରେ ତୁଲେ ରାଖଲୋ ଏକପାଶେ । ତାରପର  
ବିଚାନାର ଓପର ପା ଝୁଲିଯେ ବସଲୋ ।

ଏତକଣ ଶୋଭନ କନିକେ ଖୁଟିଯେ ଖୁଟିଯେ ଦେଖଛିଲ । ତାର ମୁଖ,  
ଚୋଥ, ମାଥାର ଚୁଲ, ପାଯେର ଗୋଛ, ଗାୟେର ଟାନ-ଟାନ ଗୋଲାଗୀ ଫ୍ରକ—ଖୁବ  
ମନ ଦିଯେ ଦେଖଛିଲ ସେ । କନି ସାମନାସାମନି ବସାଯ ଏଥିନ ମେହନାର  
ପୁରୋପୁରି ଦେଖିତେ ପାଛେ ।

ତୁମି ଦିଦିର ସଙ୍ଗେ ଆଜ ବେରୋଗ ନି ଯେ ?

ସାମନେ ଅନାର୍ଦ୍ଦେଶ ଏକଟା ପରୀକ୍ଷା । ମା-ମଣିର ସଙ୍ଗେ ଗେଲେ ପଡ଼ା  
ହତୋ ନା ।

ତାର ମାନେ ତୁମି ବେଡ଼ାନୋର ଚେଯେ ଲେଖାପଡ଼ା ବେଶି ଭାଲୋବାସୋ ।

ମୋଟେଇ ନା । ମା ଚାଯ, ଆମି ବାଡ଼ିତେ ବସେ ଶୁଦ୍ଧ ପଡ଼ାଶୋନା  
କରି ।

ତାଇ ମନ ଦିଯେ ପଡ଼ାଶୋନା କରଛିଲେ ?

କରଛିଲୁମ । କିନ୍ତୁ ମନ ଦିଯେ ନଯ ।

ଆମି ଦେଖିଲୁମ, ବାରାନ୍ଦାଯ ଦୀଡିଯେ ତୁମି ଖୁବ ମନ ଦିଯେ—  
କନି ହେସେ ଓଠେ ।

ନା, ପଡ଼ିଛିଲୁମ ନା । ଦୁର୍ଗାପୁରେର ବଞ୍ଚୁଦେର କଥା ଭାବିଛିଲୁମ ।

ଦୁର୍ଗାପୁରେ ତୋମାର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଛିଲ, ନା ?

ଛିଲ । ଅନେକ ନଯ । ଗୁଟି-କମ୍ ଖୁବ ଇଟିମେଟ ବଞ୍ଚୁ ଛିଲ ।

ସବ ବୟ-କ୍ରେଣ୍ଟ ?

କନି ଚମକେ ଶୋଭନେର ମୁଖେର ଦିକେ ତାକାଯ । ବଲେ, ଆମାର କୋନ  
ବୟ-କ୍ରେଣ୍ଟ ନେଇ ।

ଶୋଭନ ହାସତେ ହାସତେ ବଲେ, କଲକାତାଯ କିନ୍ତୁ ସବ ମେଯେରଇ ବୟ-  
କ୍ରେଣ୍ଟ ଆଛେ । ଏମନ କି, ବିଯେ-ହୋଯା ମେଯେଦେରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।

କଲକାତାର ମେଯେଦେର କଥା ଆଲାଦା ।

କନି କଳମଟା ନିୟେ ବାଁ ହାତେର ଅଳ୍ପତେ ହିଜିବିଜି କାଟିତେ ଥାକେ ।  
ବଲେ, କଲକାତାର ଛେଲେଦେରେ ତେମନି ଗାର୍ଜ-କ୍ରେଣ୍ଟ ଥାକେ । ଥାକେ ନା ?

থাকেই তো ।

কনির বাঁ হাতের তালুতে হিজিবিজি কাটা বন্ধ হয়ে যায় ।

জডেস করে, আপনার কোন গার্ল-ফ্রেণ্ড নেই ?

শোভন হেসে গুঠে । বলে, থাকবে না কেন ?

আপনার গার্ল-ফ্রেণ্ড আপনাকে চিঠি লেখে ?

লেখে ।

আমাকে আপনার গার্ল-ফ্রেণ্ডের চিঠি পড়াবেন ?

শোভন হেসে গুঠে । গলার স্কেটটায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে, তা কি কখনো পড়ানো যায় ?

কনি হাতের কলমটা বন্ধ করে একপাশে তুলে রাখে ।

হাতে আপনাদের অনেক প্রাইভেট কথা লেখা থাকে, না ?

প্রাইভেট কথা ?

শোভন গলা ছেড়ে হেসে গুঠে । হাতের বালাটা কব্জির ওপর নেমে এসেছিল । সে গুটা হাতের বাইসেপের ওপর তুলে দেয় । বলে, আমাদের প্রাইভেট বলতে কিছু নেই । সবই ওপেন—

এমন সময় পর্দার বাইরে কার পায়ের শব্দ শুনে কনি উঠে যায় । দেখে, মালতী ট্রে-তে দু' কাপ চা নিয়ে দাঢ়িয়ে আছে । কনি মালতীর মুখের দিকে তাকালো । ওর মুখে সব সময় এমন একটা করুণ বিষাদ লেগে থাকে যে, দেখে কিছু বোঝা যায় না ।

কনি ওর হাত থেকে ট্রে-টা এনে টেবিলের ওপর রাখে । শোভনের হাতে চায়ের কাপটা তুলে দিয়ে বলে, আপনার গার্ল-ফ্রেণ্ডের চিঠি না-ই দেখালেন । ওর একটা ফটো দেখাতে নিশ্চয়ই আপনার অস্মৃবিধে হবে না ?

শোভন চায়ের কাপে চুমুক দেয় । বলে, ফটো দেখাতে পারবে ?  
কিন্তু ফটো দেখে তুমি ওকে কতটুকু বুঝতে পারবে ?

কনির কাপ থেকে খানিকটা চা প্লেটের ওপর ছলকে পড়ে ।

ও বুঝি ফটোর চেয়েও স্বল্পরী ?

କନି ହାସେ । ହାସତେ ଥାକେ । ଓ ମନେର ଭେତରେ କେ ଯେଣ ସବ  
କଟା ଆଲୋର ସୁଇଚ୍ ଏକସଙ୍ଗେ ନିବିଯେ ଦେଇ ।

ସେଦିନ ଶୋଭନକେ ସିଂଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗିଯେ ଦିତେ ଗିଯେ ଓ ମନେ  
ପଡ଼ିଲୋ, ଏହି ଶୋଭମହି ସେଦିନ ଓକେ ଏବଂ ଓ ମାକେ ରାନ୍ତାର ମୋଡେ  
କରିଲାର ଦୋକାନେର ସାମନେ ଅପମାନ କରେଛେ । ଏମନିକି, ବାଡ଼ିତେ ଚଢ଼ାଏ  
ହୁଯେ ଇଟ୍-ପାଟକେଳ ଛୁଁଡ଼େଛେ, ପାଡ଼ାଯ ଓଦେର ବେଇଜ୍ଜତେର ଚଢ଼ାନ୍ତ କରେଛେ ।  
କନି ଓକଥା ଭୋଲେନି, କଥନୋ କି ତା ଭୁଲିତେ ପାରବେ ? ଭୋଲା ସନ୍ତବ  
ନୟ । ଶୋଭନ ଅବଶ୍ୟ ବାଡ଼ିତେ ଏସେ ଓଦେର କାହେ କ୍ଷମା ଚେଯେ ଗେଛେ ।  
କିନ୍ତୁ ସବ ଅପରାଧେର କି କ୍ଷମା ଥାକେ ?

‘କନି ବଲେ, ଆମାଦେର ଏଥାନେ ଆର ଭାଲୋ ଲାଗଛେ ନା । ଅତି  
କୋଥାଓ ଭାଲେ । ବାଡ଼ି ପେଲେ ଚଲେ ଯାବୋ ।

୭

କଦିନ ହଲୋ, ହୁଟୋ ବେଡ଼ାଳ ବାଡ଼ିର ପେଚନେର ଦିକେ ପାଂଚିଲେର ଧାରେ  
ଝଗଡ଼ା କରେଛେ । ରାନ୍ଧାଘରେର ଜାନାଲା ଦିଯେ ଓଦିକଟା ବେଶ ଦେଖି ଯାଇ ।  
ଏକଟା କୁଚକୁଚେ କାଲୋ ଆର ଏକଟା ସାଦାର ଓପରେ ଡୋରାକାଟା ।

ଝଗଡ଼ା ଥେକେ ମାରାମାରି । ମାରାମାରି ମାନେ ସାଂଘାତିକ ରକମେର  
ଖେଯୋଖେଯି । ଦାତେ ନଥେ କାମଡ଼ାକାମାର୍ଦ୍ଦ, ଆଁଚଢ଼ା-ଆଁଚଢ଼ି । ମେଇ ସଙ୍ଗେ  
ବୁକ-କୀପାନୋ ଚିଂକାର ।

ସନ୍ଦ୍ରାର ପର ପାଡ଼ାଟା ନିଃରୁମ ହୁଯେ ଯାଇ । ବିଶେଷ କରେ ଓହ ଘଟନାର  
ପର ପାଡ଼ା ଯେନ ଏକଟ୍ ଅଞ୍ଚ ରକମେର ହୁଯେ ଗେଛେ । ସବ ଚୁପଚାପ । ସନ୍ଦ୍ରାର  
ପରଇ ଏ ପାଡ଼ାଯ ଯେନ ରାତ ନିଶ୍ଚତି ହୁଯେ ଯାଇ । ରାନ୍ଧାଯ ବଡ଼ୋ ଏକଟା  
କେଉ ବେରୋଯ ନା । ମେୟରା ତୋ ନୟଇ । ସନ୍ଦ୍ରାର ପରଇ ଏଥାନେ ଏକଟା  
ରୌଣ୍ଡାଓଟା ନିଷ୍ଠକତା ଥମ ମେରେ ଥାକେ ।

ତଥନ ବେଡ଼ାଲେର ଝଗଡ଼ାଟାକେ ଖୁବ ଭୟାନକ ମନେ ହୁଯ । କଥନୋ  
ଗଙ୍ଗା କାପିଯେ ଟେନେ ଟେନେ ବାଚାଦେର କାଙ୍ଗାର ମହୋ, କଥନୋ ମୁହୂର୍

ରୋଗୀର ତୌଙ୍କ ଗୋଣାନିର ମତୋ । ଭୟ ଲାଗେ, ବିଜ୍ଞୀ ଲାଗେ ।

ସନ୍ଧେଯର ପର ରାନ୍ଧାଘରେ ଜାନଳାର ନିଚେ ସରେ ଆସେ ଶବ୍ଦଟା । ସରସୀ ଜାନଳା ଦିଯେ ଶୁଦେର ଦେଖାର ଚେଷ୍ଟା କରଛିଲ । ସେଇ ତାରିଯେ ତାରିଯେ ଟେନେ ଟେନେ କାହା । ଯେନ ଛୁଟୋ ଶିଶୁର ଗଳା ଛେଡ଼େ କାହାର କମପିଟିଶାନ ଚଲେଛେ ।

ମାଲତୀ ଦୋକାନେ ଗିଯେଛିଲ । ଫିରେ ଏସେ ଜାନଳାର କାହେ ସରସୀକେ ଦେଖତେ ପେଯେ ବଜ୍ଲୋ, ଭାରୀ ଖାରାପ ଏହି ଡାକ । ଗେରନ୍ତର ଖାରାପ ହୟ । ତୁମି ସରେ ଯାଓ, ବୌଦି, ଖାନିକଟା ଜଳ ଢେଲେ ଦିଇ, ତାହଲେ ପାଲାବେ ।

ହାତେର କାହେ କିଛୁ ନା ପେଯେ ମାଲତୀ ଏକଟା କେଟଲିତେ କରେ ଜଳ ନିଯେ ନିଚେର ଅନ୍ଧକାରେ ସେଇ କାତରାନିର ମତୋ ଶବ୍ଦେର ଓପରୀ ଢାଳତେ ଲାଗଲୋ । ମନେ ହଜ୍ଲୋ, ଶବ୍ଦଟା ଥେମେ ଗେଲ ।

ମୃଗାଙ୍କ ଅଫିସ ଥେକେ ଫିରେ ହାତମୁଖ ଧୂଯେ ଜଳଖାବାର ଥେଯେ ଏକଟା ବହି ନିଯେ ବସେ ପଡ଼ିଛିଲ । ଓର ଶୁରୁଦେବେରଇ ଲେଖା ଏକଟା ବହି ।

ସରସୀ ଘରେ ଫିରେ ଏଲୋ । ଓର ଏଥିନ କିଛୁ କରାର ନେଇ । ସେଇ ରାତ ଦଶଟାର ସମୟ ଥେତେ ଦେଓଯା । ତାରପର ଆଜକେର ମତୋ କାଜ ଶେଷ । ଅନେକ ସମୟ ମାଲତୀଇ ଓ କାଜଟା ସେରେ ଦେଯ । ତାଇ ସନ୍ଧେଯର ପର ଥେକେଇ ତାର ଏକ ରକମ ଛୁଟି ! ତଥନ ଆର ସମୟ କାଟିତେ ଚାଯ ନା ।

ସେ ମୃଗାଙ୍କର ସାମନାସାମନି ଏକଟା ସୋଫାଯ ବସଲୋ, ଜିଜ୍ଞେସ କରଲୋ, କି ପଡ଼ିଛୋ ?

ମୃଗାଙ୍କ ବହିଯେର ପାତା ଥେକେ ମୁଖ ତୁଳଲୋ ।

ଶୁରୁଦେବେର ବହି । ଶୁନବେ ଏକଟୁ ?

ରଙ୍କେ କର । ତୋମାର ଶୁରୁଦେବେର ବହି ଆମାର ମାଧ୍ୟାୟ ଥାକ । ଅନ୍ୟ କିଛୁ ହଲେ ତୁ କଥା ଛିଲ ।

ଅନ୍ୟ କିଛୁ ମାନେ ତୋ ତୋମାର ସିନେମାର କାଗଜ ?

ମୃଗାଙ୍କ ଏକଟୁ ହାସଲୋ । ସରସୀ ଝୋଚାଟା ସହ କରଲୋ ।

ସିନେମାର କାଗଜ ହଲେ ତୋ ତୁ ବୁଝନ୍ତମ, ପୃଥିବୀର କିଛୁ ଥବନ୍ତି

ରାଖଛୋ । ତୋମାର ଶୁଣୁଦେବେର ବହି ମାନେ ତୋ, ଏଟା କର, ଓଟା କର,  
ଏଟା କରିସନେ, ଓଟା କରିସ ନେ ।

ତୁମি ଏକବାରଓ ପାତା ଉଲ୍ଟିଯେ ପଡ଼େଛୋ ?

ଦରକାର ନେଇ ।

ପଡ଼େ । ବିଶ୍ୱାସ କରୋ ଆର ନା-ଇ କରୋ, ସମୟ ପେଣେ ଏକବାର ପାତା  
ଉଲ୍ଟିଯେ ଦେଖୋ—

ମୃଗାଙ୍କ ବହିଯେର ପାତାଯ ଆବାର ଡୁବ ଦେସ । ଗାୟେର କୋଥାଓ ଛ'ଡେ  
ଗେଲେ ଯେମନ ହ୍ୟ, ସରସୀର ବୁକେର ଭେତରେ ତେମନି ଏକଟା ଅନୁଭୂତି ରି  
ଠାର କରେ ଅଳତେ ଲାଗଲୋ । ଓଟା ରାଗ, ନା ଅଗ୍ର କିଛୁ, ସେ ବୁଝାତେ  
ପାରେ ନା ।

ବହିଟା ରେଖେ ତୁମି ଆମାର ସଙ୍ଗେ ତୁ' ମିନିଟ ବସେ ଗଲ୍ଲ କରତୋ ପାରୋ  
ନା ?

ମୃଗାଙ୍କ ପାତାର ମଧ୍ୟେ ଆଙ୍ଗୁଳ ଡୁବିଯେ ବହିଟା ବନ୍ଧ କରେ ଏକଟ୍ଟ ହାସଲୋ ।  
ବଲ୍ଲୋ, କି ଗଲ୍ଲ କରବୋ, ବଲ୍ଲୋ—

ତାଓ ଆମାକେ ବଲେ ଦିତେ ହବେ ?

ତୋମାର ସଙ୍ଗେ କି ଆମାର ଏହି ସମ୍ପର୍କ ? ଏହିଜ୍ଞେଇ କି ତୋମାର  
ସଙ୍ଗେ ଆମାର ବିଯେ ହେଁଛିଲ ?

ଆବାର ଓସବ ପୁରନୋ କଥା ତୁଳଛୋ କେନ ?

ମୋଟେଇ ପୁରନୋ ନ୍ୟ । ତୋମାର କାହେ ପୁରନୋ ହତେ ପାରେ । ଆମି  
କିନ୍ତୁ ମନେ କରି—

ଠିକ ତଥନଇ ରାଜ୍ଞୀଦରେର ପେଚନ ଦିକେର ଅନ୍ଧକାର ଥେକେ ବେଡ଼ାଳ ଛଟୋ  
ଡେକେ ଉଠିଲୋ ।

ଓହି ଢାଖୋ, ଆବାର ଡାକଛେ—

ସରସୀର ଚୋଥେମୁଖେ ବିରକ୍ତି ।

ମୃଗାଙ୍କ ହାଇ ତୋଳେ । ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, କେନ ? କି ହଲୋ ?

ସରସୀ କାଳ ପେତେ ବେଡ଼ାଳ ଛଟୋର ବଗଡ଼ା ଶୁଣଲୋ । ବଲ୍ଲୋ,  
ଦେଖଛୋ ନା, କଦିନ ହଲୋ, କେମନ ଆଲାଜେ ।

মৃগাক্ষ হাসলো ।

সরসী বললো, মালতী বলছিল, ওদের ডাক নাকি খুব খারাপ ।  
বাড়ির নাকি খুব অকল্যাণ হয় ।

মৃগাক্ষ আরো জোরে হেসে উঠলো । বললো, মালতী কিছু জানে  
না । ওরা আসলে পরম্পরের কাছে প্রেম নিবেদন করছে । মিলনের  
আগে এখন ওদের পূর্বরাগের পালা চলেছে ।

তাই বুঝি ? ওদেরও আবার প্রেম আছে নাকি ? পূর্বরাগ—  
তাও আছে ?

থাকবে না ? ওগুলো কি শুধু মানুষেরই একচেটিয়া ব্যাপার ?  
যাদের প্রাণ আছে, তাদেরই ওসব আছে । শুনলে অবাক হয়ে যাবে  
আমাদের এই যে শরীর, যা আমরা সাবান সোড়া দিয়ে রোজ  
পরিষ্কার রাখছি, তার মধ্যে যে হাজার রকমের রোগ জীবাণু কিলবিল  
করে বেড়াচ্ছে, তাদেরও প্রেম পূর্বরাগ মিলন রয়েছে—বংশবৃক্ষি ঘটছে ।

তোমার সব কথা আমি আবার ঠিক মতো বুঝতে পারি না ।  
তুমি বড়ে ‘হাই থটে’র কথা বলো । একটু সহজ করে কি কোন কথা  
ভাবতে পারো না ?

মৃগাক্ষ বইটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো ।

এই মধ্যে তুমি আবার ‘হাই থটে’র কথা কি দেখলে ? এ তো  
খুবই স্বাভাবিক—সাধারণ কথা ।

থাক তোমার সাধারণ কথা । এখন কাজের কথাটাই বলি ।  
যেখানে পার্কের ওই বাড়িটা দেখতে কি তুমি আজ গিয়েছিলে ?

না সরসী । আজ একদম সময় করে উঠতে পারিনি । খুব কাজের,  
চাপ এখন । এ সপ্তাহে বোধহয় পারবোনা । সামনের সপ্তাহে—

সামনের সপ্তাহে ? অতদিন কি বাড়িটা খালি থাকবে ?

মৃগাক্ষ চোখের চশমাটা খুলে বইয়ের ওপর রাখে । বলে, তাহলে  
তুমি বরং কাজ একবার দেখেই আসো না ?

সরসীর চোখেমুখে বিরক্তি ফুটে উঠে ।

আমি একা দেখে কি বুঝবো ?

একা যাবে কেন ? কর্নিকে সঙ্গে নিয়ে যাবে ।

তুমি থামো তো । কনিকে নিয়ে সবথানে যাওয়া চলে ?

ঠিক আছে । তুমি ক'টা দিন অপেক্ষা করো । তখন বাড়িটা  
যদি খালি থাকে, দেখে আসবো । দালালকে বলে রাখছি, আরো  
হ' একটা বাড়ির যেন খোজ নেয় । একসঙ্গে সবগুলো দেখে আসবো ।

সরসী মুখ ঘুরিয়ে নেয় । বলে, আর নতুন বাড়ি আমাদের দেখা  
হয়েছে !

মৃগাঙ্ক খুব সহজ হবার চেষ্টা করে ।

দেখ সরসী, ভালো পাড়া দেখে বাড়ি নিলুম । কিন্তু এ রকম যে  
হবে, কেউ ভাবতে পেরেছিলুম । এখন যেখানে নতুন বাড়ি নেব,  
সেখানেও যে এরকম হবে না, কে বলতে পারে । 'চারদিকেই আজ  
ধরণসের চেহারা । সব এক এক করে ভেঙ্গে পড়ছে ।

যাক ওসব কথা । আর মোড়ের ছেলেরা, ক তোমাদের কিছু  
বলে ?

সরসী একটু অশ্বমনস্ত হয়ে যায় । বলে, কনিকে জিজ্ঞেস করো ।  
আমাকে তো ওরা আর কিছু বলে না । কনিকে বলে কিনা—

কনি ক করছে ?

ডাকবো ? কনি, এই কনি—

কনি খুব আলতো পায়ে এলো । ওই বয়েসের মেয়েরা ইঁটলে  
কোন শব্দ হয় না । হাওয়ায় গা ভাসিয়ে যেন একটা মিহিন্ পাশকের  
মতো উড়ে আসে ।

কনি আজ অর্গাণ্ডির কিনফিনে ব্লাউস আর দাগরা পরেছে । সুন্দর  
লাগছে ওকে দেখতে । মৃগাঙ্ক ওকে দেখলো । সরসীও একবার  
দেখলো ওকে । তজনির চোখাচোখি হতেই ওরা মুখ নামিয়ে নিজ ।

মৃগাঙ্ক জিজ্ঞেস করে, ওরা তোকে আর কিছু বলে ?

কনি যেন চমকে ওঠে, না তো—

সরসী গন্তীর হয়ে যায়। বলে, শোভন ওদের বারণ করে দিয়েছে।  
ওরা আর কিছু বলবে না।

মৃগাঙ্ক চোখের বাই-ফোকাল চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর  
বাখলো।

সত্তিকারের কি হয়েছিল এলো তো? ওরা এরকম ক্ষেপে  
গিয়েছিল কেন?

সরসী বলে, ওরা সব সময়ই ক্ষেপে থাকে। একট কিছু 'ক্লু'  
পেলেই একেবারে ফায়ার।

হঁ, তাইতো বলি, ওদের সঙ্গে কোন ব্যাপারে লাগাতে থেঝো  
না। ওবা হলো গিয়ে দেশের এখনকার আংগরি জেনারেশান।

কনি সরসীর পাশে বসলো। বললো, আমাদের নন্দিতাদিও  
ঠিক এই কথাই বলেন। ওরা সব সময় আমাদের সঙ্গে ওদের অবস্থা  
কম্পেয়ার করে ঢাখে। আমাদের অনেক আছে, ওদের কিছু নেই।  
আমরা ভালো থাকি, ভালো খাই, ভালো পরি; ওরা এসব কিছু  
পায় না। ওরা তাই সব সময় ভাবে, আমরা কেন এত ভৌল  
থাকবো। সেইজন্তে ওরা কোন ছুতো পেলেই একেবারে ফেটে পড়ে।

মৃগাঙ্ক নিজের মনে একট হাসে। বলে, না। ঠিক তা নয়।  
ওদের সবার নেই, তা নয়। অনেকেরই অবস্থা ভালো। তবু ওরা  
এ রকম করে। তার কারণ কিছু নয়, জেনারেশান গ্যাপ। পুরনো  
মূল্যবোধগুলোর ওদের কাছে কোন দাম নেই। মেট্রিয়াল কিছু  
ছাড়া সবই ওদের কাছে অর্থহীন।

সরসী বাধা দেয়।

জেনারেশান গ্যাপ, এখনকার একটা খুব চালু কথা। এখনই  
তোমরা সবথানে জেনারেশান গ্যাপ দেখছো। তোমাদের কালে  
জেনারেশান গ্যাপ ছিল না?

ছিল। কিন্তু সেই গ্যাপটা এত বেশি ছিল না।

তা বলতে পারো! তাই এখন কেউ কাউকে বুঝতে চাই না,

বুঝতে পারে না। কেউ কারো কথা শোনে না। সবখানেই তাই  
একটা এলেবেলে অবস্থা।

কনি বলে, শুধু বুঝলেই কি সব সমস্যাও সমাধান হয়ে যায়? সমাজের স্থিতিশৈলী যদি একপেশে হয়ে থাকে, তবে কর্তব্যে  
মাঝুষ তা সহিবে?

মৃগাঙ্ক গালে হাত বুলোয়। আজ সকালেই কামিয়েছে, এরই  
মধ্যে আবার দাঢ়ি গজিয়ে গেছে। খরখব করছে গাল ছুটো। বলে,  
এ তো হলো ঝাস-কন্ট্রিক্টের কথা। আমাদের শুকদেব বলেন,  
সবাইকে শোধন করে নিতে হবে। ভোগকে দমন করে ত্যাগের কথা  
ভাবতে হবে। তার মানে, সবার আগে নিজের মনটাকে বাঁধতে হবে।

ওদের কথার মাঝখানে হঠাৎ কলিং বেজে উঠলো।

বারান্দার দরজা খোলা ছিল। কনি উঠে গিয়ে বারান্দার বেলিং  
ধরে দাঢ়ালো। এভাবে দাঢ়ালে কনির একটা ব্যক্তিত্ব ঘুটে উঠে।  
সে নিচে তাকিয়ে কাকে যেন হেসে বললো, আশুম—

কনি হালকা পায়ে দরজা খুলতে চলে যাচ্ছিল। সরসী জিজ্ঞাস  
করলো—কে?

শোভনদা—

যা, ওপরে নিয়ে আয়।

মৃগাঙ্ক চোখে চশমাটা পরে নিয়ে বলে, ছেলেটা এতবার আসছে  
কেন?

সরসী উঠে দাঢ়ায়। বলে, আমিও পছন্দ করি না ওর এত আসা।  
কিন্তু কিছু বলতেও পারি না। পাছে যদি ওরা ক্ষেপে যায়।

মৃগাঙ্ক টেবিলের ওপর থেকে বইটা তুলে নেয়। বলে, কনি যেন  
ওর সাথে বেশি না মেশে।

সরসী আর কিছু না বলে বেরিয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে তখন কনি  
আর শোভন উঠে আসছিল। কনি সামনে। শোভন পেছনে। দ্রুজনে কি  
বলাবলি করে উঠে আসছিল। সরসীকে দেখে দ্রুজনে চুপ করে গেল।

শোভন হেসে সরসীকে জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছেন ?

সরসী হেসে বললোঁ ভালো আছি । তুমি ?

ভালো । আপত্তাকে কিন্তু আজ আমার দিদির মতো মনে  
হচ্ছে ।

তাই বুঝি ?

তারপর সরসী কনিকে বললো, কনি, তুমি তোমার ঘরে গিয়ে  
বসে পড়ো । আমরা পাশের ঘরে বসে গল্প করছি । এসো শোভন—  
শোভন সরসীর পেছনে পেছনে পাশের ঘরে ঢুকলো ।

এ ঘরটা সরসী সব সময় সাজিয়ে গুছিয়ে ফিটফার্ট করে রাখে ।  
যুগান্তের অফিসের বন্ধুরা বা তার গুরুভাইরা এলে এঘরে বসে ।  
নিজেরা এঘরটা খুব একটা ব্যবহার করে না ।

একপাশে ডানলোপিলোর গদি-আঁটা সোফা-কাম-বেড । এঁটা  
কলকাতায় এসেই ওরা হায়ার পারচেজে কিনেছে । সামনে তুখানা  
সিঙ্গল সোফা । নিচে ছেট্টি একখানা কার্পেট পাতা । দেয়ালের ধারে  
একটা নিচু হাইটের বুককেস । ওতে রবীন্দ্রচন্দ্রলী সারবন্দীভাবে  
সাজানো । সামনে রবীন্দ্রনাথের একখানা বিরাট ছবি । কবে ওতে  
মালা দেওয়া হয়েছিল । ফুলগুলো শুকিয়ে গেছে । দেয়ালের গায়ে  
ফ্লাওয়ার ভাসে প্লাস্টিকের নকল ফুল । কোনদিন শুকোয় না, বরে  
যায় না । মাঝে মাঝে বেড়ে দিলেই হয় ।

আর তুটো নকল জিনিস আছে ঘরে । একটা টিকটিকি আর  
একটা আরম্ভলা । তুটোই মাটির । গত রথের মেলায় কেনা ।

শোভন টিকটিকি আর আরম্ভলাটার কাছে গেল । হাত দিয়ে  
দেখলো ।

সরসী তা দেখে হেসে উঠলো ।

ঠকেছো তো ?

শোভনও নিজের বোকামির জন্তে হাসলো ।

আমি কিন্তু ভেবেছিলুম ধাঁটি—

ও রকম সবাই ভেবে থাকে। দেখে প্রথমে কেউ ঠিক ধরতে পারে না।

ধরতে পারা সম্ভবও নয়। আমিই ঠিক ধরাত পারিনি।

সরসী খিলখিল করে হাসলো।

তাহলে শোনো, একবার কি মজা হয়েছিল—

হজনে সামনাসামনি বসলো।

একবার একটা টিকটিকি ঘুলঘুলি দিয়ে এসে এবরে বাসা নিয়েছিল। সে-ও ধরতে পারলো না—বোকা বনে গেল। আরসুলাটাকে দেখে সে ঘাপটি মেরে গুটিগুটি এগোতে লাগলো। খানিকটা এসে বেশ ‘পোজ’ নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাক করলো। তারপর লাফ দিল। কামড় দিয়েই বুবতে পারলো, সে ভুল করে ফেলেছে। তখন আরসুলাটাকে ছেড়ে দিয়ে ছুট। খানিকটা গিয়ে মাটির টিকটিকিটাৰ ওপৰ চোখ পড়তেই সে ফিরে এলো। কি ভাবলো একটু। হয়তো ভাবলো, জাতভাইকে সাবধান করে দেওয়া ভালো। তাই সে এগিয়ে এসে টিকটিকিটাৰ লেজে দিল একটা কামড়। এবারে ভুলটা বুবতে পেরে সে আর এবরে থাকলো না। লজ্জা পেয়ে ছুটতে ছুটতে সোজা ঘুলঘুলি দিয়ে বেরিয়ে গেল। সেই-যে বেরিয়ে গেছে, টিকটিকিটা আৱ আসোন।

সরসীকে হাসতে দেখে শোভনও হাসতে লাগলো।

শুধু মাঝুষ নয়, টিকটিকিও ভুল করে, বলুন ?

শোভন নিজেৰ ভুলটাকে হালকা করে দেবাৰ চেষ্টা কৰলো।

সরসীও ছাড়ে না। বলে, ঠকে গেছ, সেইকথাই বলো।

যে কেউ ঠকবে। দেখুন না, দিনাঞ্চিকা স্টোরেৰ হেৱহদা। সে তো বাজে জিনিস দিয়ে সবাইকে ঠকায়। সেদিন আমৱাই তাকে ‘জৰু’ দিয়ে এক হাজাৰ টাকা আদায় কৰে নিলুম।

এক হাজাৰ টাকা ! কি কৰে ?

আপনি কাউকে বলবেন না কিন্ত। একেবাৰে টপ সিঙ্কেট।

সরসী বাধা দিয়ে বললো, সে তো শুনেছিলুম, দোকানে ডাক্তানি  
হয়েছে।

না—নাহ! ডাক্তানি নয়। চারখানা মুখোশ আর একটা খেলনা  
পিস্তল। বাস, কাজ খতম—

ওটা তোমরাই করেছিলে ?

পিংজ, টপ সিক্রেট—

কথাটা বোঁকের মাথায় বলে ফেলে শোভন ভাবতে লাগলো,  
কথাটা বলে সে ঠিক করেনি।

কি করবো, বলুন ? পূজোর জন্যে চাঁদা চাইতে গেছি। প্রথমে  
গাজী হলো। পাঁচ টাকা—অনেক খেচাখেচির পর দশ টাকা। এভাবে  
পূজো হয়, বলুন ?

সরসী একটু ভয় পেয়ে গেল যেন। কি বলবে, ভেবে না পেরে  
বললো, তোমরা তো, দেখছি, সাংঘাতিক ছেলে—

সগর্বে শোভন বাঁহাতের বাইসেপে হাত বুলোতে লাগলো।  
বললো, পূজোটাও তো সাংঘাতিক রকমের করে থাকি, দিদি।  
আপনারা এবছর দেখবেন। পঞ্চাশ হাজার টাকার বাজেট। বাঁশের  
প্রতিমা—

বাঁশের প্রতিমা ?

চমকে উঠলো সরসী, তার মানে ?

শ্রেফ বাঁশের প্রতিমা। বাঁশ তো বাংলায় একটা মস্ত বড়  
কালচার। বঙ্গিমচন্দ্র ‘দেবী চৌধুরানী’ নবেলে বলেছে না—হায় বাঁশ,  
তোমার দিন গিয়াছে ? হে হে, আমরা সেইদিন ফিরিয়ে আনবো।  
দেখবেন, একেবারে ‘টপ টু বটম’ বাঁশের প্রতিমা।

সরসী হৃগ্রামে ছিল। এ সব জানে না। সে জিজেস করে,  
বাঁশের প্রতিমা তো এত টাকা কি হবে ?

শোভন হেসে উঠলো। সরসীর কথা শুনে।

কি' হবে ? ভাজমহলের প্যাটার্নে প্যাণ্ডে হবে, লাইটিং,

সুভেনির, মাইক, কালচারাল ফাংশান, আর্টিস্ট—সব ফ্যান্টাস্টিক  
ব্যাপার। এ আপনাদের দুর্গাপুর নয়, এ কলকাতা !

সরসী শোভনের কথা শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যাচ্ছে। ভাবলো,  
সে ওকে এ বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করবে না। কিন্তু পারলো  
না; জিজ্ঞেস করলো, পঞ্চাশ হাজার—এত টাকা তোমরা তুলতে  
পারবে ?

কিছু ভাববেন না। দেখবেন, ঠিক উঠে যাবে। এ বছর তো  
পঞ্চাশ হাজার। সামনের বছর এর ডাবল—এক লাখ—

পাশের ঘরে কনি পড়ার ফাঁকে গুণগুণ করে গান গাইছে। এ  
ঘরে বেশ শোনা যাচ্ছে। শোভন সরসীকে জিজ্ঞেস করে, কে গান  
গাইছে ? কনি ? গলাটি তো বেশ মিষ্টি—

সরসী কোন জবাব না দিয়ে শোভনের চোখমুখের ভাব পড়বার  
চেষ্টা করে। শোভন চোখ বুজে গানের তালে তালে মাথা নাড়ে  
আর পা টুকছে।

কনির গান মাঝাপথে বদ্ধ হয়ে গেল। শোভন চোখ খুলে সরসীকে  
বলে, দিদি, কনিকে এঘরে ডাকুন, না ! ওর গান একটু বসে শুনি।  
ভীষণ ভালো গাইছিল।

সরসী গন্তব্য হয়ে যায়।

ও এখন পড়ছে। এখন ডাকলে ও ভীষণ চঢ়ে যাবে।

শোভন দাঢ়িয়ে পড়ে। বলে, আমি ডেকে আনছি—

সরসী হাসলো।

বসো। আমি বরং তোমাকে একটা গান শোনাচ্ছি।

শোভন বসে পড়লো।

আপনি গাইবেন ? আপনি গান জানেন ? বেশ, তাহলে আপনার  
গানই শুনি।

কি গান শুনবে, বলো ?

যা খুশি—হিন্দী, বাংলা—যা আপনার ইচ্ছে—

সরসী তার ছোটবেলায় শেখা একটা রবীন্দ্র-সংগীত গাইল।  
বললো, অনেকদিন পাঠনি। গলাটা এখন আর সুরে নেই।

শোভন বাধা মিল বলে, কে বললো? আপনার গলা তো  
এখনো সুরে ভরা। আচ্ছা, আজ চলি, দিদি—  
এসো ভাই। রাত অনেক হলো—

আমাদের আবার রাত!

যাবার সময় দরজাব পর্দা সরিয়ে শোভন কনিকে বললো, আসি  
কনি, টা—টা—

কনি কিছু বললো না। সে থুব ধারালো চোখে শোভনের দিকে  
একবার তাকিয়েই বইয়ের পাতায় চোখ দুরিয়ে নিল।

সরসী শোভনকে নিচে এগিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো।  
মৃগাঙ্ক বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে জাগিয়ে সরসী  
ডাকলো, চলো, খাবে চলো। রাত হয়েছে—

বিছানার ওপর উঠে বসে মৃগাঙ্ক জিঞ্জেস করলো, ছেলেটা গেছে?  
হ্যাঁ—

কনিকে ডাকো। এক সঙ্গে বসে যাই—

সরসী কনির ঘরের দরজায় গিয়ে ডাকলো, খাবি আয়।

কনি বই থেকে চোখ তুললো না। বললো, পরে খাবো।

৮

যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাটটা ভালো ছিল। বড় বড় সাইজের তিন-  
তিনখানা ঘর। দক্ষিণে খোলা বারান্দা। একটা ড্রেইং-কাম-ডাইনিং  
হল। সামনেই লেক। বেশ নিরিবিলি। মোড়ে মোড়ে ছেলে-  
ছোকরাদের ভিড়ভাট্টা নেই। সব ভালো। অস্তুবিধে ছিল মাত্র ফ্লাট  
—ফ্ল্যাটটা একতলায় আর দোকান-পাটগুলো সব দূরে দূরে।

সরসী বলেছিল, মাস-পয়লায় বেশি বেশি করে জিনিস কিনে

ରେଖେ ଦେବ । ସେଇଟେ କୋନ ଅଶ୍ଵବିଧି ହବେ ? ଆର, ଏକତଳାଯି  
ହେବେ ତୋ କି ହେବେ ? ଖୋଲାମେଲାର ଜଣେ ପାଲୋବାତାମ ଥୁର ।  
ତାର ଓପର ଦକ୍ଷିଣ ଖୋଲା । ହୋକ ଏକତଳା, ଫ୍ଲ୍ୟାଟିଇ ଭାଲୋ ।

ଏକଟୁ ଥେମେ ମେ ବଲେଛିଲ, ଆବ ସା-ଇ ହୋକ, ପାଡ଼ାର ମୁକ୍ତାନଦେର  
ମୁକ୍ତାନିର ହାତ ଥେକେ ତୋ ବାଚବେ । ସତ ଆନକାଲଚାର୍ଡ ଲୁଲିଗାନ୍ସ—

ଛୁଟିର ଦିନ ସକାଳେ ମୃଗାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଗିଯେ ସରମୀ ଯଥନ ଶୁନଲୋ, ଫ୍ଲ୍ୟାଟଟା  
ମାତ୍ର କ'ଦିନ ଆଗେ ଭାଡ଼ା ହେଁ ଗେଛେ, ତାର ମନଟା ଭୌଷଣ ଖାରାପ ହେଁ  
ଗେଲ । ମେ ମୃଗାଙ୍କକେ କଥା ଶୋନାତେ ଛାଡ଼େ ନା, ତୋମାର ଜଣେଇ ଫ୍ଲ୍ୟାଟଟା  
ହାତଛାଡ଼ା ହେଁ ଗେଲ ।

ମୃଗାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ କରେ, ଆମାର ଜଣେ ?

ନୟ ? ତୋମାକେ କବେ ଥେକେ ବଜାଇ, ଚଲୋ, ଫ୍ଲ୍ୟାଟଟା ଦେଖେ ଆସି ।  
ତୁମି ଗା-ଇ କରଲେ ନା । ଅମନ ଶୁଳ୍କର ଫ୍ଲ୍ୟାଟଟା—

ଯାକ । ସା ହୟ ନି, ତାର ଜଣେ ମନସ୍ତାପ କରେ କୌ ଲାଭ ? ଓଟା  
ଆମାଦେର ଭାଗୋଇ ଢିଲ ନା ।

ଏଥନ ମନକେ ସାମ୍ବନ୍ଧର ଦେବାର ଜଣେ ଓହି କଥାଇ ତୋ ବଲବେ । କୌ  
କୁକ୍ଷଣେ ଯେ ତୋମାର ସଙ୍ଗେ ଆମାର ବିଯେ ହେଁଛିଲ । ଲାଇଫ୍ଟା ଆମାର  
'ହେଲ' ହେଁ ଗେଲ ।

ମୃଗାଙ୍କ ନିଜେର ମନେ ହାସେ ।

କି ଆର କବବେ, ବଲୋ ? ଏ ତୋ ଦୋକାନେର କାପଡ଼ ନୟ ଯେ, ପାଲ୍ଟେ  
ଆନବେ ।

ଚୁପ କରୋ—

ଗୋଲପାର୍କେର ପାଶ ଦିଯେ ଟ୍ୟାଙ୍କି ଛୁଟେ ଚଲେଛିଲ ଦେଶପ୍ରିୟ ପାର୍କେର  
ଦିକେ । ଶୁଖାନେ ଏକଟା ଖାଲି ଫ୍ଲ୍ୟାଟେର ଥବର ଦିଯେଛେ ରସମଯ ।

ମନ୍ଦ ନୟ ଫ୍ଲ୍ୟାଟଟା । ଦୋତଳାର ଓପରେ । ଡାଇନିଂ ରମ ନିଯେ  
ଚାରଥାନା ସର । ଭାଡ଼ାଟା ଏକଟୁ ବେଶ । ହୋକ ବେଶ । ଏହି ଫ୍ଲ୍ୟାଟଟାଇ  
ଓରା ନେବେ, ଏକେବାରେ ମନ୍ତ୍ରିର କରେ ଫେଲେଛେ । କାଳ ସଙ୍କ୍ଷେପ ଏଦେ  
ଟାଙ୍କ ଅୟାଡ଼ଭାଲ୍ କରେ ଯାବେ ।

হাতে সময় ছিল। তুজনে ইঁটতে ইঁটতে বাস্ট্যাণ্ডের দিকে আসছিল। হঠাৎ এক ব্রহ্মবন্ধুসী ভজলোক দোতলার বারান্দা থেকে দেকে উঠলো, মৃগাঙ্ক

মৃগাঙ্ক সন্তকে এক পজকেই চিনে নিতে পারলো। কলেজের ইতিহাসের প্রফেসার টি. এন. বি.-র ছেলে সন্ত। কলেজের খিয়েটারে সে মেয়ে-ভূমিকায় পার্ট করতো। মেক-আপে ওকে এমন নিখুঁত মেয়ে মানাতো যে, তখন ওর গায়ে হাত দিতে সত্তা সত্ত্ব লজ্জা করতো।

মৃগাঙ্ক সরসীকে নিয়ে দাঢ়িয়ে পড়ে। এই সন্তর কথা মৃগাঙ্ক সরসীর কাছে কতবার গল্প করেছে। সন্তর সঙ্গে প্রেম করার জন্যে তখন কলেজের কত ছেলে যে কত রং বেরঙের চিঠি লিখতো!

সন্ত নেমে এসে মৃগাঙ্ককে ওপরে ডাকে। হাতে সময় আছে আজ। সরসাও দ্বিমত করলো না। তুজনকে খুব খাতির করে সন্ত ওপরে ওদেব বসাব ঘরে নিয়ে বসায়। তারপর ফুলস্পাডে পাথ। চালিয়ে দিয়ে জিজেস কবে, এখন তুই কোথায় আছিস, মৃগাঙ্ক?

মৃগাঙ্ক সরসীর সঙ্গে সন্তর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে, দাঢ়া, তোকে আজ একটি ভালো করে দেখি। সেদিনের কলেজেব শ্রেষ্ঠ নায়িকা এই সন্তর কথা তোমাকে কতবার বালনি, সরসী? এর সঙ্গে প্রেম করবার জন্যে কত ছেলে যে সে সময় পাগল হয়ে দুরে বেড়াতো—।

উহ—

সন্ত সরসীর সামনে এসব কথা শুনে লজ্জা পায়। তার মুখের লজ্জা-লজ্জা ভাবটি সরসীর ভালো লাগে।

মৃগাঙ্ক দেখে, সন্ত কেমন বুড়িয়ে গেছে। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল—সাদাৰ দিকেই পাল্লা বেশি ভারী। গাল ছটো ভেঙে গেছে। সামনের নিচের দিকের ছটো হাত নেই। ঠিক যেন ওয়াটার পোলোৰ গোলপোস্ট।

মৃগাঙ্ক ঘরেৱ চারদিকে তাকায়। দামী সোফা সেট। জানলায়

গোলাপী পর্দা। বুককেসে বিবেকানন্দ-গ্রন্থসমূহ। সামনে রামকৃষ্ণ  
ও শ্রীমার ছবি।

সরসী বলে, ভারী শুন্দর বাড়িটা আপনার চমৎকার সাজানো।  
মৃগাঙ্গ জিজেস করে, নিজেদের বাড়ি, না কি'রে সন্ত ?  
সন্ত হাসতে হাসতে বলে, প্রায় নিজেদের বাড়িই হয়ে গিয়েছিল,  
বলতে পারিস।

কেমন ?

আমি জন্মেছিলুম এখানে। তারও আগে থেকে আমরা এ বাড়িতে  
আছি। নামমাত্র ভাড়া। কিন্তু ভাগ্যে সইলো না। এ সপ্তাহেই  
আমরা দমদম চলে যাচ্ছি।

কেন ?

পাড়ার মস্তানদের জালায় আর থাকতে পারলুম না। কাল যারা  
জন্মেছে বা পাড়ায় এসেছে, তারাই এসে চোখ রাঙায়। ওদের জালায়  
মেয়েগুলো সব দিন ইঙ্গুলে যেতে পারে না। বোধহয় বাড়িওয়ালাও  
আমাদের তুলে দেবার জন্তে ওদের কিছু খাইয়েছে। শেষে ভেবে  
দেখলুম, আমাদের চলে যাওয়াই ভালো।

সে কি !

সরসী বলে, আমরা যে আপনাদের পাড়ায় বাড়ি দেখতে  
এসেছিলুম।

তাই নাকি ? কোন বাড়ি ?

শই-যে মোড়ের ঠিক আগে লালরঙের বাড়িটা—

সন্ত পরিষ্কার গলায় বললো, আসবেন না। ও বাড়ির ছেলেগুলো  
দিনের বেলাতেই খুন জখম করতে পারে। পুলিশের সঙ্গে আবার  
লাইন করে রেখেছে। টুঁ শব্দটি করেছেন তো মিসায় আটক—

সরসী মৃগাঙ্গ মুখের দিকে তাকায়।

মৃগাঙ্গ বলে, শুনলে তো ?

তাহলে কি করবে ?

কি ধার

ন নিম্নেল ?

ক্যানসেল বই কিংবিতনীর কথা শেনাৰ পৰ আৱ কি আশা  
ময় ? দেখচোৱা, সন্তু ওৱে কত দিনেৰ বাড়ি ছেড়ে দমদমে  
পলাচ্ছে ।

সৱসৌকে দ্বি চিহ্নিত দথায ।

সন্তু বলে, আমি বোধহয আপনাদেৱ ভয় পাইয়ে দচ্ছি । তাৱ  
চয়ে আপনাবা এক কাজ কৰন । কিছিলিনেৰ জন্যে চলে আশুন ।  
ভালো না লাগলে চলে ঘেতে কতঙ্গণ ?

মৃগাঙ্ক জুতোয় পা গলাতে গলাতে বলে, না ভাই । এক্সপেৰিমেন্ট  
কৱাৱ আৱ বয়েস নেই আমি এ বাপাৱে কোন ঝুঁকি নিতে  
বাজী নহি ।

সৱসৌও উঠে দাঢ়ায । বাড়িৰ চারদিকে তাকায । জিঞ্জেস কৱে,  
আপনাৰ স্ত্ৰী আৱ ছেলেমেয়েদেৱ দেখছি না যে !

গুদেৱ আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি । লৰো এলে এবাৱ আমিও চল  
যাবো ।

তাৱপৰ কয়েক মিনিটেৱ নাইবতা । সৱসা এব মৃগাঙ্ক উঠে  
দাঢ়য়েছে । অথচ চলে যাবাৰ জন্যে ওদেৱ কোন ব্যস্ততা নেই ।  
সৱসৌ মৃগাঙ্কৰ মুখেৰ দিকে তাকালো । ও গভীৰ কিছি ভাবছে ।  
মৃগাঙ্কৰ এই এক দোষ । কিছি ঘটলেই সে ওব মধ্যে গভীৱ কিছু  
দেখতে পায় । এক টিপ নশ্তিৰ মধ্যে সে বিষ-অক্ষাণকে টেনে এনে  
ফেলে । ফ্লাটটা না হয় না-ই হলো । তাৱ জন্যে এত আকাশ-  
পাতাল ভাববাৱ কি আছে ?

সন্তু বলে, কতদিন বাদে মৃগাঙ্কৰ সঙ্গে দেখা হলো । আপনি আজ  
প্ৰথম এলেন । আপনাদেৱ একটু চা খাওয়াতে পাৱলাম না । ভৌৰণ  
খাৱাপ লাগছে ।

সৱসৌ বললো, কিছি ভাববেন না সেজগ্ছে । খবৱটা দিয়ে আপমি  
বহাকাল--

আমাদের যে কী উপকার করলেন ! অসংখ্য ! সব স্থিরই করে ফেলেছিলুম ।

মৃগাঙ্ক সন্তুর মুখের দিকে সরাসরি কয়ে থাকে । ধীর স্থির ভাবে বলে, সবখানে যদি এই হয়, তাহলে তো কোথাও যাওয়া চলে না, সন্ত । তুই যে এখান থেকে দমদম পালাচ্ছিস, ওখানেও তো একই অবস্থা হতে পারে—

হ'তেই পারে । দেশের সবখানেই একই চেহারা !

সরসী ওদের কথার মাঝখানে বলে ফেলে, এর কি কোন পরিবর্তন হবে না ?

সন্ত খুব ঠাণ্ডাভাবে বলে, কেন হবে না ? সবাইকে কাজে লাগিয়ে দিন । দেখবেন, ছেলে ছোকরাদের চোহারা পালটে গেছে—

মৃগাঙ্ক হাসলো । বললো, চাকরিই কি সব, সন্ত ? তার ওপরে মাঝুষের মন, হৃদয়, আত্মা বলে কিছু নেই ?

থাকবে না কেন ? আগে সবাইকে বঁচতে দিতে হবে । জীবনের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনলে ওগুলো আপসে এসে যাবে ।

সন্ত একটি থামে । বলে, আমরা ওদের কাজকর্ম কথাবার্তা কিছুই পছন্দ করি না । বিরক্ত হই ওদের ওপর । মনে মনে অভিশাপও দিই । কিন্তু কেউ ওদের জন্যে ভাবি না ।

সরসী এবং মৃগাঙ্ক দুজনেই চমকে সন্তুর মুখের দিকে তাকালো । এই মুহূর্তে সন্তকে মৃগাঙ্কের অনেক বড় মনে হলো । সরসী বলে, একদিন চলে আসুন না আমাদের ফ্ল্যাটে । গড়িয়াহাট থেকে মাত্র তিনটে স্টপেজ ।

মৃগাঙ্ক ভাবতে ভাবতে ফিরছিল, বোধহয় সন্তুর কথাই ঠিক । সন্ত কোথায় কাজ করে, ওর জানা হয়নি । কিন্তু ওর চিন্তাটা খুব পরিষ্কার ।

বাস থেকে নেমে সরসী বলেছিল, যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাটটা কিন্তু ভালো ছিল । ওখানে অস্তুতঃ এসে উৎপাত ছিল না ।

কথাটা যেন হৃদয়ে পড়ে যায় নি। সে কোন জবাবই দিল না।  
সরসী বললো, তোমার এই ফ্ল্যাটটা হাতছাড়া হয়ে গেল। তুমি  
একট চেষ্টা করলে—

সরসী কথাটা সন্তুর বাড়িতেও একবার মৃগাঙ্ককে বলেছিল।  
মৃগাঙ্ক কানে নেয় নি। কিন্তু সন্তুর বয়েস বাড়ছে। সেদিনের লাজুক  
সন্তু এখন কথা বলার শুয়োগ পেলে সমানে বকবক করে যায়। সে  
বলেছিল, ওসব এলাকায় জনসংখ্যা বাড়ছে না। বাড়ছে লোয়ার  
মিডল ক্লাস আব নিচু ক্লাসের এলাকায়। লক্ষ্য করবেন, ওসব  
এলাকায় ছেলে ছোকরারা কোন সমস্যাই নয়।

মৃগাঙ্ক সন্তুর হাতে বাঁকুনি দিয়ে বলেছিল, একদিন আয় সন্তু,  
তোর সঙ্গে বসে এ সব বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

সন্তু কথা দিয়েছিল, সে আসবে।

কয়লার দোকানের সামনে দিয়ে আসতে গিয়ে সরসী ভেবে  
দেখেছিল, সন্তুবাবুর কথাই ঠিক। এত বেলায়ও ঠা-ঠা রোদ্ধৰে  
দাঁড়িয়ে ছেলেগুলো জটল। করছে।

মৃগাঙ্ক বলে, কয়লার দোকানটাও যদি এরা ঠিকমতো চালাতো,  
তাতেও বুঝতুম, কিছু করছে—

সরসী বলে, এদের বাবা-মারাই বা কি রকম? ছেলেদের কথা  
একবারও ভাবে না?

ভেবেই বা আর কি করবে, বলো?

ছেলেরা মৃগাঙ্ক আর সরসীকে দেখলো। নিজেদের মধ্যে কি  
বলাবলি করলো। মৃগাঙ্ক আর সরসী ওদের কথা শুনতে পায় নি।  
বাড়িতে কলি একা আছে। ওরা তাড়াতাড়ি ফিরতে থাকে।

গেটের সামনে পৌছে ওরা দেখলো, একটি কালো লিকলিকে  
চেহারার ছেলে, বছর আট-দশ বয়েস হবে, হাতে একটা ময়লা পুটিলি  
নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটার খালি পা, খালি গা। পরনে কালো  
রঙের একটি প্যান্ট। তার আবার পেছনটা হেঁড়া। মাথার চুল

কান ছাপিয়ে নেমেছে। ডান হাতে ভাসা<sup>বাসা</sup>, মাঝলি।

সরসৌ জিজ্ঞেস করলো, তুই কে ? এবু<sup>বু</sup> দাঢ়িয়ে কেন ?

.ভলেটা বড়ো করণ ভাসা-ভাসা ওর দিকে তাকালো।

বুঝি না একটু ভীত, সন্তুষ্ট।

সরসৌর কথা শুনে সে গেটের সামনে থেকে একট সরে দাঢ়ালো।

সবসৌ জিজ্ঞেস করে, এখানে দাঢ়িয়ে আছিস কেন ? কাকে চাস তুই ?

ছেলেটা মুখ নিচু করে দাঢ়িয়ে থাকে।

মৃগাক্ষ বলে, মালতীর কেউ হবে-টবে হযতো। মালতীকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে।

সরসৌ বলে, মালতী যে বলেছিল, ওর কেউ নেই। ও নিরঞ্জাট—  
কাজে ঢোকার সময় ও রকম সবাই বলে থাকে।

সরসৌ ছেলেটার কাছে এগিয়ে যায়। খাটো গলায় জিজ্ঞেস করে, তুই মালতীর কেউ হস ? কে হস রে ?

ছেলেটা কিছু না বলে ওর ভাসা-ভাসা করণ হৃচোধে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। দেখে সরসৌর বড়ো রাগ হয়। বলে, তুই কি বোবা ? কথা বলতে পারিস না ?

ছেলেটা মুখ নামালো। সে সরসৌর কোন কথার জবাব দিল না। সেই যে মুখ নামিয়ে দাঢ়িয়ে রইলো, আর মুখ তুললো না।

মৃগাক্ষ বললো, বাড়িতে চলো, মালতীকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে।

চোর-টোর নয় তো ? কেমন বদ্মায়েস-বদ্মায়েস চেহারা—

এইটকু তো প্রাণ। ও আবার চুরি করবে কি ?

তুমি জানো না। এই সব মিচকে ছেলেগুলোই চোর হয়। চুরি করে, ছিনতাই করে—

তুমি বাড়ি ছলা তো—

মৃগাক্ষ কলিং বেলের বোতামটায় আঙুল দিয়ে চাপ দেয়।

কিছুক্ষণ কর্তৃত তাবপৰ এক সময় ওপৱেৰ বাৱালৰ  
দৱজাটা খুলে যায়। ফুটোৱাৰ ধাৰে কনিৰ ছবিটা ফুটে গুঠে।

ছেলেটা সৱসীৰ দিকনে মাথা হেঁট কৰে থুব অপৰাধীৰ মতো  
দাঙ্গিয়ে আছে। সৱসী কনিকে লক্ষ্য কৰে বলে, মালতীক  
ডেকে দে—

মালতী দৱজা খুলে মৃগাঙ্ক ও সৱসীৰ সামনে ছেলেটাকে দাঙ্গিয়ে  
থাকতে দেখে ভূত দেখাৰ মতো চমকে উঠলো।

এ কৌ ! তুই কখন এলি ?

ছেলেটা মালতীৰ দিকে খুব ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে নিয়ে আবাৰ মুখ  
নিচু কৱলো। মৃগাঙ্ক লক্ষ্য কৱলো, ওব দু'চোখ থেকে টপটপ কৱে  
জল ঝৱে পড়ছে।

সৱসী জিজ্ঞেস কৱলো, মালতী, ও কি তোমাৰ কেউ তয় ?

মালতী যেন চুৱিৰ দায়ে ধৰা পড়ে গেছে। আজতো একট হেসে  
বললো, নিজেৰ কেউ নয়। আমাদেৱ গায়েৰ ছেলে।

ছেলেটা কান্নাভৱা চোখে মালতীৰ দিকে একবাৰ চেয়ে মুখ নাখিয়ে  
নেয়।

মাথাৰ ওপৱে ঠা-ঠা রোদুৱ। সৱসী ঘামছে। ঘামে জ্যাবজ্যাব  
কৱছে তাৰ শৰীৰ। তবু ওৱ প্ৰশ্ন ফুৱোয় না। সে জিজ্ঞেস কৱে,  
কোথায় এসেছে ও ?

মালতী এগিয়ে এসে ছেলেটাৰ মাথাৰ ময়লা চুলে হাত বুলোয়।

আমাৰ সঙ্গে দেখা কৱতে এসেছে। এখুনি চলে যাবে।

হ্যা। তাই যেন চলে যায়। এখানে থাকতে টাকতে আবাৰ  
বলো না যেন।

মালতী ছেলেটাৰ মাথায় গভীৰ স্নেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বলে,  
না বৌদি, ও এখুনি চলে যাবে।

ওপরে গিয়ে মৃগাঙ্ক সরসীকে বললো, কাজটা ভালো করলে না,  
সরসী !

সরসী কাপড় ছাড়ছিল । বললো, কেন ?

দেশ থেকে এসেছে । ভগবানের জীব । হয়তো নাঞ্চা-খাঞ্চাই  
হয়নি । এই তুপুর রোদে ওকে ফেরত পাঠানো ঠিক হয়নি ।

• তুমি থাম তো । কে ভগবানের জীব নয় ? এমন ভালোমানুষী  
করলে কিছু ধাকবে না ।

ফুল স্পীডে পাখা ঘূরছে । সরসী একটু ঢিলেচালা হয়ে গায়ের  
ঘাম শুকিয়ে নিচ্ছে । মৃগাঙ্কও গা থেকে গেঞ্জি খুলে ফেলেছে । তারও  
গায়ে ঘাম টস্টস করছে । বলে, মালতীকে ডেকে বলে দাও, এসে  
পড়েছে যখন, ওকে যেন ও দুটি খাইয়ে ছাড়ে ।

সরসী প্রায় চিংকার করে ওঠে, মাথা ধারাপ হয়েছে তোমার ?  
ও কত থাবে, তোমার ধারণা আছে ? ওরা গাঁয়ের ছেলে । একেবারে  
হাতীর খোরাক —

মৃগাঙ্ক জিদ ধরে ।

ওইটুকু তো প্রাণ ! কত আর থাবে ?

তা বলে ওই নোংরা জীবটাকে ঘরে ঢোকাবে ? চুরি-টুরি করে  
যদি কিছু নিয়ে পালায় ? গাঁয়ের ছেলেরা ভীষণ চোর হয়, জানো—

মৃগাঙ্ক সোফায় গা ঢেলে দেয় ।

মালতী সঙ্গে ধাকলে চুরি করতে পারবে না । কনিকে ডাকে,  
কনি—

সরসী কনিকে ডাকলো না । নিজেই মালতীকে ডাকতে বারান্দায়  
বেরিয়ে থায় । ছেলেটা একটু দূরে তার নোংরা পুর্টলিটা হাতে নিয়ে  
দাঢ়িয়ে আছে । মালতী গেটের সামনে দাঢ়িয়ে বলজ্জে, চলে থা ।

আমাকে আর নিয়ে দেবুন্তে ন যাবো, তোর জন্মে একটা কাঠের  
ঘোড়া নিয়ে যাবো—

ছেলেটা কাদছিল প্রাথার চুলে চোখ ছুটে প্রায় ঢাকা।  
রোদ্ধুরে ছু গালে চোখের জল চিকচিক করছে।

সরসীর মনটা কেমন যেন টর্নেন করে গুঠে। কনি যেবার হয়,  
মে ভেবেছিল, ছেলেই হবে। ছেলে তলে সে তার নাম রাখবে ভেবেছিল  
কনিষ্ঠ। ছেলে হলো না, মেয়ে হলো। সরসী ওর নাম রাখলো কনি।

মালতী, নিচে দাঙ্গিয়ে থাকলে কি চলবে ? ওপরে চলে এসো—

মাহুষ যেমন রাস্তার কুকুরকে খেদায়, সরসীকে দেখে মালতীও  
তেমনি করে ছেলেটাকে তাড়াতে থাকে। বলে, যা, যা এখান  
থেকে—

ছেলেটা পা নাচিয়ে কাদতে কাদতে বলে, যাবো নি, কিছুতেই  
যাবো নি—

মৃগাঙ্ক বারাদ্দায় বেরিয়ে আসে।

ওকে ওপরে নিয়ে এসো, মালতী। কিছু খাইয়ে না হয় বিকেলে  
ফেরত পাঠিয়ো—

মালতী ওকে শাসায়, তবু যাবিনে ?

না।

মালতী ওর দিকে এগিয়ে যায়। ও ছুটে পালায়। তারপর এক  
সময় মালতী ওকে ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ওপরে নিয়ে  
আসে।

সরসী জিজ্ঞেস করে, ও কি তোমার ছেলে ?

মালতী মুখে আঁচল দেয়। বলে, বোনের ছেলে। জন্ম অবধি  
আমার কাছে মাহুষ।

সেদিন বিকেলে মৃগাঙ্ককে আশ্রমের কাজে বেরোতে হলো  
আশ্রমের বাড়ি তৈরী হচ্ছে। তার এক গুরুত্বাই ইঞ্জিনিয়ার। সে

প্ল্যান তৈরী করছে। আজি ওর প্রাইভেট প্ল্যানটা। এই মগান্ড ওর  
প্ল্যানটা আনতে গেল।

সবসী যোধপুর পার্কের বাড়িটা ইন্টার্নেশনাল বিল্ডিং। একটু  
জ্যে বাড়িটা ঠাত্তাড় হয়ে গেল। মগান্ড যদি সময় থাকে, একটু  
চেষ্টা করতো, ঠাহলে বাড়িটা নিচয়ই পান্ধো যেত। দিনবারও  
আশ্রমের জন্তে খেটে মারছে। একটু যদি বার্ডিং কথা ভাবে।

কিছু হবে না আমাদের। কিছু ইন্বন্ট এখানেও পাই পাই  
মার খেতে হবে

নিজের জ্যে সনসী ভাবে না। ওর হ্ৰ ভয় ক নৰ কৰে। ওক  
ভালোভাবে মানুষ কৰাব জাহেই তো বলকাতায় তাস।। কিছু  
পরিবেশ ভালো। না হলে কি ডেলমেয়দের ভালোভাবে মানুষ কৰা  
যায় ?

কনি পাশের ঘৰে কি নিয়ে তাসচে। পৰ জোৱে জোৱে হাসচে।  
কনি তাসলে জন্সীৰ ভালো লাগে। কিন্তু জোৱে জোৱে তাসলে ভয়  
হয়। তখন মনে হয়, তাসিটাই বুবি ব। ওৰ বিদ্রোহ। কনি ওদৰ  
একমাত্ৰ সন্তান। কনিই ওদেৰ সৰ। ও ঢাড়া ওদেৰ, কটু নেট।  
মেইজগো বড় শয়।

কনি তাসচে।

সৱসী ধৰক দেয়, তত জোৱে হাসচে ন। দম বন্ধ হয়ে যাবে—  
দেখে যাও, মা—

সৱসী হাতে নেলপালিশ লাগাচ্ছিল। তাৰ ঘাৰাব কোন লক্ষণ  
দেখা গেল ন।

কনি তাসচে। তাসচে হাসচে বলে, একবাৰটি দেখে যাও  
না, মা—

সৱসী গেল ন।

কিছুক্ষণ পৱে কনি মালতীৰ ব্ৰোলপোৰ ঘাড় ধৰে ওক মেলতে  
চেলতে নিয়ে ঘৰে এসে চুকলো।

টুকলুকে দেখে হাসতে চাসি চাপতে পাবলো না। কনি হাসতে চাসতে বিছানার পুরুর বসে পড়ে। অথচ ঘাকে নিয়ে এত টস, সেই টুকল কিন্তু নিরিকাব। কাচু-মাচু মুখ কবে সে সবসী ও কনির বকম-সকন দেখে নিচ্ছে।

কনি ওকে মৃগাঙ্কর একটা পুরনো গেঞ্জি পরিয়ে দিয়েছে। গেঞ্জিটা নিঃসন্দেহে বড়। কিন্তু তোটপাট ছেরার টুকলুর গায়ে খুটা আরো বড় দেখাচ্ছে। গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত হড় হড় কবে নেমে গেছে। মনে হচ্ছে, একটা জ্যান্ত পাশ-বালিশ ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মালতী আজ ওকে সাবান মাখিয়ে খুব করে বগড়ে স্নান করিয়ে দিয়েছে। কোমরে একটা দড়িবাধা প্যাণ্ট ঢাঢ়া গায়ে পৰবার মতো ওর আব কিছু নেই। ও যে ওইটকু পরে এ বাড়ির পক্ষে অত্যন্ত বেমানান, মালতীও তা জানে। তাই সে ওকে খাবার ঘরের বাইরে আবছা আলোর মধ্যে চুপচাপ বসিয়ে রেখেছিল।

কনি ওপথ দিয়ে যাবার সময় দেখে, একটা অঙ্গুত ধরনের ঝৌব দহাউর ওপর মাথা পুঁতে দিয়ে গেঁজি হয়ে বসে আছে। কনির পায়ের শব্দ শুনে ও মাথা তুলে হৃষি-খেয়ে পড়। চুলের ভেতর দিয়ে জুলজুল করে তাকালো। কনি হাসলো। ও ভয়ে হাসলো না। কনি ওকে ত পায়ে উঠে দাঢ়াতে বললো। সে ভয়ে উঠে দাঢ়ালো না। দহাউর ওপর মাথা পুঁতে দিয়ে যেমন গেঁজি হয়ে বসেছিল, তেমনি বসে রইলো।

কনি ওর মাথার চুল টেনে দিয়ে ছুটে গিয়ে ওর ঘরের দরজার সামনে দাঢ়ায়। টুকলু ওর দিকে চেয়ে থাকে। কনি ওকে ওখান থেকে হাতের ইশারায় ডাকে। টুকলু মাথা নেড়ে জানায়, ও ঘাবে না। কনি ঘরের ভেতর থেকে একটা কাপড়ের পুতুল বের করে এনে দেখায়। এবার টুকলু একটু নড়ে ছড়ে বসলো। কনি এবার হাতের ইশারায় ডাকতেই শ্রীমান টুকলু পুতুলের লোভে ওর কাছে এগিয়ে

যায়। কনি ওকে নাগালের মধ্যে পোকে হিড়ি হিড়ি হিড় করে টেনে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়।

প্রথমে সে ওকে তার পুতুলের বাঞ্ছ থেকে একটা পুতুল বের করে দেখায়। খুব ভালো লাগলো টুকলুর। কনি জিজ্ঞেস করলো, তোর খালি গা কেন রে? জামা নেই?

টুকলু মাথা নেড়ে জানায়, ওর কোন জামা নেই। কনি ওকে ঘরে বসিয়ে রেখে পাশের ঘরে একটা জামা খুঁজে আনতে গেল। সবই তো বড়ো। ওর মাপের জামা এ বাড়িতে কারো নেই। শেষে মৃগাঙ্কর পুরনো একটা গেঞ্জি পেয়ে ওটাই নিয়ে এলো সে।

এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু ওকে গেঞ্জিটা পরিয়ে দিতেই ও কেমন একটা পাশ-বালিশের মতো হয়ে গেল। এবং তাই পরে সে যখন ঘরময় হাঁটতে চলতে শুরু করলো, তখন আর কনি হাসি সামলাতে পারলো না।

ওদের হাসির শব্দ শুনে মালতীর চটক। ভেঙে গেল। সে প্রথমে ওতে গা না করে নিজেকে কেঁচোর মতো শুটিয়ে রেখেছিল। মনিব মাহুষ—কত কী অস্তুত অস্তুত কারণে ওদের হাসি পায়। মালতীর কি ওসবে কান দিলে চলে? নাকি কান দেওয়া উচিত? কলকাতায় এসে প্রথমে সে নেবুলায় চামেলির বাসায় উঠেছিল। ওখানে চামেলি ওকে যে বাড়িতে কাজে দিয়েছিল, সে বাড়িতে থাকতো এক দিদিমণি। তিনি তলার পুরো ফ্ল্যাটে সেই এক দিদিমণি ছাড়া দ্বিতীয় কোন বাসিন্দা ছিল না। কী স্মৃতি সেই দিদিমণিকে দেখতে। যেন সঙ্গের অঙ্গীরী, নয়তো বিশ্বেরী। আর, কী গায়ের রং! যেন হৃথে-আলতায় চুবিয়ে এনেছে কেউ। সঙ্কের সময় গাড়ি করে দাদাবাবুরা সব আসতো। দোকান থেকে বোতলের পর বোতল ইলাজ এনে দিতে হতো তাকে। বরফকুচি দিয়ে দাদাবাবুরা সব ইলাজ খেত। দিদিমণিও খেত। কত গপ্পো হতো, কত গান। এক-এক সময় হাসির যেন ঝড়-তুফান উঠতো। মালতীর মন উশখুশ করতো একবার

দিদিমণি—  
সকম দেখে আসার জন্যে। সে পর্দা  
সরিয়ে দেখতো, এক দাদাবাবুর গায়ে ঢলে পড়েছে। ওর  
হাতে ইলাজের গেল দয়ে।

হঠাতে তাকে দিদিমণি একদিন দেখতে পেয়ে যায়।  
কি দেখছো এখানে দাঢ়িয়ে। অসভ্য মেরেমানুষ—  
হাতের গেলাস্টা ছুঁড়ে মেরেছিল দিদিমণি।  
গেঁয়ো ভৃত কোথাকার !

গেলাস্টা মালতীর গায়ে লাগেনি। ওর সামনে মেরেয় পড়ে  
চুরমার হয়ে গিয়েছিল। মালতী শুধান থেকে নিঃশব্দে সরে আসে।  
সেই রাত্তিরেই সে বাসায় ফিরে চামেলিকে সব বলেছিল।

চামেলি বলেছিল, মুনিব মানুষের কত রকমের মর্জি, কত রকমের  
শখ থাকতি পারে। ওরা ফুর্তি করবে না তো কি ঝি-চাকরেরা করবে ?  
ওসবে কি আমাদের চোখ দিতি হয় ?

মালতী ভয়ে ভয়ে বলেছিল, আমি আর শু বাড়িতে ঘাবো না,  
চামেলি।

ষাবিনি তো উপোস করে মর—

চামেলি বিছানায় ভাজ হয়ে শুয়ে পড়ে। পাটখোলা শাড়িটা  
গায়ে দিতে বলে, সোয়ামি কত জমিদারি রেখে গেছে, তা সব  
আমার জানা আছে—

মালতী ভেবেছিল, বৌদিদিমণি আর কনি যত হাস্তক, সে ওদিকে  
যাবে না। মুনিব মানুষের কত রকমের মর্জি, কত রকমের শখ থাকতি  
পারে। ওরা ফুর্তি করবে না তো কি ঝি-চাকরেরা করবে ? ও সবে,  
কি আমাদের চোখ দিতি হয় ?

চামেলি বহুদিন কলকাতায় আছে। সে পোড়-খাওয়া মানুষ।  
ঠিকই বলেছিল সে। মুনিব মানুষের আয়োদ-কুর্তিতে ঝি-চাকরের  
চোখকান দিতে নেই।

সে শব্দ করে চায়ে চিনি গুলতে থামে।

চা তৈরি করে সে রাস্তার থেকে বেরিয়ে আসে নথলো, টুকলুকে সে যেখানে বসিয়ে রেখেছিল, সেখানে ও নেই। চাকরু মুনিবদেব ফুর্তি-তামাশায় চোখকান বন্ধ করে থাকলেও ওদের ছেলেপুলেরাও কি তাদের চোখকান বন্ধ করে থাকতে পারবে? টুকলুকে নিয়ে মালতীর ওখানেই ভয়। সে কোথায় কি দেখে ফেলে, কোন ঘরে কোথায় ঢুকে পড়ে, কাকে কি বলে ফেলে, তাই নিয়ে সে আজ হৃদ্দয় থেকে বড়ো ভয়ে ভয়ে আছে।

হৃদ্দয়ে একপাতে খেতে বসে সে পাখি-পড়ানোর মতো টুকলুকে শিখিয়ে দিয়েছে, কোন ঘরে যাবি নে, কিছুতে হাত দিবি নে। জিজেস করলে বলবি, আমি তোর মা নই, মাসি—

কথাগুলো শেখাতে গিয়ে মালতীর বুকের ভেতরটা আকুড়-পাকুড় করে উঠেছিল। তাছাড়া যে তার উপায় নেই। সে নিবাঞ্চাট বলে এ বাড়ির কাজে ঢুকতে পেরেছে। এখন জানাজানি হয়ে গেলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। চাকরিটাও চলে যাবে।

চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকেই মালতী এক লহমায় সব বুঝে নিল। গরীব মায়ের ছেলে টুকলুকে সঙ্গ সাজিয়ে এরা আনন্দ করছে। টুকলুকেও ওর বাপ একদিন নতুন জামা জুতো কিনে পরিয়ে গায়ের মাস্তা দিয়ে কোলে করে যখন নিয়ে যেত, তখন সবাই হাঁ করে চেয়ে দেখতো। আজ ওর বাপ ওদের ছেড়ে চলে গিয়েছে বলেই তো এই হেনস্থ। এখন তাকে ধেড়ে একখানা গেঞ্জি পরিয়ে সঙ্গ সাজিয়ে এরা আমোদ পেতে পারে; কিন্তু তাতে মালতীর বুক ছেঁটে যায়।

সে চায়ের কাপ ছটো নামিয়ে রেখে টুকলুকে টানতে টানতে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসে। রাস্তারের দরজা বন্ধ করে ওকে ধমক দিয়ে বলে, কেন তুই ঘরের মধ্যে ঢুকেছিলি?

টুকলু চুলের কাঁক দিয়ে ওর জগজগে চোখে প্রতিবাদ জানায়,

বারে, আমি ? কেন কোনোক ? ও-ই তো আমাকে টানতে টানতে  
নিয়ে গেল ।

কে ? ছোটি দুর্দণ্ডী ?

টুকলু মাথা নেড়ে জানায়, সে-ই ।

এ গেঞ্জিটা পরোচস কেন ?

ও-ই তো পরিয়ে দিল ।

কনির ডাক শুনে মালতী দরজা খুলে দিতেই কনি রাখাঘরে চুকে  
ইকলুকে ধরে টেনে নিয়ে চললো । সে কিছুতেই যাবে না । চিংকার  
কবে বলে, এই ঢাখ মা, ও আমাকে আবার ধরে নিয়ে যাচ্ছে ।

সর্বনাশ করে ফেলেছে টুকলু । ওকে এখানে সে মা বলে ডেকে  
ফেলেছে । সে খেতে বসে ওকে আজ পই পই করে পাখি পড়ানোর  
মতো শিথিয়ে দিয়েছিল । কনির টানা-হেঁচড়ায় ঝাঙাপালা খেয়ে মাথা  
ঠিক রাখতে পারেনি । ওর কোন দোষ নেই । মালতী টুকলুকে  
দোষ দিতে পারলো না । কতদিন ওকে সে মা বলে ডাকতে পারেনি ।  
আজ কাছে পেয়ে ওকে সে তার সত্যিকারের ডাক ডেকে ফেলেছে ।  
কিন্তু এদিকে চাকরিটা যে তার সে আর রাখতে পারবে না । সব  
জানাজানি হয়ে যাবে । মালতীকে হয়তো ওর টিনের স্লটকেস্টা  
গুছিয়ে কালই এ বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে ।

টুকলু আজ এই মুহূর্তে ভয়ানক ভুল করে ফেলেছে ।

ভয়ে মালতীর মুখটা শুকিয়ে আসে । কেন টুকলু কলকাতায়  
এলো ? সে তো বলাইর কাছে মাসে মাসে টাকা পাঠায় । চিঠিতে  
জানিয়ে দেয়, টুকলু যেন ঠিকমতো লেখাপড়া করে । রোজ যেন  
সুবধি মাস্টারের ইঙ্গুলে যায় । কোনদিন যেন কামাই না করে ।

টুকলু আজ কলকাতায় কেন এলো ? মামী কি পেট ভরে খেতে  
দেয় না ? মামা কি মারে ?

খেতে বসে সে বার বার জিজ্ঞেস করে টুকলুর কাছ থেকে কোন  
জবাব পায়নি ।

টুকলুর তখন ভৌমণ কিদে পেয়েছিল। ~~বাবুর মান~~ মাছিল, মনে  
হচ্ছিল, যেন কতদিন সে খায়নি। মালভীর কের ভেতরে কাঙ্গা  
কেনিয়ে উঠেছিল। সে নিজের হাতে টুকলুকে যে দিতে থাকে।  
টুকলুর তখন কোন কথার জবাব দেবার ফুরসত ছিল না।

টুকলু, এরা যদি জিজেস করে, আমি তোর কে? তুই কি  
বলবি?

টুকলু মাছের কাঁটা চিবোতে চিবোতে মালভীর মুখের দিকে  
তাকায়।

বলবো—মা—

খবরদার, অমন কথা বলিস নে।

কেন? তুই কি আমার মা ন'স?

আমি যে তোর মা, একথা জানাজানি হয়ে গেলে আমাকে এরা  
তাড়িয়ে দেবে।

কেন?

টুকলু মার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর ইঙ্গুলের সূরঘ  
মাস্টারের কথা মনে পড়ে, মিথ্যেকথা কথনো বলবিনে—মিথ্যেকথা।  
বলা বড়ো দোষ। তবে সত্যিকথা বললে এরা মাকে তাড়িয়ে দেবে  
কেন? এরা কি সূরঘ মাস্টারের কথা শোনেনি?

আর শোন, টুকলু, বাবা আমার, তুই আজই চলে যা—

টুকলু জোরে জোরে মাথা নাড়ে, না—

না, কেন?

টুকলু কোন কথা বলে না।

আজ না যাস, কাল সকালে চলে যাবি তো?

জানিস মা, মামার বাড়ির গাইটার একটা বাছুর হয়েছে। ওর  
নাম রেখেছে রাধেশ্বাম। রাধেশ্বাম কি কোন বাছুরের নাম হয়?

টুকলুকে এক ঝাঁকে গ্রেপ্তার করে কনি সরসীর সামনে হাজির  
করে। বলে, এর জামা নেই, মা। একটা কিমে দেবে?

তুষ্টি থাক

সবসী ধরক দেখ।

দাও না একটা 'দর্শন'। কত আব জাগবে ?

আহ, বিরক্ত করিস নে, কনি—

আমার কাছে টাকা আছে। তোমাকে দিয়ে দেব।

সরসী যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাটটাব কথা ভাবছিল। কৌশলের  
ফ্ল্যাটটা একটুর জগে হাতছাড়া হয়ে গেল। কিছুই হবে না। মৃগাঙ্ক  
আব ওর জীবনে কিছুই হবে না।

কনি টুকলুকে সবসীর কাছে বেথে নিজের ঘবে গেল টাকা  
আনতে।

সবসী টুকলুকে কাছে ডাকে। টুকলু ভয়ে ভয়ে সবসীর সামনে  
গিয়ে দাঢ়ায়। সবসী চুপিচুপি ওকে জিজেস কবে, মালতী তোব  
কে হয রে ? কাউকে বলবো না, তুই বল—

টুকলু সবসীর মুখের দিকে আড়চোখে তাকায়।

মা হয়, ন। টুকলু ?

টুকলুর মুখে এক ফোটা হাসি ফুটে ওঠে।

ঠিক তখনই টুকলুব খোজে মালতী ঘরে এসে ঢোকে। ওকে  
সামনে পেয়ে সবসী বলে, মালতী, তুমি মিথ্যেকথা বলেছিলে, টুকলু  
তোমার বোনপো হয়—

মালতী হেসে জবাব দেয়, ছোটবেজায় যখন ওর মা মারা যায়,  
তখন ওকে দেখার কেউ ছিল না, বৌদিদিমণি। তখন আমিই ওর  
দেখাশোনা করেছিলুম। সেই থেকে ও আমাকে মা বলে ডাকে।

মালতীর কথাগুলো সবসীর যে বিশ্বাস হয়নি, ওকে দেখলে বেশ  
বোৰা যায়। টুকলু এদের কাছে থাকলে হয়তো আরো অনেক কথা  
কাস করে দেবে। মালতী ওকে নিয়ে যেতে যেতে ফিরে দাঢ়ায়।

আজকের দিনটা টুকলু আমার কাছে থাকুক। কাল সকালে ও  
দেশে চলে যাবে।

সরসী চোখ নামিয়ে মালতীর ক'রে আছে ! প্রস্তরজায় কাণ  
বেল বেজে উঠতেই দুজনের চোখাচোখি হয়ে আছে ! মালতী বারান্দায়  
গিয়ে দেখে এসে বললো, সেই শোভনবাবু—

ওপরে নিয়ে এসো ।

মালতী চলে যাচ্ছিল । সরসী ডেকে বলে, কনিদিদিমণিকে বলে  
দিঙ্গ, শোভনবাবু যতক্ষণ থাকবে, ও যেন এ ঘরে না আসে ।

১০

খাবার ঘরের দরজার বাইরে টুকলু ঘূমিয়ে পড়েছিল । মালতী  
ওকে তুলে খাওয়াতে বসালো । মামাৰ বাড়িতে রোজহই হয়তো টুকলু  
এমনি না খেয়েই ঘূমিয়ে পড়ে । মামী কি অত কষ্ট করে ওকে ঘূ  
থেকে তুলে খাওয়ায় ?

রোজ রাত্তিরেই হয়তো টুকলু না খেয়ে ঘূমিয়ে পড়ে । কেউ ওকে  
তোলে না, কেউ ওকে খাওয়ায় না ।

মালতীৰ বুকেৰ ভেতৰটা হু হু কৱে গঠে । ও কাছে থাকলৈ কি  
টুকলুকে রাত্তিৰে না খেয়ে উপোস কৱে ঘূমিয়ে থাকতে দিত ?

টুকলু চোখ বন্ধ কৱে বসে ঢুলছে । মালতী ওকে জোৱ কৱে  
থাইয়ে দিচ্ছে । টুকলু চোখ খোলে না । ঘূম চোখে সে খেতে খেতে  
ঢুলতে থাকে ।

মালতী জিজেস কৱে, মামী তোকে পেট ভৰে খেতে দেয় তো,  
টুকলু ? নাকি রোজ আধপেটা খেয়ে থাকিস ?

টুকলু ঘুমেৰ ঘোৱে কি বলে, বোৰা যায় না । থাক, আজ আৱ  
বেচাৱাকে কিছু বলতে হবে না । ওৱ ঘূম পেয়েছে খুব । ও আজ  
ঘুমোক ।

শাতেৰ সবটুকু খাবার টুকলুকে খাইয়েও মালতীৰ আশ মেটেনি ।  
তাৰ মনে হতে লাগলো, টুকলুৰ বুঝিবা আজো পেট ভৱলো না ।

থাবার ঘন্টে—~~পুরুষ মাসে~~ শুইয়ে দিতেই টুকলুর ঘূম  
ভেঙে গেল। সে অক্ষয় মাসতীর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, মা, আজ  
একটা গপ্পো বল—

মার মুখে গপ্পো শুনতে টুকলুর ভীষণ ভালো লাগে। সেই  
ছয়েরানী-স্বয়েরানী, সেই রাজপুত্র-কোটালপুত্র—ওদের কথা  
শুনতে শুনতে টুকলু ঘূমের তেপাস্তরের মধ্যে হারিয়ে যেত।

মালতী জিজ্ঞেস করে, মামী তোকে রোজ পেট ভরে খেতে  
দেয় তো ?

তোব মতো দেয় না।

কেন ? আমি তো মাসে মাসে দাদাকে টাকা পাঠাই। তোকে  
পেট ভরে খেতে দেবার জগ্নে চিঠিতে লিখে দিই। তবু তোকে মামী  
পেট ভরে খেতে দেয় না ?

পোষ্টাপিসের পিয়ন অবশ্যি প্রতিমাসে মামার কাছে আসে।  
কিন্তু কেন আসে, তা টুকলু জানে না। তার মা প্রতিমাসে তার  
খাওয়ার জগ্নে মামাকে টাকা পাঠায়, সে এই প্রথম জানলো। মা  
তাকে কোনাদিন তা জানায়নি, মামাও না।

রোজ ইঙ্গুলে যাস তো ? সূয়ৈ মাস্টার তোকে মারে নাকি ?

দেরি হয়ে গেলে বা কামাই হয়ে গেলে মাবে।

দেরি বা কামাই করিস কেন ?

মামার বাড়িতে কাজ করতে হয় যে !

তাই নাকি ? তোকে দিয়ে ওরা কাঞ্জও করিয়ে নেয় ? কি কাঞ্জ  
করায় রে ?

মামা আমাকে ক্ষেতের কাজে নিয়ে যায়। মামী ছাগল চৰাতে  
পাঠায়। কখনো জল এনে দিতে হয় নলকৃপ থেকে।

দাদা-বৌদির ওপর মালতীর রাগ হয়। সে প্রতিমাসে তার পুরো  
মাইলেটাই পাঠিয়ে দেয়—টুকলু যেন পেট ভরে খেতে পায়, বেন পুরো  
করে চিকমতো ইঙ্গুলে যায়—টুকলুকে চিকমতো মাঝুষ করে তোলাৰ

জগ্নেই তো. ওর কলকাতায় টুকুলুই যদি খেতে  
না পায়, যদি ঠিকমতো ইঙ্গুলে না ঘেটে, তাহলে সবই তো তার  
পণ্ডিত। তবে আর সে কেন কলকাতা পড়ি থাকবে?

সূয়দি মাস্টারের কথা মনে পড়ে মালতীর। তিনি একদিন  
বলেছিলেন, মালতী, তোমার ছেলেটি তো লেখাপড়ায় বড়ো ভালো।  
ওকে ডেইলি ইঙ্গুলে পাঠিয়ে দিয়ো। আমি দেখবো। লেখাপড়া  
শিখলে ও একটা মানুষের মতো মানুষ হবে। দেখে নিও—

কথাটা শুনে মালতীর বুকটা টন টন করে উঠেছিল। বলেছিল,  
আপনি একটু দেখবেন। জানেন তো, ওর বাবা—

জানি। পঙ্কজ যে এমন হবে, ভাবতে পারিনি। যাক, ছেলেটিকে  
ঠিকমতো মানুষ করে তোল।

সূয়দি মাস্টারকে মালতী মনে মনে ধ্যাবাদ জানায়। কত বড়  
মাস্টার! কত নামডাক! উনি তার টুকুলুর জগ্নে এত ভাবেন, মনে  
মনে মালতী সূয়দি মাস্টারের ক্ষতভ্রত রইলো। সঙ্গে সঙ্গে টুকুলু  
কথা মনে পড়ে যায় মালতীর। টুকুলুকে কোনদিনই সে পেট ভরে  
খেতে দিতে পারে না। এ ছঃখু সে রাখবে কোথায়। সে বলে,  
ওকে ছবেলা ছমুঠো পেট ভরে খেতে দিতে পারি না। ও কি করে  
লেখাপড়া মনে রাখবে, মাস্টারমশাই?

সূয়দি মাস্টার সমবেদনা জানালেন। বললেন, যেমন করে পারো,  
ছবেলা ছ মুঠো খেতে দিয়ো ওকে। পেটে কিন্দে নিয়ে লেখাপড়া  
হয় না, মালতী—

সেদিনই বাড়ি ফেরার পথে চামেলির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়  
মালতীর। চামেলি কদিনের ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিল। তাকে  
একটা কাজের কথা বলায় সে মালতীকে কলকাতায় স্থিতে আসতে  
রাজী হয়ে যায়।

স্বয়. ছিল, টুকুলুকে নিয়ে। সে ওকে আসতে দেবে কিমা।  
সে ভাব মামার বাড়িতে কি থাকতে চাইবে?

টুকলুবে .. মাঝে শুইয়ে সে কথাটা পাড়ে ।

ଟୁକ୍ଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହାତେ ଆଜ ତୋର ପଡ଼ାଶୋନାର କଥା ବଲଛିଲେନ ।  
ବଲଛିଲେନ, ତୁହି ମନ ଦିଯେ ଲେଖାପଡ଼ା କରଲେ ଅନେକ ବଡ଼ ହବି । ମନ  
ଦିଯେ ଲେଖାପଡ଼ା କରବି ତୋ, ବାବା ?

ଟୁକଲୁ ବଲେ, କରି ତୋ ।

মাস্টারমশাই বললেন, আরো পড়তে হবে।

টুকলু চুপ করে থাকে ।

ମାଲତୀ ଟୁକଲୁକେ ଆରୋ କାହେ ଟେନେ ଆନେ । ବଳେ, ପେଟ ଭରେ  
ନା ଖେତେ ପେଲେ ଅତ ପଡ଼ା ମନେ ରାଖିବି କି କରେ, ବାବା ?

ମା କି ବଲତେ ଚାଯ, ଟୁକଳୁ ବୁଝେ ଉଠତେ ପାରେ ନା ।

ହ୍ୟା ରେ ଟୁକଳୁ, ଆମି ସଦି କଲକାତାଯ ଯାଇ, ତୁଇ ମାମାର ବାଡିତେ ଥାକତେ ପାରବି ନା ? ଦାଦା-ବୌଦିକେ ବଲେ ଯାବୋ, ଓରା ତୋକେ ପେଟ ଭରେ ଖେତେ ଦେବେ । ଓଖାନ ଥେକେ ଇଞ୍ଚିଲ ତୋର ଆରୋ କାଛେ ହବେ । ଏକ ଦୌଦେ ଇଞ୍ଚିଲେ ଫୌଜେ ଯାବି ।

ଟୁକଲୁ ମନ ଖାରାପ କରେ ଜିଙ୍ଗେସ କରେଛିଲ, ତୁଇ କଲକାତାଯ ଯାବିକେନ ?

চাকরি করে টাকা রোজগার করতে হবে না ।

କି ହେବେ ଟାକା ?

তোর লেখাপড়ার জন্যে টাকার দরকার হবে না?'

ଟୁକଲୁ ମାର ଗଲା ଜଡ଼ିଯେ ଥରେ ବଲେଛିଲ, ନା, ତୁହି କଳକାତାଯି  
ସାବିନେ । କୋଥ୍ ଥାଓ ଯାବିନେ ।

ମାଲତୀ ଓକେ ଦେଦିନ ଅନେକ ବୁଝିଯେଛିଲ । ଟୁକଲୁ ରାଜୀ ହୟନି ।  
ଲେ ମାର କଥା ଶୁଣତେ ଶୁଣତେ ଘୁମିଯେ ପଡ଼େଛିଲ । ମାଲତୀ ଜାନତୋ,  
ଟୁକଲୁ ରାଜୀ ହବେ ନା । କିନ୍ତୁ ଓ କି ତେମନ ଭାଗ୍ୟ ଲିମ୍ବେ ଜମ୍ବେହେ ଯେ,  
ମା କାହାର ଥେକେ ଓକେ ପୋଟ ଭରେ ଥାଓଇାତେ ପାରବେ ?

"ମାତ୍ରାଟୀ ଜେବେହିଲ, ଏବେ ଦାମା-ବୌଦ୍ଧ ହୃଦୟରେ ଯତ ଦେବେ ନା । କିନ୍ତୁ  
ଆମା ସଥିନ ଯତ ଶିଖେ ପିଲ, ତଥିନ ମାତ୍ରାଟୀ ହିନ୍ଦୁ କାହେ ଫେଲିଲୋ । କଲକାତାମ୍ଭ  
ଆମାର ।

আসার দিন টুকলু কাদতে কাদতে আসিল। অশ্চিত্ত এসেছিল। শেষে সেও বাসে উঠে পড়েছিল। মাঝে সে কিছুতেই বাস থেকে নামবে না। বাস ছাড়ার সময় দাদা ওকে জোর করে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বাসের ঘড়ঘড়ানির নিচে টুকলুর কাঙ্গা সেদিন চাপা পড়ে গিয়েছিল, মালতী ওব কাঙ্গা আর শুনতে পায়নি। সারা পথ সেদিন সে টুকলুর জগ্নে বুকের মধ্যে ফুলে ফুলে কেঁদেছিল। চামেলি বলেছিল, কাদছিল কেন জা? তুই কি চেরজন্মের মতো চলে যাচ্ছিস?

মালতী টুকলুকে বুকের কাছে টেনে আনে। ওর মাথার চুলের মধ্যে কেমন একটা মিষ্টি ছেলেবেলার গন্ধ। এ গন্ধ মালতীর খুব পরিচিত। পাড়াগাঁৱ পানাপুকুবের ধারে এমনি একটা মিহিন গন্ধ হাওয়ায় ভেসে থাকে।

সকাল হলেই টুকলু ওদের গাঁয়ে একা একা ফিরে যাবে। আবার কবে সে টুকলুকে দেখতে পাবে, কে জানে?

মালতী টুকলুর মাথায় খুব গাঢ়ভাবে চুমু খায়।

তার আঁচলের খুঁটটা শক্ত কবে ছ হাতের মুঠোয় পুরে টুকলু আজ পরম নিশ্চিন্তে ঘূমোচ্ছে। সে যখন আরো ছোট ছিল—খুব ছোট—তখন, থেকেই তার এই অভ্যেস। ছ হাতের মুঠোয় তার আঁচলটা শক্ত করে পুরে নিয়ে মুখের কাছে ধরে শু'কতে শু'কতে টুকলু ঘূমিয়ে পড়তো। মার শাড়ির আঁচলের গন্ধ না হলে ওর ঘূঁঘূই অসমতো না। আবছা ঘূমের মধ্যে আঁচলের খুঁটে টান পড়লেই চঠকা ভেঙে টুকলু কেঁদে উঠতো। মালতী ওকে আবার আঁচলের খুঁটটা ধরিয়ে দিত। অমনি কাঙ্গা থেমে যেত তার। গাঢ় ঘূমের মধ্যে সে হারিল, মেলে ওর কচিহাতের মুঠো ছট্টো ছিল হয়ে যেত। মালতী ওব খুব অঙ্গিতোভাবে আঁচলের খুঁটটা সন্ত্রিলে এবে উঠে বাবার ঘূঁঘোগ পেত।

এখন টুকলু কোথায় ঘূমোৱ, কি ভাবে ঘূমোৱ, কে জানে।

কি এখনো ঘুমের বেঁচাইলে আচলের খুঁট খোজে ? সেজন্তে এখন  
কি তার ঘুম আসতে দেব ? হয় ?

ভঙ্গি বলতো, তোমার ছেলে বড় হলে ডাকাত হবে ।

মালতী হেসে বলতো, আমার ছেলে তোমাব ছেলে নয় ? তোমার  
কথাৰ্ভাণ্ডলো সব যেন কেমনতবো ।

কেমনতবো ?

ভঙ্গির এই কথাব জবাব দিতে পারতো না মালতী । কিন্তু সে  
জানতো, এ সংসারের কোন কিছুতে ভঙ্গিৰ টান নেই । ওৰ প্রতি  
ভঙ্গিৰ ভালোবাসা কোনদিনই ছিল না, টুকলুব প্রতিও না । সব  
সময় ছানাকাটা ছথেৰ মতো একটু ছাড়া-ছাড়া থাকতো সে । কি যেন  
ভাবতো সব সময়, কি যেন খুঁজতো, মালতী তার কিছুই ভাবতে  
পারতো না ।

সূফ্যি মাস্টারের ইঙ্গুলে মাস্টারি কৱতো ভঙ্গি । কিন্তু পড়ানোতে,  
তাৰ মন ছিল না । চেয়াৰে হেলান দিয়ে সে রাস্তাৰ লোকেৰ আসা-  
যাওয়া দেখতো । দেখতে দেখতে সে কেমন উদাস হয়ে যেত ।  
ছেলেৰা তাৰ সামনে ঝগড়া কৱতো, মাৰামাৰি কৰে হাতপা ভাঙতো ।  
সে তাৰ কিছুই বুৰতে পারতো না ।

সূফ্যি মাস্টার আৰ থাকতে না পেৱে ভঙ্গিৰ ক্লাসে তুকে  
পড়তেন । ছেলেদেৱ ধৰ্মক দিতেন । ওৱা চুপ কৱে গেলে উনি  
ভঙ্গিকে বাইৱে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস কৱতেন, তোমার কি  
হঞ্চেহে বলো তো ভঙ্গি ?

কিছু হয়নি তো, স্নার ।

ভঙ্গিৰ ঠাণ্ডা উত্তৰ ।

জোম্বৰ কোন কিছুতে উৎসাহ নেই, মন নেই—সব কিছুতেই  
কেমন দেহম উড়ো-উড়ো আৰ । কেন বলো তো ?

কই, না তো ?

ভঙ্গি আলতো একটু হাসতো ।

মালতীকে স্মর্যি মাস্টার ভঙ্গি<sup>বাবু</sup> কথা বাবু-হই  
বলেছিলেন। মালতী ওঁকে কিছু বলতে পারে নি। সে তো জানতো  
ভঙ্গিকে। সংসারের কোন-কিছুর প্রতি তার একটুও টান ছিল না।  
সম্পূর্ণ নিরাসক্ত।

মালতী মাঝেমধ্যে ওর বুকে হাত বুলোতে বুলোতে বলতো, তুমি  
সব সময় এত কি ভাবো বলো তো ?

ভঙ্গি বুকের ওপর থেকে ওর শাখাপরা হাতখানা সরিয়ে দিতে  
দিতে বলতো, এ জীবনে কিছুই হলো না।

কে বললো, কিছুই হলো না ?

কেউ বলেনি। আমি জানি—

এই তো ইস্তুলে মাস্টারি করছো। আমাদের যা হোক করে চলে  
যাচ্ছে।

আমার কিন্তু এই মাস্টারি ভালো লাগে না। আমি চাই অন্য  
কিছু—অন্য রকম কিছু।

কি ?

সেবার গাঁয়ের বুড়োশিবতলায় গাজনের মেলা বসেছিল বেশ  
জাঁকজমক করে। কলকাতা থেকে যাত্রাপার্টি ভাড়া করে আনা  
হয়েছিল। গাঁয়ে টিকিট কেটে যাত্রাগান সেই প্রথম। সকালে ভাড়া-  
করা বাসে চড়ে যাত্রাপার্টির লোকজন সব এসে হাজির। খানিক পরে  
সবাই শুনলো, কে একজন ওদের এসে পেঁচতে পারেনি। যাত্রাগান  
আজ বন্ধ থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে টিকিট ফেরত দেবার জগতে ছজ্জতি  
শুরু হয়ে গেল।

ভঙ্গি বলরামের চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিল। মেলার  
কয়েকটি ছেলে কলকাতার এক বাবুকে নিয়ে ভঙ্গিকে এসে ধরে  
পড়লো, ভঙ্গিদা আজ একটু ম্যানেজ করে দিতে হবে আপনাকে।

বাবুটির মুখে বিপদের ছায়া।

ভঙ্গি জিজ্ঞেস করলো, বইটা কই ?

সঙ্গে সঙ্গে বইটা খুঁজে পেলে তাকে দিয়েছিল ভজলোক  
মালতী সেদিন মুশ্কেল কোলে নিয়ে যাত্রা দেখতে গিয়েছিল ।  
প্রথমে তো সে ভক্তিকে চিনতেই পারেনি । কী সুন্দর মানিয়েছিল  
তাকে ! কী সুন্দর সেদিন সে অভিনয় করেছিল ! ঘন ঘন হাততালিতে  
যাত্রার আসর সেদিন টলমল করে উঠেছিল ।

ভক্তির সেই অভিনয়ই মালতীর কাল হলো । সেদিনই সে  
জানতে পারলো, ভক্তি কি চায়, কেন সে সংসারে মন বসাতে  
পারে না ।

যাত্রাপার্টিতে ভক্তির জায়গা পাকা হয়ে গেল । তাকে পার্টির  
লোকেরা নিয়ে যাবে । ভক্তিও রাজী । বাড়িতে একবাব সে এসেছিল  
মালতীকে তার এই নতুন চাকরির কথা জানাতে । মালতী কাঁদতে  
কাঁদতে বলেছিল, তোমার যদি ভালো হয়, তোমাকে আমি বাধা  
দেবো না ।

একটু খেমে বলেছিল, আমাকে তোমার মনে না পড়ুক, টুকরুকে  
মনে পড়বে তো ?

ভক্তি হেসে বলেছিল, ঠিক পড়বে । ছুটি পেলেই চলে আসবো,  
দেখো । তাছাড়া, মাসে মাসে মনিঅর্ডার পাবে—

ভক্তি সেই-যে গেছে, পাঁচ বছর হলো, ওর কোন খবর নেই । ওর  
মুখ্টা মালতীর মনে পড়ে । বুকের পাশে টুকরুকে নিয়ে চোখ মুছে  
সে মনে মনে বলে, যেখানেই থাক, যেন ভালো থাক । আমি আর  
কিছু চাই না ।

১১

আজ একটা ক্লাসের পরই কলেজ ছুটি হয়ে গেল । স্কুলগুরু এক  
অধ্যাপিকা মারা গেছেন । অনেকদিন ক্যাল্জারে কষ্ট পাচ্ছিলেন ।

কনি কলেজের করিডোরে ঝিঁঝুকে অনেকক্ষণ খুঁজলো । ও ‘ঝ’

সেকশানে পড়ে, কনি 'বি'-তে। তাথাও খুজে না পেয়ে 'এ' সেকশানের একটি মেয়েকে সে ওর জেস করলো। তার কাছেই সে শুল্লো, মিঠু চলে গেছে। মনটা চিনিছাড়া চায়ের মতো বিষাদ হয়ে গেল। কলেজে সে আর কাউকে বন্ধু করেনি। সবাইকে তার কেমন যেন বাচাল এবং অহংকারী মনে হয়। মনে হয়, সবাই কিছু-না-কিছুতেই এন্গেজড। মিঠু ওদের ব্যক্তিগত। সে দামী গাড়ি করে আসে। কিন্তু পরে আসে একটা খুব সাদামাঠা শাড়ি। মুখে সব সময় একটা করণ বিষাদ লেগে আছে। ধনী ঘরের মেয়ে। অথচ চালচলনে খুব গরীব। ওদের বাগানওয়ালা বাড়ির মধ্যে কোথায় যেন তার একটা ছোট কুঁড়ের বানিয়ে নিয়ে সে তাতেই বাস করে। মিঠুকে কনির ভৌষণ ভালো লাগে। সেইজন্তে মিঠুই ওর কলেজের একমাত্র বন্ধু।

করিডোরে ওকে দেখতে না পেয়ে সে ওদের ক্লাসরুমে গিয়ে উকি মেরে দেখে এলো। ক্লাসরুম ফাঁকা। কনির মনটা ঘামে-ভেজা কুমালের মতো একেবারে মিহয়ে যায়। ক্লাসভাবে গেট পেরিয়ে এসে সে দেখে, ওপাশের ফুটপাতের ধারে মিঠুর গাড়ি দাঢ়িয়ে আছে, আর মিঠু জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ওকে ডাকছে, কনি, এই কনি—

কনি হাসলো, মিঠুও হাসলো। কাছে যেতেই মিঠু দরজা খুলে দিল।

আয়, ভেতরে আয়।

কনি ভেতরে গিয়ে ওর পাশে বসলো।

আজ সিনেমায় যাবি ?

তোর বাড়ি থেকে কেউ কিছু বলবে না তো ?

মামী আর ড্যাডি আজ বস্বে গেছে। বাড়িতে আটি আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

ঠিক আছে। তবে চল—

“সিনেমা-হলে মিঠুনের প্রিংডের্স গেল না। হাউস ফুল। অথচ  
ড্রাইভারকে সে গাড়ি পর্নয়ে চলে যেতে বলে দিয়েছে। বিকেল  
চারটের আগে সে আসবে না। মিঠুনের, এখন এতখানি সময় কি  
করে কাটানো যায়, বল তো কনি ?

চল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ‘লনে’ গিয়ে বসি।

সঙ্গে বইখাতা যা ছিল, সব ওরা গাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। ছ  
জনেই এখন খালি হাত-পা। হেমন্তের মিহিন রোদুরে দুর্জনে  
ফুটপাত ধরে হাঁটতে আগলো। কিছুক্ষণ হেঁটে মিঠুনে, আজ  
আমার মনটা ভালো নেই, কনি। সিনেমা দেখতে চেয়েছিলাম, শুধু  
নিজেকে ভুলে থাকার জন্যে।

কনি মুখ টিপে হাসলো। মিঠুন হাতে আঙুলতো একটু চাপ দিল।  
অসীমদা কিছু বলেছে বুঝি ?

মিঠুন গলার স্বরটা নিচু করে আনলো। ফিসফিস করে বললো,  
আজ সকালে শুনলাম, অসীমদাকে পুলিশ খুঁজছে।

পুলিশ খুঁজছে ? কেন ?

কাউকে বলবিনে, বল—

কাউকে বলবো না।

মিঠুন চারদিকে ভালো করে দেখে নেয়। কনির কাছে সরে আসে।  
ফিসফিস করে বলে, অসীমদা তো চৰমপছ্বী—

তার মানে ?

নকশাল—

সঙ্গে সঙ্গে কনির মুখটা ফুলস্কেপ কাগজের মতো শাদা হয়ে যায়।  
ভয়ে ভয়ে বলে, তুই প্রেম করার মানুষ পেলি নে ? শেষে কিনা  
একটা নকশালের সঙ্গে—

কেন ? নকশালো কি খারাপ ?

কনির মনে ইয়ে, সে একটা ভুল করে ফেলেছে। মিঠুনের তার  
এভাবে কৃত্ত্বাটা বলা, বোধ হয়, ঠিক হয়নি। মিঠুন, বোধ হয়, মনে হঁস্বু

পেল। মিঠুকে দৃঃধু দিতে সে চায়নি। ~~বলেছিল~~ কিন্তু ছোটবেলা থেকে কনি কোন কথা চেকে রেখে বলতে জানেনা। যা মনে আসে, বলে ফেলে। একবার সে হর্গাপুরে শেলীকে খোলামেলা বলে ফেলেছিল, তুই তোর তপুর গল্প আমাকে শুধু বানিয়ে বানিয়েই বলিস। সতিকারের তপু বলে তোর কেউ নেই। থাকলেও সে তোকে ভালোবাসে না।

শুনে শেলী কেবলে ফেলেছিল। অনেকদিন ওর সঙ্গে সে কথাই বলেনি। পরে যখন কথা হলো, তখন শেলী বলেছিল, তপুর এত চিঠি, এবং ছবি দেখার পরেও তুই বলতে পারলি, তপু আমাকে ভালোবাসে না?

তখন কনি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল, আমি জানি, তপু তোকে খুব ভালোবাসে। অত ভালোবাসলে আমার হিংসে হয় না বুবি?

শেলী কনির অভিমানী চোখের দিকে চেয়ে হেসে উঠেছিল।

তাহলে আয়, তুই আর আমি দুজনে তপুর ভালোবাসা ভাগ করে নিই।

কনি হেসে বলেছিল, ভাগের ভালোবাসায় দুজনের কারো মনই ভরবেনা। তোরও আদেকটা খালি থেকে যাবে—আমারও। তখন সেই আদেকের জগে যা বি কোথায়? আর একজনকে ধরতে হয় তাহলে। তার চেয়ে তোর তপু তোরই থাক—

শেলী তার এই জবাবে খুব খুশি হতো। বলতো, পরের দিন এলে তোকে এমন একটা জিনিস দেখাবো যে, তুই তাজব হয়ে যাবি—

শেলী ওকে আর সেই আশ্চর্য জিনিসটা দেখায় নি। বলেছে, কলকাতায় এলে সে ওকে সেই সাতরাঙ্গার ধন মানিক দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

মিঠুকে সে শেলীর কথা বলেনি। মিঠু অগ্ররকম্ভ। তার

অসীমদাৰ সম্পূর্ণ অস্ত্রুন্মুক্তি।” কল্প নেই, টাকাকড়ি নেই—লেখাপড়া, তাও নেই। অসীমেৰ বাবা নাকি একটা কাপড়েৰ দোকানে কাজ কৰে। সামাজি পায়। তা দিয়ে চলে না। অসীম নাকি কবে শ্যাশ্নাল স্কলারশিপ পেয়েছিল। লেখাপড়া কৱলে টাকাপয়সা লাগতো না। কিন্তু সে এই বুজোয়া শিক্ষা-ব্যবস্থায় লেখাপড়া কৱবে না। কৱলো না। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে সে এখন নকশাল হয়ে গেছে। বাড়িতেও যায় না। কখন কোথায় থাকে, কেউ জানে না।

অথচ অচেল বড়লোকেৰ মেয়ে মিঠু তাকেই তাৰ মন প্ৰাণ হৃদয়—সব সঁপে দিয়ে বসে আছে।

কনি বলে, শুনেছি, নকশালৱা মানুষ খুন কৱে—খুনেৱ বাজনীতিতে বিশ্বাস কৱে।

কৱে। তাতে হয়েছে কি? কোন দেশেই বিপ্লব রক্তপাত ছাড়া আসেনি।

এ সব নিশ্চয়ই তোৱ অসীমদাৰ কথা।

অসীমদাৰ সঙ্গে তুই তো কথা বলিসনি। কথা বললে বুঝতে পাৰতিস, অসীমদাৰ কত জানে, কত তাৰ লেখাপড়া—

তা হোক। তুই মৱতে ওকে ভালোবাসতে গেলি কেন?

মিঠুৰ চোখেৰ কোণ ছট্টো চিকচিক কৱে উঠলো। বললো, আমি ও সেই কথা ভাবি, কেন ওকে ভালোবাসলাম।

হজনে নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে। ফুটপাতে মানুষ, মানুষেৰ ভিড়, রাস্তায় গাড়ি, গাড়িৰ হৰ্ণ, ট্ৰামেৰ ঢাকাৰ ঘস্টানি—কিছুই ওদেৱ কানে যায় না। বিশাল জনতা আৱ জনকোলাহলেৰ মধ্যে ওৱা হজনে একা। একজন যা চায়, অন্তজন তা চায় না। একজনেৰ প্ৰেম, অন্তজনেৰ কাছে অৱহ।

কলমাল দিয়ে চোখ মুছে মিঠু বলে, ওৱ একটা ছবিও আমাৱ কাছে নেই। আজ কিংবা কাল সে যদি জেলে যায়, আমি জানি, সে আৱ ফিৱৰে মা। কি নিয়ে আমি ভুলে ধাকবো?

কনি বলে, এই মিঠু, কি হচ্ছে ? পৰির লোক দেখলে কি  
ভাৰবে ? বলবে, মেয়েটা পাগল।

মিঠু লজ্জা পেয়ে যায়। সে বলে, একটা ট্যাঙ্কি ডাক। বাড়ি  
ফিরে যাই।

ভিট্টোরিয়ায় যাবি না ? এই তো এসে গেছি।

না বে। শৱীরটা আজ কেমন কৰছে।

কনিকে আজ সকাল-সকাল বাড়ি ফিরতে দেখে সরসী জিঞ্জেস  
কৰে, শৱীৰ খারাপ কৰেনি তো তোৱ ?

কনি মিঠুৰ কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরছিল। তাৰও মনটা  
আজ দলাপাকানো কাগজের মতো বড়ো নবম হয়ে আছে। ওৱ  
শুকনো মুখ দেখে সরসী যদি ভেবে থাকে, ওৱ শৱীৰ খারাপ, তবে  
তাতে ওৱ কোন দোষ নেই।

কনি বললো, ভালো আছি। শৱীৰ খারাপ হয়নি।

সকাল-সকাল চলে এলি যে ?

ছুটি হয়ে গেল। এক প্ৰফেসাৰ মাৰা গেছে।

টুকলু একপাশে দাঢ়িয়ে কনিকে দেখছিল। সে ইঙ্গুলে যায়  
খালি গায়ে, ছেঁড়া প্যান্ট পৰে। আৱ কনি দিদি ইঙ্গুলে যায় কি সুন্দৰ  
সেজেগুজে।

কনিৰ হাতে একটা প্যাকেট। সরসী জিঞ্জেস কৰে, ওটা কি ?

কিছু না।

সরসী বুৰুতে পাৱলো, ওতে কৌ। সে আৱ কিছু জিঞ্জেস না  
কৰে তাৰ ঘৰে চলে যায়।

টুকলু দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঢ়িয়ে আছে। খালি গা। কোমৰে  
দড়িবাধা সেই ছেঁড়া প্যান্টটা। কনি ইশাৱাৰ ওকে কাছে ডাকে।  
টুকলু কপালেৰ উপৰ ঝুঁকে-পড়া চুলেৰ ভেতৰ দিয়ে ড্যাবড্যাব কৰে  
তাকায়। কাছে আসে না। কনি আবাৰ ডাকে। টুকলু ভাৰে, মাকে-

সে জিজ্ঞেস করে আসে—  
কনি ততক্ষণে কাছে এগিয়ে গিয়ে  
ওর একটা হাত ধরে টান্টে টান্টে ঘরে নিয়ে আসে। বলে, তোর  
জগ্নে কি নিয়ে এসেছি, ঢাখ—

টুকলু ভেবে পায় না, কনিদিদি ওর জগ্নে কি নিয়ে আসতে পারে।  
এ পৃথিবীর কেউ যে ওর জগ্নে কিছু নিয়ে আসতে পারে, তা তার  
ধারণার বাইরে। সে চুলের ফাঁক দিয়ে কনির হাতের প্যাকেটটাৰ  
দিকে গতীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকে।

কনি হাতের বইগুলো টেবিলের ওপর রেখে প্যাকেটটা খোলে।  
একটা ছোট শার্ট বের করে এনে বলে, এটা পরে ফ্যাল দেখি,  
কেমন হয় ?

খুশিতে টুকলুর বুকের ভেতরে যেন খই ফুটছিল। মুখে এক  
রকমের মাজুক হাসি। সে উৎসাহের আতিশয্যে উলটো করে শার্টটা  
পরে ফেলে। কনি বলে, উলটো পরেছিস যে ! সোজা করে  
পরবি তো ?

টুকলু সোজা করে শার্টটা পরলো। কনি ওকে ভালো করে  
দেখলো। বললো, ঘোর—

টুকলু ঘূরে দাঢ়ায়।

কনি বলে, বাহ, এবার আমাৰ দিকে ঘোর—

টুকলু ঘূরে দাঢ়ালো। সে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নতুন শার্টটা  
দেখতে লাগলো। এবার ওকে বেশ ভদ্রসভ্য দেখাচ্ছে। কনি জিজ্ঞেস  
করে, কি রে, পছন্দ হয়েছে তো ?

টুকলু মাথা দোলায়, পছন্দ হয়েছে তার।

প্যাকেট থেকে প্যাকেট বের করে কনি জিজ্ঞেস করে, এটা কি ?

টুকলু হি.হি করে হাসে। হাসতে হাসতে বলে, প্যাট—

কাৰ ?

আমাৰ।

নে, পরে ফ্যাল—

প্যান্টটা পরতে গিয়ে টুকলু খুঁতে দুলো, তার ময়লা পরা  
প্যান্টটা ছাড়তে হবে। আর তাহলে ওকে কান দিদির সামনে হ্যাংটো  
হতে হয়। সে চোখ তুলে একবার কনিদিদির দিকে তাকালো।  
তারপর ছোট ছোট পায়ে থপথপ করে বাইরে বেরিয়ে গেল।

কনিও ব্যাগটা আলনায় ঝুলিয়ে রেখে পাশের ঘরে চলে যায় ওর  
জামাকাপড় ছাড়তে। গোলাপী রঙের টানটান ফ্রকটা পরে বেরিয়ে  
এসে দেখে, টুকলু প্যান্ট পরে এসে ওর দেখার অপেক্ষায় দাঢ়িয়ে  
আছে।

এই তো মাস্টার টুকলু গুড বয় সেজে দাঢ়িয়ে আছে।

খুব করুণ একটা হাসি টুকলুর মুখে ফুটে ওঠে।

কনি বললো, যা, মাকে দেখিয়ে আয়।

টুকলু তড়াক করে একলাফে ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে যায় তার  
নতুন জামাকাপড় দেখাতে।

টুকলুকে নতুন জামাপ্যান্ট পরিয়ে কনিও মনে মনে খুব খুশী  
হয়েছে। মনটা টলটল করছে এক আশ্চর্য আনন্দে। কনি ভাবে,  
মাঝুষ কত অল্পে আনন্দ পায়; কিন্তু তার জীবনে হংখ কত বেশি।  
মিঠুর অসীমদাকে পুলিশ খুঁজছে। হয়তো ওকে কয়েকদিনের মধ্যে  
খুঁজে পাবে। তারপর প্রত্যেক বিপ্লবীর ভাগ্যে যা ঘটে ধাকে, ওর  
অসীমদার ভাগ্যেও তাই ঘটবে। মিঠু তা জানে। জেনেগুনেই তো  
সে অসীমদাকে ভালোবেসেছে। মিঠুর ভাগ্যে আরো কত হংখ আছে,  
কে জানে? শেলীর কথা ওর মনে পড়ে। শেলী তপুর কত চিঠি  
পায়—অনেক চিঠি। তাতে সে খুশিতে ডগমগ।

কনি নিজের কথা ভাবে। ওকে কেউ ভালোবাসে না, কেউ চিঠি  
লেখে না। কনি নিজের কাছে নিজের কি মূল্য খুঁজে পায় না।

মিঠুর কথা ওর ফিরে ফিরে মনে পড়ছে। ওর অসীমদা যদি  
পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়, মিঠু কি করবে? বেচারা মিঠু!

এক্সিলেন্ট জামা মেইন্টেনেনেন্স আমারই লোভ হচ্ছে। আহ, এমন একটা জামা যদি আমায় কেউ কিনে দিত।

হাসতে হাসতে শোভন সরসীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। কনি জিজেস করে, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

দিদির ঘরে বসে গল্প করছিলাম। এক্সিলেন্ট জামাটা কিনেছো কিন্তু।

বলতে বলতে শোভন কনির ঘরে ঢুকে পড়ে। ফিসফিস করে বলে, ভেবেছিলুম, তুমি আজ কলেজ যাও নি। দেখা না পেয়ে কি আর করি, দিদির সঙ্গে বসে গেঁজাচ্ছিলুম।

কনি চোখ বড় বড় করে শোভনের দিকে তাকিয়ে ধাকে।

হঠাৎ-হঠাত তুমি কোথায়েকে এসে হাজির হও, আমি ভেবে অবাক হয়ে যাই।

শোভন হাসে। হাসতে-হাসতে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে, এ শোভন দাস। সব পারে।

শোভন কনির পড়ার চেয়ারে বসতে যাচ্ছিল। সরসী ডাকে, শোভন—

শোভন টেঁট বেঁকায়। বিরক্তির স্বরে বলে, দিদির জগ্যে পারা যায় না। আসতে শোভন, যেতে শোভন—

গলাটা যথাসন্তুষ্ট চিকণ করে বলে, আসছি দিদি।

দরজার কাছে ঘুরে দাঢ়ায় সে। বলে, একখনি আসছি। বেশ মউজ করে গল্প করা যাবে।

শোভন ঘরে গিয়ে দেখলো সরসী বিছানায় বসে। শোভনকে সে সোফায় বসতে বললো। শোভন পকেট থেকে ঝুমাল বের করে সোফাটা বেড়ে নেয়। বলে, আপনার ঘরের সোফা এত পরিষ্কার, বসতে ভয় করে।

সরসী মুখে এক চিল্ডে হাস টেনে আনে। জিজেস করে, ভয় কেন ?

পাছে যদি দামী সোফাটা ময়লা হয়ে যাবে  
শোভন হ্যাঁ হ্যাঁ করে নিজের রসিকতায় হেসে ওঠে  
ময়লা হবে কেন ?

আমার ড্রেস তো ঠিক ভজলোকের ড্রেস নয় ।  
নয় ?

না, মানে জামাপ্যাটে কত ধূলোবালি—

শোভন ততক্ষণে পায়ের ওপর পা দিয়ে সোফায় বসে পড়েছে ।

এত ধূলোবালি না লাগালেও তো পারো ।

তা হয় না, দিদি । সারা দিনরাত রাস্তায় রাস্তায় কাটাবো, অথচ  
ধূলোবালি লাগবে না, তা হয় না ।

দিনরাত রাস্তায় রাস্তায় ঘূরতে কে মাথার দিব্য দিয়ে বলেছে ।

রাস্তা ছাড়া কোথায় আর যাই ? আমাদের কপালে রাস্তা ছাড়া  
আর কিছু নেই ।

কুলকুল করে হেসে ওঠে সরসী । সরসী যখন হাসে, তখন মনে  
হয় না ওর বয়েস তিরিশের কোঠায় । মুখে হালকা একটা ভাঙ্গ  
পড়ে । ওতে ওকে আরো স্মৃতির দেখায় । তখন বয়েসটা এক ঝটকায়  
প্রায় দশবছর কমে যায় । সে বলে, বেশ বলেছো তো শোভন ! তুমি  
বেশ মজার-মজার কথা বলতে পারো ।

সরসীর প্রশংসায় শোভন এক ধরনের গর্ব অঙ্গুভব করে । বলে,  
কি বলেছিলেন, বলুন দিদি—

সরসী বলে, বসো, বলছি । এত তাড়া কিসের ?

আসলে, সরসী শোভনকে তার কাছে সব সময় আগলে রাখতে  
চায় । কনি ওর একমাত্র সন্তান । বড়ো ছেলেমানুষ সে । পৃথিবীর  
ভালোমন্দ সম্বন্ধে এখনো ওর কোন সুস্পষ্ট ধারণাই নেই । সরসী  
জানে, শোভন তাদের ফ্ল্যাটে একটা উটকো উপসর্গ ছাড়া অঙ্গ  
কিছু নয় । ওকে তাড়ানো যায় না । তাহলে সমূহ বিপদ । অথচ  
কনির সাথে ওকে মিশতেও দেওয়া যায় না । সরসীর তাতে কেমন

ফেন ভয় হয়। কনিকে নিজের আর মৃগাঙ্কর কত আশা-আকাঙ্ক্ষা! আর, এই কলকাতায় ট্রাল্ফার হয়ে আসা, তাও তো ওই কনির জন্মেই। কনিকে ভালো কলেজে লেখাপড়া শেখাতে হবে, ভালোভাবে মানুষ করে তুলতে হবে।

সে, কচুদিন খলো লক্ষ্মা করছে, শোভন প্রদের ফ্লাটে আলটপ্কা বড়ো বোশ আসতে শুক করেছে। ওকে ফিরিয়ে, দত্তেও ভরসা হয় না। শোভনকে একটু খাতির করে যদি রাস্তার মোড়ের ছেলেগুলোকে ঠেকিয়ে রাখা যায়, তাতে মন্দ কী! কিন্তু শোভন যে আবার এলে যেতেই চায় না। কনির সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলার জন্মে সব সময় উশখুশ করে। কনির প্রতি যে ওর একটা বিশেষ আগ্রহ আছে, সরসী শোভনের চোখমুখ দেখে তা বুঝতে পারে। শোভনকে সে তাই ঘরে বসিয়ে প্রায় নজরবন্দী করে রাখতে চায়। শোভনকে তো শুধু বসিয়ে রাখলেই চলে না। ওর সঙ্গে সমানে বকবক করে যেতে হয়। অনেক সময় সরসী ওকে বলার মতো কোন কথাই বুঝে পায় না। ঠিক তখনই শোভন কানের ঘরের দিকে পা বাঢ়াতে চায়। সরসী তখন নতুন কোন কথা ভেবে ওকে নিজের ঘরে এনে বসাবার চেষ্টা করে।

কোন কথা ভেবে না পেয়ে সরসী বলে, একটা কাজ করে দেবে, শোভন ?

কি কাজ, দিদি ?

করে দেবে তো ?

এ শোভন দাস আপনাদের জন্মে জান দিয়ে দেবে।

জান তোমার থাক ভাই, ওটা তোমাকে দিতে হবে না। একটা কাজ করে দিতে হবে শুধু।

বলুন।

তুমি তো অবেক কিছুই পারো। পারো না ?

কথা বাঢ়াচ্ছেন কেন, দিদি ? বলেই ফেলুন না—

সরসী কথা বাঢ়াতেই চায়। কথার পর কথা দিয়ে সে শোভনকে

ওর সামনে বসিয়ে রাখতে চায়। শোভন ~~সর্বসী~~ মুখের দিকে চেয়ে  
থাকে। সরসী কথার সূত্র থোঁজে। বলে, তুমি আমাদের কোথাও  
একটা ভালো ফ্ল্যাট খুঁজে দাও, শোভন—

ফ্ল্যাট ?

শোভন অবাক হয়ে যায়। সরসীর কথা বিশ্বাসই হয় না তার।  
বলে, এ ফ্ল্যাটটা তো বেশ ভালোই। আর ফ্ল্যাটের কি দরকার ?

কি যে বলছো, শোভন ! এই ফ্ল্যাট ভালো ? আমার তো  
একেবারেই পছন্দ নয়। নেহাত পাওয়া গেল না, তাই। নইলে  
কোন ভদ্রলোক এখানে ওঠে ?

সরসীর কথায় শোভনের ধার যেন একটু ভোঁতা হয়ে যায়। একে  
একটু অপ্রতিভ মনে হয় সরসীর। শোভন খুব আন্তরিকভাবে বলে,  
দিদি, আপনারা এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যান, তা ঠিক আমার  
পছন্দ নয়। আপনি অন্য কোন কাজ বলুন—

এ কাজটা তাহলে তুমি পারলে না—

সরসী হাসতে থাকে। তার হাসিতে একটা সূক্ষ্ম তাচ্ছিল্য ছিল।  
শোভন তা বুঝতে পারে। সে সোজা হয়ে বসে। বলে, পারবো না  
কেন ? নিশ্চয়ই পারবো। কিন্তু পারলেও করবো না।

সরসী এবার মুখ নামিয়ে ভারী গলায় বলে, তাহলে বুঝবো, তুমি  
আমাদের ভালো চাও না।

আপনি রাগ করছেন, দিদি ?

শোভন মুখধানা খুব করুণ করার চেষ্টা করে।

ঠিক আছে, দিদি। আপনার জন্যে ফ্ল্যাট খুঁজে দেবো। ফ্ল্যাট  
কেন, একটা আন্ত বাড়িই আপনাকে খুঁজে দেবো।

আন্ত বাড়ি থাক। ওর একটা ফ্ল্যাট হলৈই চলবে।

কথাটা বলতে গিয়ে ঘরের পর্দার ওপরে সরসীর চোখ পড়লো।  
পর্দার বাইরে কে যেন ঢাক্কিরে আছে। কলি নয় তো ? সরসী  
আন্তস্থুলে দরজার দিকে এগিয়ে থাক। পর্দাটা সরাব। মালতী।

কি বলছো, মালতী ?  
চা করবো, বৌদ্ধিমণি ?  
সরসী ডাকে, কনি—  
কি মা ?  
কোথায় তুই ?  
এই তো—ঘরে।  
কি করছিস ?

কনি টুকলুকে নিয়ে বেরিয়ে এলো। এসে সোজা ওর ঘরের সামনে দাঢ়ালো। এমন জায়গায় দাঢ়ালো, যেখান থেকে শোভনকে দেখা যায়। সরসী বিরক্ত হয়। সে বুঝতে পারে, কনিকে ডেকে সে ভুল করেছে। সরসী চেয়ে দেখলো, শোভন একদৃষ্টে কনির দিকে চেয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সে কনিকে আড়াল করে দাঢ়ায়। কনি বলে, টুকলু এখন কয়েকটা দিন আমাদের এখানে থাকুক না, মা—

সরসী কনির মুখের দিকে তাকায়। বুঝতে পারে, সে না বললে, কনি মনে খুব ছঃখু পাবে। সে মালতীকে জিজ্ঞেস করে, কি মালতী, টুকলু থাকবে ?

মালতী মূখ নামিয়ে বলে, আপনার যা ইচ্ছে—  
ঠিক আছে। থাকবে—  
কনি টুকলুকে ওর ঘরের দিকে টানতে টানতে নিয়ে ধার। মালতী চা তৈরী করতে রাখাথরের দিকে পা বাঢ়ায়।

সরসী পর্দা সরিয়ে ঘরে ফিরে এসে বসে।  
শোভন জিজ্ঞেস করে, কোথায় ফ্ল্যাট নেবেন, বললেন না তো ?  
সরসী শোভনের মুখের দিকে তাকায়।  
ধরো, বোধগুর পার্ক, নয়তো বালিগঞ্জ। একটু দূরে—  
ঠিক আছে।  
শোভন একটু নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসে।

অফিস বেরোবাব মুখে সবসীকে ডাকা মৃগাঙ্কৰ প্রতিদিনেৰ অভ্যেস। এটা দাও, ওটা কোথায় গেল? কলম ব্যাগ ঘড়ি চশম। —সব হাতেৰ কাছে এগিয়ে না দিলে মৃগাঙ্কৰ হয় না। ইদানৈং সে নিজেকে যথাসন্তুষ্ট গুটিয়ে ছোট কৰে আনলেও অফিস বেরোবাব সময়টিতে ওৱ সৱসীকে চাই। সৱসী এলেই সে সব কিছু খুঁজে পায়। তখনু দেখা যায়, সে চশমা পরেই চশমা খুঁজে। ব্যাগটা ব্যাগেৰ জায়গাতেই আছে, তবু সে ওটা খুঁজে পাচ্ছে না। কলম ঘড়ি—সব টেবিলেৰ ওপৱেই পড়ে আছে অথচ ওগুলো খুঁজে না পেয়ে সমানে হলুস্তলুস কৱে চলেছে ও।

তা সত্ত্বেও সৱসী এই সময়টা ইচ্ছে কৱেই রাখাঘৰে চলে যায়। কাজ না থাকলেও মালতীৱ কাছ থেকে বঁটিটা টেনে নিয়ে সে আলু কুটতে বসে পড়ে। এই সময়টাতে সে বোধহয় মৃগাঙ্কৰ কাছে তাৰ মূল্যটা যাচাই কৱে দেখে নেয়। আমি না থাকলে লোকটাৰ যে কি হবে? সৱসী ভাবে।

মৃগাঙ্কৰ ডাক আসে, ঘড়িটা কোথায় রাখলে, সৱসী? সৱসী—  
সৱসী আলুৰ খোসা ছাড়াতে থাকে। সাড়া দেয় না।

মৃগাঙ্ক আবাৰ ডাকে। বাবাৰ ডাকতে থাকে। সৱসী আচলে হাত মুছতে মুছতে ঘৰে এসে ঢোকে। দেখে, টেবিল, টেবিলেৰ ড্রয়াৱ, বিছানা বালিশ সব তোলপাড় হয়ে পড়ে আছে।

মৃগাঙ্ক বলে, আমাৰ ঘড়িটা খুঁজে পাছিনা কেন? কোথায় রেখেছো?  
সৱসী কলক্ষৰে বলে, আমি কোথায় রাখলুম তোমাৰ ঘড়ি?  
দেখ, কোথায় রেখেছো—

মৃগাঙ্ক জুতোৱ ফিতে বাঁধতে হাত লাগায়। সৱসী টেবিলেৰ কাগজপত্ৰগুলো লেড়েচেড়ে মৃগাঙ্কৰ ঘড়ি খুঁজতে থাকে।

কাল কোথায় খুলে রেখেছিলে ?

মৃগাঙ্ক মনে পড়ে, কাল সে ঘড়ি পরে যায়নি। অফিসে গিয়ে মনে পড়েছিল সেকথা। বললো, কাল আমি ঘড়ি পরে যেতে ভুলে গিয়েছিলুম। তুমি মনে করে দাওনি।

সরসী কাগজপত্র, বিছানা বালিশ উলটে পালটে অনেক খুঁজলো। দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে বললো, তাম এখন এসো। আমি খুঁজে রাখবো।

মৃগাঙ্ক একবার অন্ধমনস্কভাবে কি ভাবলো ; বোধহয় ঠাকুরের নাম নিল, তারপর দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে গেল।

তাইতো, ঘড়িটা কোথায় গেল ? অনেকদিনের পূরনো ঘড়ি। খুব যে একটা দামী, তা নয়। তবে মৃগাঙ্ক এবং সরসীর কাছে তার একটা অন্য মূল্য আছে। কারণ, ওটা মৃগাঙ্কের বিয়ের ঘড়ি।

ড্রেসিং টেবিল, টেবিল, টেবিলের ড্রয়ারগুলো, বিছানার তলা—কোথাও নেই। সরসী চাবি ঘুরিয়ে আলমারি খুলে জামাকাপড় নামিয়েও দেখলো। ঘড়িটা গেল কোথায় ?

কনি—

সরসী ডাকলো। বাবার ঘড়িটা দেখেছিস ?

কনি এ ঘরে এলো না। ওর ঘর থেকেই জবাব দিল, জানিনা তো—

সরসীর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। কি হতে পারে ? কোথায় গেল ঘড়িটা। এক সময় বলবে না বলবে না করেও সে মালতীকে জিজ্ঞেস করে বসলো, মালতী, তুমি কি তোমার দাদাৰাবুৰ ঘড়িটা দেখেছো ?

ঘড়ি ?

মালতী চমকে ঝঠে। আমি ঘড়ি নিয়ে কি করবো, বৌদিদিমণি ?

সরসী বিরক্ত হয়।

আমি কি বলেছি তুমি নিয়েছো ? আমি বলছি, তুমি দেখেছো  
কি না ।

না, আমি দেখিনি বৌদ্ধিমণি—

উগুনে তরকারিটা ধরে যাচ্ছিল । মালতী ওটা নামাবার জন্যে  
ব্যস্ত হয়ে ওঠে ।

টুকলু কি দেখেছে ?

মালতী রাঙ্গাঘরে গিয়ে কড়াইটা নামিয়ে রেখে আঁচলে হাত মুছতে  
মুছতে ফিরে আসে । বিড়বিড় করে বলে, টুকলু ?

\* সরসী ওর মুখের রেখাগুলোর মধ্যে ঘড়ির হিন্দুশ খোজে । মালতী  
এক মুহূর্ত দাঢ়িয়ে থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় । শাড়ির পাড় ওর  
পায়ে পায়ে বেধে যাচ্ছিল । সে সোজা কনির ঘরে গিয়ে টুকলুকে  
ডেকে নিয়ে আসে ।

সরসী নিজের ঘরে বসেছিল । তার সামনে টুকলুকে দাঢ়ি করিয়ে  
মালতী জিজেস করে, এবরে তুই কোন ঘড়ি দেখেছিস ?

টুকলু চোখ তুলে ওর মুখের দিকে তাকায় ।

না তো—

ঠিক করে বল—

মার দিব্য বলছি, দেখিনি :

সত্যিকথা বল, কিছু বলবো না ।

এই চোখ ছুঁয়ে বলছি—

টুকলু ওর ড্যাবড্যাবে চোখ ছুঁটো ছুঁয়ে শপথ করলো । ওর  
ভাবভঙ্গি দেখে সরসীর হাসি পাচ্ছিল । সে বললো, ওকে ছেড়ে  
দাও । ও ঢাক্কেনি—

ছাড়া পেয়ে টুকলু এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে ছুঁটে পাশায়  
কনির ঘরে । এখন কনির ঘরেই দিনের বেশি সময় ওর কাটে ।

সঙ্ক্ষেয় অঙ্গাঙ্ক অফিস থেকে ফিরে শুনলো, ঘড়িটা পাওয়া ষাণ্মনি ।

সরসী অনেক খুঁজেছে, পায়নি। তাহলে ঘড়িটা গেল কোথায় ?  
মৃগাঙ্ক চা-জলখাবার খেয়ে গুরুদেবের বই নিয়ে বিছানায় গা এঙ্গিয়ে  
দিল।

সরসী বারান্দায় দাঢ়িয়েছিল। একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।  
কলকাতার বাতাসে একটু শীত-শীত ভাব। ধোয়া এবং কুয়াশায়  
রাস্তার মোড়ের দিকটা কেমন থমথমে হয়ে আছে।

সরসী ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। গায়ে একটা পাতলা  
চাদর জড়িয়ে সোফায় বসলো। কিছুক্ষণ উশখুশ করে সে হঠাৎ  
জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, তোমার কি শোভনকে সন্দেহ হয় ?

মৃগাঙ্ক কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে সরসী মনে মনে শুক্র  
হয়। ডাকে, শুনছো আমার কথাটা ?

কি ?

শোভনকে কি তোমার সন্দেহ হয় ?

মৃগাঙ্ক কি বললো, শোনা গেল না। সরসী ঝাঁঝালো গলায় বলে,  
মুখের সামনে থেকে সরাও না বইটা। মিউমিউ করে কি বলছো,  
শুনতে পাচ্ছি না।

মৃগাঙ্ক পাতায় আঙুল দিয়ে বইটা বন্ধ করে উঠে বসে। বলে,  
তখনই তো বলেছিলুম, ছেলেটা ভালো নয়। তুমি ওকে বাড়িতে এত  
প্রশ্নয় দিলে কেন ?

আমি কি শখ করে ওকে প্রশ্নয় দিয়েছি ? যেটুকু করেছি, ওকে  
প্রশ্নয় বলে না। ওটা ভজতা। ওটুকু না করলে পাড়ায় তিঠ্ঠাতে  
পারতে না।

সকাল থেকেই সরসীর আজ মেজাজটা ভালো নেই। মৃগাঙ্কের  
কথায় ওর কানের গোড়া ঝাঁঝাঁ করছে।

সব কামেলা আমার ঘাড়ে ক্ষেপে দিয়ে তুমি দিবিয় অকিস আর  
আজাম নিয়ে আছো। ভালো পাড়ায় একটা ফ্ল্যাট জোগাড় কুয়ারণ  
মুরোজ নেই। যত সব বড় বড় কথা ! শোধপুর পার্কের ফ্ল্যাটটা তো

তোমার জহেই হাতছাড়া হয়ে গেল। কর্ত করে তোমাকে বললুম,  
একটু ঘোজ নাও।

ঘোজ নিচ্ছি। বাগ করোনা।

রাগ আগি কবনি। এখানে আমাৰ আৰ একদিনও ভালো  
লাগছে না। এব চেয়ে বৰং দুর্গাপুৰ ভালো ছিল।

মৃগাঙ্ক হাসলো। বললো, দুর্গা'ৰে গিয়ে বলবে, এব চেয়ে কলকাতা  
ভালো ছিল। আসলে হাতেন জিনিসটা সব সময়ই খারাপ হয়ে থাকে।

তোমার বাহু সংসাৰ কৰাটাই অন্তায় হয়েছে।

হয়েছে তো—

মৃগাঙ্ক হাসতে থাকে। তাৰ হাসি দেখ মনে হয় না, তাৰ এই  
বহুদিনের সঙ্গীটি আজ তাৰ ঘড়িটি হাৱিয়েছে। যে কোন জিনিস  
দীৰ্ঘদিনের বচ্চতাদেৰ ফলে একটা গভীৰ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মৃগাঙ্কৰ  
তা নেই। বলে, এত বামেলা হবে জানলে সত্যি বিয়ে কৰতুম না।

সবসীৰ মাথাটা ঝিম কৰে ওঠে। সে ক্ৰুদ্ধভাৱে বললো, দৰ্শণৰ  
কোথাকাৰ !

কলিংবলেৰ আওয়াজে বোৰা গেল, কেউ এসেছে। কাজেই,  
ঘড়ি হাৱানোৰ জন্মে ঝগড়াটা আপাতত স্থগিত রইলো। সৱসী  
দৰজা খুলে বারান্দায় গেল। দৰজা বন্ধ কৰে ফিরে এসে বাস্তাৱ  
সঙ্গে বললো, আৱতি এসেছে—

কে আৱতি ?

কাকুলিয়াৰ আৱতি।

সবসী তৰতৰ কৰে নিচে নেমে গেল কাকুলিয়াৰ আৱতিকে ওপৰে  
নিয়ে আসাৰ জন্মে।

বসাৰ ঘৰে সৱসী আৱতিকে নিয়ে বসালো। আৱতি আজ খুব  
সেজেছে। সৱসী আজ আৱতিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। সাজলে-গুজলে  
আৱতিকে বেশ দেখায়। চেহাৱাৰ বয়সেৰ ছাপ একটু পড়লোৱ  
মুখটা খুব কচি-কচি আছে। একটু পাউডাৰ মাখলে, চোখে একটু

কাজল পরলে কিংবা ঠোঁটে একটু জিপস্টিক বুলোলে বয়েসটা  
একলাফে বেশ কিছুটা নিচে নেমে আসে।

কি ব্যাপার ? কি মনে করে ?

সরসী জিজ্ঞেস করে।

বছদ্দিন দেখা নেই আপনার। ভাবলুম, ভুলে গেলেন হয়তো—  
আরতি হাসলো।

আপনাকে কিন্তু আজ খুব মানিয়েছে। কোথাও গিয়েছিলেন  
মনে হয় ?

কোথায় আবার যাবো ? আপনার কাছেই এলুম—  
চা খাবেন তো ? একটু চা করতে বলি ?

বলুন !

সরসা উঠে গিয়ে মালতীকে চা করতে বলে এলো।

আরতি সরসার মুখের দিকে চেয়ে হাসলো। সরসীও হাসলো।

আরতি যথ নিচু করে হাতের চুড়িগুলো ঘোরাতে লাগলো।

কিছু হয়েছে, মনে হচ্ছে ?

সরসী বললো।

না না, কিছু হয়নি।

যেন ধর। পড়ে যাবার ভয়ে আবতি এক ঝটকায় নিজের মধ্যে  
লুকিয়ে পড়লো। সরসী অপ্রস্তুত হয়ে যায়। আরতি তা দেখলো।  
খুব লাজুক-লাজুক লাগছে তাকে। আরতিকে সরসী আগে কখনো  
এমন দেখেনি !

আরতি দোনামনা করতে করতে বলে ফেলে, একটা খুব ঝামালিতে  
পড়ে গেছি, ভাই—

আপনার আবার কিসের ঝামালি ?

সেই তো। যা কখনো ভাবিনি, ভাই হয়েছে আমার।

ধমধমে মুখে আরতি সরসীর চোখের ভেতর কোথাও যেন একটু  
আঙ্গুষ্ঠা পেঁজে।

কি ?

কাউকে বলবেন না তো ?

না ।

আপনার ভগবানের দিব্যি ?

কাউকে বলবো না, বলুন—

আরতির চোখছটো ছলছল করে এলো । আকাশে মেঘ জমলে  
যেমন হয় । আচলের খুঁট দিয়ে চোখের কোণছটো আলতো করে  
একটু মুছে নিল ।

কিছুদিন হলো, আমি মরে যাচ্ছি, ভাই । ভাবছি, আমার এমন  
কেন হলো । আমি তো ছেলেপুলে ঘরসংসার নিয়ে ভালোই ছিলুম ।  
জয়ন্ত আমাদের বাড়ি কেন এলো ?

কে জয়ন্ত ?

আমার ছেলের টিউটার ।

সরসী আরতির দিকে চেয়ে থাকে । সে জানতো, বিয়ের পরে  
ছেলেপুলে হয়ে গেলে প্রেম মরে যায় । আরতির দু'তিনটি ছেলেমেয়ে ।  
তার মধ্যে কি করে তার এই এত বছরের জীবনে প্রেম এলো, সরসী  
বুঝে উঠতে পারেনা । অথচ আরতি যে প্রেমেই পড়েছে, তাতে কোন  
সন্দেহ নেই । তার চোখেমুখে আজ নতুন একটা আভা, নতুন আবেশ ।

আপনি জয়ন্তকে বলেছেন সব ?

এসব কি বলা যায় ? কিন্তু জয়ন্ত ভীষণ ছেলেমাহুষ । না বললে  
ও কোনদিনই হয়তো মুখ ফুটে কিছু বলতো না ।

জয়ন্ত কি বলে ?

ও আর কি বলবে ? ওরও আমারই মতো অবস্থা ।

তারপর ?

কিন্তু আমার শাশুড়ীকে তো জানেন । একদিন আমাদের  
হজনকে একসঙ্গে কথা বলতে স্নেহে ফেললেন । তারপর থেকে  
জয়ন্তকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ।

জয়স্তুর সঙ্গে আর দেখা হয় না ?

অনেক কষ্টে। দেখা করার একটা জ্ঞান পাচ্ছি না। আচ্ছা দিদি, আপনার এখানে যদি তুমনে দেখা করি, আপনার কোন অসুবিধে হবে ?

সরসী ভুঁরু কুঁচকালো। বললো, এমনিতে আমার কোন অসুবিধে ছিল না। কিন্তু আমার মেয়ে রয়েছে। এখন বড় হচ্ছে। ওর কথাটা তো ভাবতে হয়।

ও তো কলেজে পড়ে। পড়ে না ?

সরসী হঠাৎ বলে বসলো, না ভাই, আমার এখানে অসুবিধে আছে।

মালতী চা নিয়ে এলো। চা খেতে খেতে আরতি বলে, আমি কিন্তু আপনার ওপরে খুব ভরসা রেখেছিলুম।

সরসীর আর আরতিকে ভালো লাগছিল না। ওর কথাগুলোও কানে বিষের মতো লাগছিল। আবদার কম নয়, তার ফ্ল্যাটে বসে একটা ছোকরার সঙ্গে উনি প্রেম করবেন এবং সে তা সমর্থন করবে। সে নিজের জ্ঞান বলে ঘরে যাচ্ছে। এখন আরতির জ্ঞান ফ্ল্যাটে ঢুকিয়ে সে মরুক আর কি ? তাছাড়া কি থেকে কি হয়ে যায়, কে জানে ? সরসী ধৰ্মথমে মুখে বলে, আমার হাজব্যাণ্ডের ঘড়িটা কাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় যে গেল, কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।

আরতি চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলে, ঘড়ি ঢুরি করে ঝি-চাকরেরা। বাইরের লোকের সঙ্গে ওদের জাইন থাকে।

সরসী ঠিক সেই সময় দরজার দিকে তাকালো। যদি মালতী কোন কারণে এদিকে এসে পড়ে, যদি আরতির কথাগুলো মালতীর কানে যায় ? মালতীকে সন্দেহ করতে তার ইচ্ছে করে না। কিন্তু তাহলে ঘড়িটা কোথায় গেল ?

আপনাদের বিকে একটি চেপে ধরন, পুলিশের ভয় দেখান,  
দেখবেন, ঠিক বেরিয়ে যাবে।

সরসী আরতির মুখের দিকে চেয়ে থাকে। মনে হয়, সে মালতীর  
কথাই ভাবছে। মালতী ওকে অনেক মিথ্যেকথা বলেছে। যে  
নিজের ছেলেকে নিয়ে মিথ্যেকথা বলতে পারে, চুরি করা তো তাব  
কাছে জলভাত।

আরতি বলে, আমি আসি, দিদি। জয়ন্ত রাস্তায় একা দাঢ়িয়ে  
আছে।

আরতি ভেবেছিল, সরসী জয়ন্তকে অন্তত দেকে আনতে বলবে।  
তাহলে সরসী হয়তো তার মত বদলাতে পারে। হয়তো ওদের ঝ্লাটে  
জয়ন্ত এবং তাকে আসবার অনুমতি দেবে। কিন্তু না, সরসী জয়ন্তকে  
বাড়তে ডাকার কোন আগ্রহই প্রকাশ করলো না। বললো, আসুন,  
ভাই।

আরতি ক্ষুধ হলো একটু। সরসী ওকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে  
এলো। দুজনের কেউ কোন কথা বললো না। আরতিকে বাইরে  
বের করে দিয়ে সরসী সশব্দে দরজায় খিল তুলে দেয়।

পরের দিন সকালে মৃগাঙ্ক অফিসে বেরিয়ে যাবার পর শোভন  
এলো। সরসী নিজে গেল দরজা খুলে দিতে। আরতির কথা তার  
মনে পড়লো। ছোকরা মাস্টারের সঙ্গে প্রেম করছে আরতি। এখন  
আরতিকে বেশ ছেলেমানুষ লাগে। কেমন একটি লাজুক-লাজুক,  
মিষ্টি-মিষ্টি ভাব। চোখেমুখে বয়েসের ছাপছোপ তেমন আর নেই।  
অথচ আরতিকে প্রথম দেখে, সে ভেবেছিল, বেশ সংসারী, হিসেবী  
মানুষ। এ সব মেয়েরা আর যাই করুক, প্রেম-ট্রেম এদের ধাতে

দুর্গাপুরে ধাকতেই মৃগাঙ্ক ওকে অনেক স্বাধীনতা দিয়েছে। মৃগাঙ্কের অফিসের কত ছোকরা অফিসার কোয়ার্টারে এসে রবীন্দ্র-জয়ন্তী কিংবা নববর্ষের ফাংশান নিয়ে বৌদি-বৌদি করে গিয়েছে। কতবার সে গান গেয়েছে ওদের ফাংশানে। ফ্ল্যাশ বাল্ব দিয়ে ছবি তুলেছে কতবার। ও রকম অনেকগুলো ছবি ওদের অ্যালবামে আছে। তখন কনি আরো ছোট ছিল। একটুখানি চোখের চাহনি কিংবা একটুখানি হাসির উপহার পেলে ওরা বর্তে যেত। কিন্তু সরসা ওদের সবাইকে হতাশ করেছে।

মনে পড়ে, সুকান্ত নামে একটি তরুণ অফিসার ওদের একবার এগ্জিবিশান দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। কনি ছিল মৃগাঙ্কের কোলে। ভৌষণ ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে সুকান্ত আর সরসী হারিয়ে গিয়েছিল। তু তিন ঘণ্টা মৃগাঙ্ক ওদের খুঁজে পায়নি। শেষে মাইকে ঘোষণা শুনে ওরা এগ্জিবিশানের অফিসে এসে দেখলো। মৃগাঙ্ক আর কনি বসে আছে। সেই সুকান্ত কয়েক মাসের মধ্যেই বারাউনি না কোথায় ট্রান্সফার হয়ে গেল। কই, সেদিন তো প্রেমের কথা সরসীর মনে আসেনি।

দুরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই শোভন বললো, দিদি, শুনলাম, মৃগাঙ্কদার ঘড়িটা নাকি চুরি গেছে?

তুমি শুনলে কোথা থেকে?

কেন, আমি বুঝি শুনতে পারিনা?

না না, তা নয়। কে বললো তোমাকে, তাই বলছি—

আপনিই বলুন তো, কি করে আমি জানলুম।

তোমার মৃগাঙ্কদা বলেছেন নিশ্চয়ই।

শোভন হাসলো। বললো, দেখলেন তো দিদি, আপনি না বললেও মৃগাঙ্কদা ঠিক বলবেন, কোথায় কি হচ্ছে। মৃগাঙ্কদার মতো মানুষ আর হয় না।

জানো শোভন, আমি ভেবে পাচ্ছিনা, ঘড়িটা কি করে ঘৰ থেকে  
উধাও হয়ে গেল। কোনদিন কোন জিনিস আমাদের চুরি যায়নি।  
ট্রামে-বাসে হলে সে অন্ত কথা। একেবারে বাড়ির ভেতর থেকে—এ  
একেবারে অবিশ্বাস্য।

শোভন কপাল কুঁচকে ভাবলো একটু। সরসীর মুখের দিকে  
তাকালো।

আমার কিন্তু একজনকে সন্দেহ হচ্ছে, দিদি।

কাকে ?

আপনার বাড়ির খিয়ের ছেমেটা আছে, না চলে গেছে ?

আজ একটু বাদেই চলে যাবে।

খবরদার, ওকে যেতে দেবেন না। ও-ই ঘড়িটা হাতিয়েছে।  
ব্যাটা পুঁচকে হলে কি হবে, শালা হাত সাফাই বেশ জানে। ওকে  
ডাকুন, ওর কাছ থেকেই ঘড়ি বেরোবে।

সরসী দোনামনা করতে থাকে।

ওর মা কি ভাববে ?

ধ্যাং, কি আবার ভাববে! চোরকে জিজেস করার রাইট  
প্রত্যেকের আছে। আপনি ডাকুন না—

সরসী দোনামনা করতে করতে ঘৰ থেকে বেরিয়ে গিয়ে টুকলুকে  
চুপি চুপি ডেকে নিয়ে আসে। টুকলু দেশে চলে যাবার জগ্নে তৈরী  
হয়েছে। মালতী ওকে মাথায় তেজ দিয়ে স্নান করিয়ে সুন্দর করে  
চুল আঁচড়িয়ে দিয়েছে। কনির-কিনে-দেওয়া জামা-প্যান্ট পরেছে সে।  
বেশ লাগছে দেখতে। আসলে, তার কিন্তু দেশে যেতে একটুও ইচ্ছে  
নেই। সে দেশে যেতে চায় নি। দেশে যাওয়া মানে তো মামার  
বাড়িতে গিয়ে খাটাখাটিনি করা। ঘরে বসে একটু পড়ার উপায় নেই।  
এখানে যা, শুধানে যা, এটা কর, ওটা কর। মাঝী তো তাকে  
অনেকদিন ইস্কুলেই যেতে দেয় না। তাছাড়া, মা নেই শুধানে। মাকে  
দেখতে পার না সে, মার কাছে জুতে পাঞ্চ না। মা ধাইয়ে না দিলে-

ওর যে পেটই ভৱে না । ১৩ কতটা খেতে পারে, তা শুধু ওর মা-ই জানে । এখানে এসে কদিনে সেবেশ নাহস-হৃচস্টি হয়ে উঠেছে । মাকে ছেড়ে যেতে তার ইচ্ছে নেই । তার ওপর কনিদিকে তার ভৌষণ ভালো লেগেছে । কনিদি তাকে খুব ভালোবাসে । এমন ভালোবাসা সে এ প্রথিবীর আর কারো কাছ থেকে পায়নি । কিন্তু কাল রাত্তিবেই মা ওকে কোলের কাছে শুইয়ে অনেক বুঝিয়েছে । এখানে পড়ালেখা ওর একেবারে হচ্ছে না, ইস্কুলে কামাই হয়ে যাচ্ছে । সামনের পৌষ মাসে মালতী তো যাচ্ছে । তখন সে ওব জন্যে একজোড়া জুতো কিনে নিয়ে যাবে । মোটকথা, মালতী আর এ বাড়িতে টুকলুকে বাখতে চায় না । দাদাৰাবুৰ ঘড়ি চুরি গেছে । এরপর আবার কিছু যদি চুরি যায়, ওকে সবাই সন্দেহ করবে । তার চেয়ে টুকলুর দেশে চলে যাওয়াই ভালো । টুকলু ভেবেছিল, সে এবার দেশে গিয়ে কনিদিকে চিঠি দেবে । নিজে হয়তো সবটা সে পারবে না । আটকে গেলে মামাৰ বড় ছেলে নীলুদাকে সে জিজ্ঞেস করে নেবে । কনিদি তা জানতেই পারবে না । কত খুশিই হবে চিঠি পড়ে !

শেষ পর্যন্ত এই আনন্দেই ও রাজী হয়েছিল দেশে যেতে ।

এই ব্যাটা, কাছে শোন—

শোভন ওকে ডাকে ।

শোভনকে ওর মোটেই ভালো লাগে না । কলকাতার বাবু । অনেক পড়ালেখা জানে । হয়তো ওকে পড়ালেখাৰ কথা জিজ্ঞেস কৱবে । ও যদি বলতে না পারে, খুব অপমান হবে তার । সে ভয়ে ভয়ে শোভনের সামনে গিয়ে দাঢ়ায় ।

তুই ঘড়িটা দেখেছিস ?

শোভনের কথায় টুকলুৰ ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো । পড়ালেখাৰ কথা নয়, অন্ত কথা জিজ্ঞেস কৱেলে তাকে । সে চটপট বলে দেয়, না—

সে ছলে ঘাঙ্কিল । শোভন তার ঘাড়ের কাছে জামাটাকে খাবচে

ধরে একটানে ফিরিয়ে আনলো। টুকলু পঞ্জী যাচ্ছিল। টাল সামলে  
অবাক হয়ে দাঢ়িয়ে পড়ে।

পাঞ্জাচ্ছিস কোথায় ? ঘড়ি বের কর—

সরসী বলে, ছেড়ে দাও, শোভন। ও হংতো নেয়ান।

টুকলু ঘাড় দুরিয়ে জামাটাই বেশ করে দেখছিল। এই নতুন  
জামাটা ছিঁড়ে গেলে দেশে ফিরে সে ওর মামাতো ভাইবোনদের কি  
দেখাবে ? শোভন ওর জামা ছেড়ে ধরার ওর ঘাড়টা বাজপাথির  
থাবার মতো খামচে ধরলো।

আপনি চুপ করুন, দিদি। ও-ই ঘড়ি নিয়েছে। মাল আমার  
চেনা আছে।

টুকলুকে বললো, ঘড়ি না দিলে মেবে নর্মায় লাশ ফেলে দেবো,  
শালা। দে ঘড়ি—কোথায় রেখেছিস, বের কর—

টুকলু অসহায়ভাবে সরসীর মুখের দিকে তাকায়।

শোভন ততক্ষণ ওব জামা আর পাণ্টের পকেটগুলো টিপে টিপে  
দেখে নিয়েছে। কোমরে হাত বোলালো তাবপর। জিজ্ঞেস করলো,  
স্লটকেসে রেখেছিস ?

টুকলু এবার কোন কথা বললো না। শোভন ঠাস করে ওর  
গালে এক চড় কষে মারতেই সে ব্যথায় চিংকার করে কেঁদে উঠলো।  
সঙ্গে সঙ্গে মালতী আর কনি ছুটে এলো। কনি কিছু বুঝতে না  
পেরে জিজ্ঞেস করলো, একি শোভনদা, আপনি ওকে মারছেন কেন ?

শোভন কনির দিকে তাকিয়ে এক অস্তুত ভাবে হাসে। বলে,  
ব্যাটা মৃগাঙ্কদার ঘড়ি চুরি করেছে।

শুনে কনি একপাশে সরে দাঢ়ায়।

মালতী ভয়-ভয় দ্বারে জিজ্ঞেস করে, ঘড়ি চুরি করেছে টুকলু ?

শোভন দাতমুখ খিঁঁচিয়ে বলে, তুমি যেন কিছুটি জানো না !  
তোমার সড় না থাকলে ও একা চুরি করতে পারে ?

মালতীর চোখে জল এসে পড়লো। সরসী কানতে কানতে

বললো, বিশ্বাস করুন, বৌদ্ধদিমণি, আমার টুকলু ঘড়ি চুরি করেনি।  
ও তা করলে আমি জানতে পারতুম। বিশ্বাস করুন—

সরসী বলে, ছেড়ে দাও, শোভন, ও নেয়নি—

আলবাত নিয়েছে। ঘড়ি আমি ওর কাছ থেকে বের করবো,  
তবে ছাড়বো।

মালতীকে বললো, ঘড়িটি হাতিয়ে দিব্য ছেলেকে দেশে পাঠিয়ে  
. দিছ, অ্যাঃ? কেউ ধরতে পাববে না, না? অত সহজ নয়। এ  
শোভন দাস—যে সে লোক নয়।

এত বড় কথা! আমি ঘড়ি চুরি কবে ছেলেকে দিয়ে দেশে  
পাঠিয়ে দিচ্ছি?

মালতী কাদতে কাদতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। একট  
পরে ওর সুটকেস আর ট্রিক্লুর ছোট পুঁটিলিটা নিয়ে ফিরে আসে।  
মাটিতে রেখে প্রথমে সে তার সুটকেস খুলে দেখায়। ওতে মালতীর  
হৃথানা পাটকরা শাড়ি, গোটা ছই ব্লাউজ, একটা সূতী চাদর,  
কালীঘাটের মা-কালীর পট ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাওয়া  
গেল না।

দেখুন, দেখুন ভালো করে, কোথাও ঘড়ি আছে নাকি—

শোভন সুটকেসটা উলটিয়ে পালটিয়ে নেড়েচেড়ে ভালো করে  
দেখলো, ঘড়ি নেই। বললো, পুঁটিলিটা খোলো—

মালতী পুঁটিলিটা খুলতে লাগলো। ট্রিক্লু কান্না ভুলে গিয়ে  
ড্যাবড্যাব করে ওটার দিকে চেয়ে রইলো। ওর ভেতর থেকে বেরলো  
ওর ছেঁড়া প্যাণ্টটা, গায়ে দেবার একখানা চাদর, কিছু বাতাসা আব  
ওর জ্বরাজীর্ণ খানকতক বই। ঘড়ি নেই।

দেখলেন তো? এবার ছেড়ে দিন—

কোথায় ছেড়ে দেবো? ঘড়ি আগে বের করো—

সরসী এতক্ষণ মুখে কিছু না বললেও মনে মনে ওর মালতীর  
সুটকেস আর ট্রিক্লুর পুঁটিলিটাতে বড়ো সন্দেহ ছিল। ও ছাটো দেখা

হয়ে যাবার পর সে আশ্চর্ষ হলো।<sup>১</sup> বললো, এবার এদের ছেড়ে দাও, শোভন। মিছিমিছি—

মিছিমিছি? কি বলছেন দিদি? ঘড়ি এরা বাড়িতে রাখেনি। বাইরে পাচার করে দিয়েছে। একটু কড়কালে সব বেরিয়ে যাবে।

মালতী কি বলবে, খুঁজে পাচ্ছিল না। সে কাদতে কাদতে সরসীকে বললো, আমার টুকলুর মাথায় দিব্য দিয়ে বলছি, বৌদ্বিদিমণি, ঘড়ি আমবা দেখিনি। আজ গরিব হয়ে আপনাদের বাড়ি খি-গিরি করতে এসেছি বলে আমি চোর নই। বৌদ্বিদিমণি তো কতদিন আমার হাতে ঘর-সংসার ফেলে চলে গিয়েছেন। কোনদিন আপনার একটা ছুঁচ কি মাথাব কাটা চুরি গিয়েছে? বলুন, বলুন আমার মুখের দিকে চেয়ে।

সরসী বললো, ছেড়ে দাও শোভন, মালতী কখনো চুরি করত পারে না।

কনি বললো, শোভনদা ছেড়ে দিন। মালতীদি আমাদের খুব বিশ্বাসী লোক।

কি বলছো তোমরা? একটু কাদলো আর অমনি তোমরা গলে গেলে? এ শোভন দাস। একবাব যখন কেসটা টেক্কআপ করেছে, অত সহজে ছাড়ছে না।

শোভন টুকলুর ঘাড় ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঢ়ালো। সবাই ভাবলো, এ ঘটনার বুঝিবা এখানেই ইতি। শোভন মালতীর মুখের দিকে তাকালো।

তাহলে স্বীকার করলে না?

স্বীকার করবো কি? আমি কি নিয়েছি যে, স্বীকার করবো?

ঠিক আছে। আমি পুলিশ ডেকে আমছি! পুলিশের কাছে কিন্তু স্বীকার করতে হবে।

শোভন গটগঠ করে নিচে নেমে গেল। নিচে দৱজা খোজার শব্দ

হলো। মালতীর এখনো সরসৌর ওপর বিশ্বাস আছে। সে বিশ্বাস করে, বৌদ্ধিমতি কখনই ওকে পুলিশের হাতে দিতে পারে না।

বৌদ্ধিমতি, আমি যদি ঘড়ি চুরি করে থাকি, আমার টেকলু যেন মরে যায়—

হা-হা করে কান্দতে কান্দতে মালতী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সুটকেস আর পুঁটিলিটা তেমনি পড়ে রইলো ঘরের মেঝেয়। কনি একবার সরসৌর মুখের দিকে তাকালো। তার চোখ ছটে করমচার মতো লাল। সরসৌর দেখলো, কিন্তু কিছু বললো না। কনি ওখানে দাঢ়িয়ে আব সেই দৃশ্য দেখতে পারচিল না। সে চলে যাবার জন্যে পা বাঢ়ায়। ডাকে, টেকলু, আমার ঘরে আয়। ডাকে, টেকলু, আমার ঘরে আয়।

টেকলু ডাবডাবে চোখে সরসৌর দিকে তাকায়। সরসৌর বলে, না, ও এখন তোমার ঘরে যাবে না।

কনি ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

গরগর আওয়াজ করতে করতে পুলিশের ভান এসে দরজার সামনে থামলো। সরসৌর দেখলো। নিচে নেমে গিয়ে দরজা খুলে দিল। শোভন এবং একজন পুলিশ অফিসার ছজন সিপাহী নিয়ে নামলো। সরসৌর ওদের পথ দেখিয়ে ওপরে নিয়ে এলো। সমস্ত কিছু সে করলো যেন একটা যন্ত্রের মতো। পুলিশ অফিসার বললো, ডাকুন আপনার ঝিকে।

সরসৌর ডাকলো, মালতী—

মালতী রাঙ্গাঘরের সামনে বসেছিল। তার একটু দূরে টেকলু দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঢ়িয়েছিল। সরসৌর ডাক শুনে সে একবার মালতীর দিকে তাকালো। মালতী ওঠার কোন লক্ষণই প্রকাশ করলো না।

শোভন পুলিশ অফিসারকে বললো, আমার ছির বিশ্বাস, ওরা ছাড়া আর কেউ নেয়নি।

সরসৌকে পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করলো, আপনারও কি তাই  
মনে হয় ?

সরসৌর তখন আরতির কথা মনে পড়লো। আরতিও মালতীকে  
সন্দেহ করেছিল। সে বললো, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

ডাকুন দেখি ওদের—

সরসৌ ডাকতে কাছে যেতেই মালতী ওর ছটো পা জড়িয়ে ধরে  
মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

বৌদ্বিদিমণি, আপনি আমাকে পুলিশে দেবেন না। শোভনবাবুর  
কথা শুনবেন না। আমি বাটকলু -কেউ দাদাবাবুর ঘড়ি চোখেও  
দেখেনি।

সরসৌ পা ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, নাওনি যদি, তবে এমন করছো  
কেন ? পুলিশ কি তোমাকে খেয়ে ফেলবে। চলো, ওকে সব বলবে।

মালতী চোখ মুছে গায়ের কাপড়টা ঠিক করে নিয়ে টুকলুর  
হাত ধরে সরসৌর পেছনে পেছনে পূর্ণাশ অফিসারের সামনে  
এসে দাঢ়ালো। টুকলু মায়ের পেছনে লুকোবার চেষ্টা করছে।  
শোভন বলে, দেখছেন ছেলেটাকে ? কেমন চোর-চোর চেহারা—

পুলিশ অফিসার সরসৌকে জিজ্ঞেস করে, আপনি তাহলে এদের  
সাস্পেক্ট করেন না।

সরসৌ বলে, সাস্পেক্ট করতাম না। কিন্তু একটা কারণে  
সাস্পেক্ট না করেও পারি না। কাজে ঢোকার সময় ও বলেছিল,  
ওর কেউ নেই। পরে ছেলেটা এসে হাজির হলো। বললো, বোনের  
ছেলে। কিন্তু তাও ঠিক নয়—

পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করে, কি গো, ছেলেটা তোমার কে ?

মালতী ভয়ে কাঠের মতো দাঢ়িয়ে রইলো। পুলিশ অফিসার  
ধরক দিয়ে উঠলো, কে ?

মালতী টুকলুর মাথায় হাত-ব্লোতে ব্লোতে জলভরা চোখে  
বললো, আমার ছেলে।

তবে যে বলেছিলে, তোমার' পানপো—  
মিথ্যেকথা বলেছিলুম। নইলে যে আমার কাজটা হতো না—  
এ রকম কত মিথ্যেকথা বলেছো ?  
মালতী মুখ নিচু করে ঠায় দাঢ়িয়ে থাকে।  
চলা, গাড়িতে ওঠে—  
মালতী আঁশ কাঁশা সামলাতে পারলো না।  
বৌদিদিমণি, দাপনি চুপ কবে থাকলেন কেন? আপর্ণি কিছু বলুন।  
শোভন মুখ খঁচিয়ে দাঢ়িয়ে ওঠে।  
কি বলবে নৈদিমাণ? যখন ঘড়ি চুরি করেছিলে, তখন মনে  
চিল না?

শোভন স সৌকে ঘবেব বাইবে নিয়ে যায়। সিপাইবা মালতী  
আব টুকলুকে ভাবেন নিয়ে তোলে। মালতী কাঁদচিল। টুকলু ভয়ে  
কাদতেও ভলে গিয়েছিল। গবগর আওয়াজ তুলে ভানটা মোড়  
পেবিয়ে আড়াল হয়ে যায়।

মৃগাঙ্ক সেদিন ফিরলো সঙ্ক্ষের পর। সরসীর কাছে সব শুনলো,  
সব শুনে সে বললো, পুলিশে দিতে গেলে কেন?  
সরসী ঝঁঝিয়ে ওঠে, চুরি করলো। আর, পুলিশে দেবো না?  
তুমি তো ও বিষয়ে ডেফিনিট নও।

তাহলে কে চুরি করবে, বলো?  
ওটা অন্ত কথা। কেউ-না-কেউ চুরি করেছে। কিন্তু সেজন্তে  
ওদের মা ও ছেলেকে হাজতে যেতে হবে কেন? গরীব বলে?

সরসী মৃগাঙ্কের কথা শুনে প্রথমেই একটু হকচকিয়ে যায়। পরে  
বলে, মালতী আমাদের কাছে অনেক মিথ্যে কথা বলেছে।

মৃগাঙ্ক সরসীর কথার আর জবাব দিল না। মুখ হাত ধূয়ে চা-জল  
খাবার খেয়ে সে গুরুদেবের লেখা একখানা বই নিয়ে বিছানায় গু  
ঞ্জিয়ে দিল।

সরসী আজ রাখাঘরে। সকল্পি<sup>মালতী</sup> রাখা শেষ করে যেতে পারেনি। যেটুকু করে যেতে পেরেছিল, তাতে কোনরকমে হপুরের খাওয়া হয়েছে। রান্তিরের খাবার তৈরি করতে সরসীকে হাত লাগাতে হলো।

বাম্বা শেষ করে সরসী এসে দেখলো, মৃগাঙ্ক ঘবে নেই। বাবান্দায় দাঢ়িয়ে কি ভাবছে। সরসী ডাকলো, সকাল-সকাল ঢটি খেয়ে নিয়ে আমাকে ছুটি দাও। হপুরে একটুও বিশ্রাম করতে পাবিনি।

অন্তিম হলে মৃগাঙ্ক দেরি করতো। আজ সবসৌর কথায় সোজা খাবারঘরে গিয়ে টেবিলে বসে পড়লো। সরসী তাতে শুশি হলো। সরসী খাবাব বাড়ছে। মৃগাঙ্ক ওখান থেকেই ডাকলো, কনি, খাবি, চলে আয়—

কনিও কোন কথা না বলে চলে এলো। কি ব্যাপাব? আজ সবাই এত শান্ত হয়ে গেল কি করে? সরসী ভাবে। কেউ কোন কথা বলছে না। অথচ চুপচাপ কথা শুনছে। কথামতো কাজ করে যাচ্ছে। সরসীও কোন কথা বলছে না। ওর মনে কেমন একটা অপরাধবোধ গা-নাড়া দিচ্ছে। ওর এখন মনে হচ্ছে, কাজটা বোধহয় ঠিক হয়নি। ওরও মালতীকে পুলিশে দেবাব ইচ্ছে ছিল না। শোভনের বাড়াবাড়িতে তার আর কোন উপায় ছিল না। শোভন এতটা না করলেও পারতো। কিন্তু সে শোভনকে এতখানি সমর্থন করতে পারলো কি করে? ভেবে পায় না।

খেতে বসলো সবাই। কারো মুখে কথা নেই। মৃগাঙ্ক খাচ্ছে। সরসী দেখলো। সেও খেতে শুক করলো। মৃগাঙ্ক খেতে খেতে হঠাত কনির দিকে তাকালো। কনি খাচ্ছে না। মুখ নামিয়ে হাতের খাবারগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে শুধু। মুখে একটুও দেয়নি। মৃগাঙ্ক জিজ্ঞেস করে, কি রে, খাচ্ছিস না যে? কি হয়েছে?

কনির চোখে ঝল।

খাচ্ছিস না কেন?

କନି ଝକେର ହାତା ଦିଯେ ଚୋଖ୍ ଛଲୋ ।

କି ହେଁଛେ ?

କିଛୁ ହୟନି ।

କନିର ଚୋଖେର କୋଣ ବେଯେ ଟପ ଟପ କରେ ଜଳ ବରେ ପଡ଼ିଛେ ।

ମୃଗାଙ୍କ ଚେଯାରଟା କାହେ ଟେନେ ନିଯେ ଯାଏ । କନିର ପିଟେ ତାତ  
ରାଥେ ।

କାଦିଛିସ କେନ ? ଆଁ ?

କନି ଚୋଖେର ଜଳ ମୁଛତେ ମୁଛତେ ବଲେ, ଟୁକଲୁକେ ପୁଲିଶ ହୟତୋ  
ମାରିଛେ । କତ କଷ୍ଟ ଦିଲେ ଓକେ—

ସରସୀ ମୃଗାଙ୍କର ମୁଖେର ଦିକେ ତାକାଲୋ । ତାରଓ ମନଟା ବଡ଼ୋ  
ଭିଜେ-ଭିଜେ ହୟ ଉଠିଛେ । ବଲମୋ, ଆଚାହା, ଓଦେର ଛାଡ଼ିଯେ ଆନା  
ଯାଏ ନା ?

ମୃଗାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠି ପଡ଼ଲୋ । ସରସୀ ବଲମୋ, ଚଲୋ,  
ଆମିଓ ତୋମାର ସଙ୍ଗେ ଯାଚି । କନି, ତୁଇ ଦରଜା ଦିଯେ ଏକା ଥାକତେ  
ପାରବି ତୋ ?

ମୃଗାଙ୍କ ଆର ସରସୀ ଗାୟେ ଏକଥାନା କରେ ଗରମ ଚାଦର ଜଡ଼ିଯେ ବେରିଯେ  
ଯାଏ । କନି ଦରଜାଯ ଖିଲ ଦିତେ ଦିତେ ଭାବେ, ଶୋଭନଦା ଏହି ସୁଧୋଗେ  
ଏକବାର ଆସତେ ପାରେ ନା ?

୧୩

ମୃଗାଙ୍କ ଆର ସରସୀ ଥାନାଯ ଗିଯେ ମାଲତୀ ଆର ଟୁକଲୁକେ ଛାଡ଼ିଯେ  
ନିଯେ ଏଲୋ । ମାଲତୀ କେଂଦେ କେଂଦେ ଚୋଖମୁଖ ଫୁଲିଯେ ଫେଲେଛିଲ ।  
ଟୁକଲୁ ମନେ ମନେ ଭାବଛିଲ, ସେଓ ଏକଦିନ ବଡ଼ ହବେ—ଅନେକ ବଡ଼, ତଥନ  
ସେ କନିଦିନିର ଏହି ଶୋଭନଦାକେ ଦେଖେନେବେ । ଅନ୍ତତ ସେଦିନେର ଅନ୍ତାଯେର  
ବଦଳା ନେବେ । ମାର ଅପମାନ ଓର ଖୁବ ମନେ ଲେଗେଛେ । ଆର କନିଦିନି ?  
ସେ-ଇବା ସେଦିନ ଓଦେର ବୀଚାବାର ଚେଷ୍ଟା କରଲୋ ନା କେନ ? କନିଦିନି ସବ

୧୧୯

পারে। অথচ এটুকু পারলো কৈ? ইকটা গোপন অভিমান ওর  
রঙ্গের মধ্যে সাতার কাটে।

মালতী সেদিন রাতে ঘুমিয়ে পড়লেও টুকলুর চোখে ঘুম এলো  
না। সে জানালায় বসে আকাশের দিকে চেয়ে রইলো। আকাশে  
অনেক তারা। সে মার কাছে শুনেছে, ওই তারাগুলোর মাঝখানে  
কোথাও ভগবান থাকে। টুকলু সেই তারাদের ভিড়ের ভেতর  
ভগবানকে খোজে। সে হয়তো আজ বাতিবে নেমে আসবে, তার  
মাথায় হাত দিয়ে বলবে, টুকলু, বড় হয়ে তুই বদলা নিবি, কেউ  
ঠেকাতে পাববে না।

তারাগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে ওর চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে  
এলো। আকাশের তারাগুলোর ভেতর থেকে কেউ নেমে এলো না।  
সে জানলা বন্ধ করে মার কোলের কাছে শুয়ে পড়লো।

সকালে মা যখন ডাকলো, তখন বেলা হয়ে গেছে।

মৃগাঙ্ক সেদিন একটু দেরিতে অফিসে বেবোলো। বেবোবার  
মুখে মালতী এসে বললো, আমাকে আপনারা এবার ছেড়ে দিন,  
দাদাবাবু।

কেন যাবে? সব তো মিটে গেল।

মৃগাঙ্ক বললো।

মালতী নিজের মনে বললো, একবার যখন আমাকে আপনাদের  
সন্দেহ হয়েছে—

ও তো চুকেবুকে গেছে। আবার কাজকের কথার জের টানছো  
কেন?

জবাব দিল সরসী।

মালতী বলে, না বৌদ্বিদিমণি, টুকলুর সঙ্গে আমি আজই চলে  
যাই—

সরসী রেগে বলে, তবে চলে যাও। কে বেঁধে রেখেছে?

মালতী বুঝলো, “এটা” বাদাদমাণর রাগের কথা। সে ওকে চলে যেতে দিতে চায় না। মালতী ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সরসী মৃগাঙ্ককে ওর অ্যাটাচি কেসটা এগিয়ে দিতে দিতে বলে, তোমার কাজ ওভাবে ঘড়ি চুরির ব্যাপাবটা শোভনকে বলাই উচিত হয়নি। জানো তো, ওরা কি রকম নেচাবের ছেলে। ওবই জন্মেই তো এত কাণ্ড হয়ে গেল।

মৃগাঙ্ক ভুক কোচকালো।

আমি ওকে তো কিছু বলিনি।

সবসী গভীরভাবে মৃগাঙ্কের মুখের দিকে তাকায়।

তুমি ঠিক বলছো, শোভনকে তুমি এ বিষয়ে কিছু বলোনি?

শোভনের সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।

মৃগাঙ্ক অ্যাটাচি কেসটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়। সরসী বাবান্দায় গেল। বাবান্দা থেকে মৃগাঙ্ককে যতক্ষণ দেখা যায়, দেখলো। মৃগাঙ্ক চোথের আড়ালে চলে যাবার পরেও সে ঠায় দাঢ়িয়ে রইলো। মৃগাঙ্ক শোভনকে যখন বলেনি, তখন শোভন জানলো কি করে? তবে কি কনি বলেছে ওকে ঘড়ি চুরি যাবাব কথা? সরসী ভাবতে ভাবতে ঘবে এলো। কোন কাজেই ওর মন বসছে না। সে ভাবতে লাগলো, কেউ না বললে শোভন জানলো কি করে?

কনি স্নান করতে বাথকমের দিকে যাচ্ছিল। সরসী ডাকলো।  
কনি দরজার কাছে দাঢ়ালো। ঘবে এলো না।

তুই কি ঘড়ি চুরি যাবাব কথা শোভনকে বলেছিলি?

না। আমি কখন বললুম?

কনি মাথা নেড়ে বলে।

বলিসনি তো?

না।

আচ্ছা, তুই যা—

কনি চলে যায়। সরসী ভাবতে থাকে, তাহলে শোভন ওকথা

জানলো কি করে ? ব্যাপারটা সরসীরু কাছে কেমন যেন গোলমেলে  
ঠেকে ।

কদিন পরেই টুকলু দেশে চলে গেল । মালতী টিকিট কেটে ওকে  
ট্রেনে তুলে দিয়ে এলো । সেদিন টুকলু আর কাঁদেনি । মালতী তাকে  
বলেছে, সামনের পৌষ মাসে সেও দেশে চলে যাবে । তখন সে ওর  
জন্যে এক জোড়া জুতো নিয়ে যাবে ।

ট্রেনটা ছেড়ে যেতেই মালতীর ছ'চোখ জলে ভবে এলো । বাড়ি  
ফেরার পথে বিরবির করে বঢ়ি নামলো । শীতকালের বঢ়ি ! ভিজে  
চুপসে বাড়ি ফিরে স্থান সেরে সে সরসী আর কনিকে খেতে দিল ।  
তারপর খেতে বসলো সে । কিন্তু কিছুতেই খেতে পারলো না । ওব  
বারবার টুকলুর মুখ মনে পড়তে লাগলো । এখন টুকলু কতদূর চলে  
গেছে । ট্রেনে একা-একা ওর হয়তো মার কথা মনে পড়ছে ।

মাটিতে ওব ছেঁড়া বিছানাটা পেতে শুয়ে পড়লো মালতী । চোখ  
বন্ধ করে সে টুকলুর কথা ভাবতে লাগলো । বিনা দোষে সে কত  
মার খেয়েছে ! ভগবান, তুমি এর বিচার করো । তারপর তাব  
ভঙ্গির কথা মনে পড়লো । লোকটা ওভাবে চলে না গেলে তাদের  
তো এ হৃদিশা হতো না । উহ, কী নিষ্ঠুর তুমি ! একবারও কি  
তোমার টুকলুর কথা মনে পড়ে না ?

কনি সেজেগুজে এসে মালতীকে ডাকে । মালতী চোখ খুলে  
তাকায় ।

মাকে বলো, আমি একটু মিঠদের বাড়ি যাচ্ছি । একটু দেরী  
হবে ক্ষিরতে ।

মালতী উঠে বসে ।

মাকেই এলে যাও, না ।

মা বুঝচ্ছে । তুমি চলো, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসবে ।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে কনি দেখলো, রাস্তাটা বঢ়িতে ধুয়ে গিরে

বেশ ঝকমক করছে।<sup>১</sup> রেঞ্জ উঠেছে চমৎকার তাজা। সুন্দর  
ঝলমলে দিন।

চার ইঞ্জি হিলের জুতোতে বেশ বড়ো বড়ো পা ফেলে হাঁটতে হয়।  
তাতে পা আর পাছার পেশীতে কেমন একটা চাপ পড়ে। ভালো  
লাগে তাতে। কিন্তু বেশিক্ষণ এভাবে টাটলে ঘামে মুখের মেক্-  
আপটা জ্যাবজ্যাব করে ওঠে।

সে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলো।

মোড়ের মাথায় কয়লার দোকানটা এখন বন্ধ। সান্তবে কালো  
গেঁজি আর প্যাট পরে শুয়ে আছে দোকানের ছেলেটা। ও মাথায়  
করে বাড়ি-বাড়ি কয়লা পেঁচিয়ে দেয়। কয়লার রঙে খে জামা-  
পাট কালো, ওর সারা গা-টাই কালো।

একটি এগিয়ে গিয়ে বাঁক ঘুরলেই বাসম যাগু। হ'থানা বাস  
ছেড়ে দিল সে। চাবির রিংয়ের মতো গেটের কাছে মানুষগুলো ঝুলে  
আছে। এত লোক এ সময়ে কোথায় যায়?

ও আর দেরি করতে পারলো না। চকোলেট রঙের একটা  
মিনিবাস ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে গেট ধুলে দিল। কনি ছড়মুড়  
করে তাতে উঠে পড়লো। ঠিক তখনই শোভন কোথেকে ছুটতে  
ছুটতে এসে ওতে উঠতে যাবে, গেটের কাছের ছেলেটা বললো, আর  
সিট নেই।

শোভন শাসায়, আগে গেট খোল ব্যাট।

ছেলেটা ভয়ে ভয়ে গেট খুলে দিতেই সে লাফিয়ে পাদানিতে উঠে  
বেড়াল যেভাবে টেনুরের ঘাড় খামচে ধরে, অবিকল সেইভাবে ছেলেটার  
ঘাড় খামচে ধরলো।

সিট না থাকে কারো কোলে বসে যাবো, তোর বাপের কৌ রে,  
শালা! ?

ভেতর থেকে কণ্ঠকৃতার এগিয়ে এলো।

ছেড়ে দিন দাদা, ও নতুন এসেছে, জানেনা—

ওহ, নতুন ? বেঁচে গেলি এ যাত্রা।

ডেভবে গিয়ে শোভন পেছনব সিটিব কাছে গিয়ে বললো, একটু  
চেপে বসুন তো—

সবাই ভয়ে ভয়ে চেপে বসলো। শোভন ধপ কবে বসে পড়লো।  
সিট হয়ে গেল তার।

একটু পবেই কনিব পাশেব সিটটা খালি হলো। শোভন গিয়ে  
বসলো পাশে। কনিব চোখ ঢটো কাপছিল থুশিতে। সে জিজেস  
কবলো। কোথায় ছিলে, দেখাত পেলুম না তো ?

বৃষ্টিব জলে চায়েব গুম্টিব মধ্যে ঢুক বসেছিলুম। যা বৃষ্টি তচ্ছিল,  
ভাবলুম, সব ম্যাসাকাৰ হয়ে গেল।

তুমি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে ?

তোমাকে দেখতে পাবো না ?

শোভন কনিব উকতে চিম্টি কাটলো।

উহ —

চাপা স্বে মুখে একটা আওয়াজ কবে কনি শোভনেব পাশে সবে  
এলো।

তারপৰ আজ মানেজ কবলে কি কবে ?

যা কবে মানেজ কবেছি না—

শোভন হাসলো। বললো, দিদি যদি পুলিশে চাকবি কবতো, ‘  
তাহলে ভালো গোফেন্ডা পুলিশ হতে পাৰতো।

কনি ঠোঁট বেকায়। বলে, মা সব বিষয়ে এমন বাড়াবাড়ি করে  
না, একদম ভালো জাগে না। তুমিই বলো, আমি কি এখনো সেই-  
ৱকম ছোট আছি ? সব সময় ওখানে যাবে না, ওৱ সঙ্গে মিশবে না,  
ওভাবে হাঁটবে না—ভালাগে এ সব ?

কণ্ঠকণ্ঠৰ কাছে আসতেই কনি বলে উঠলো, এই যাহ—

শোভন জিজেস কৱে, কি হলো ?

—চিকিটটা তুমিই কাটো ! মানিব্যাগ আনতে ভুলে গেছি।

ও, এই কথা ?

শোভন হেসে উঠলো। বললো, আমাদের টিকিটই লাগবে না।  
কঙ্গাকুটারকে জিজ্ঞেস করলো, কি হে টিকিট লাগবে ?  
কঙ্গাকুটার লজ্জা পেয়ে যায়।

কি যে বলেন ? আপনাদের টিকিট—

বিড়লা প্লানেটোরিয়ামের কাছে খুরা নেমে পড়লো। সামনে  
ভিস্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে রাস্তা। কে বলবে আগে বৃষ্টি হয়ে  
গেছে। রাস্তা বোদ্ধুরে একেবারে খটখট করছে। ওপাশে ময়দানের  
সবুজ ঘাস ঝকঝক করছে।

কনি বললো, চলো, বেশ দূরে চলে যাই।

শোভন বুবতে পারে না। জিজ্ঞেস করে, দূরে মানে ?

কনি নি.জর কথায় নিজেই হেসে ফেললো। বললো, না, আমি  
সে দূরে বল্লিন। এখানে কেউ ধনি পাছে আমাদের দেখে ফেলে,  
তাই বজ্রিছুন, চল, সোজা গঙ্গার ধারে চলে যাই—

দেখে ফেললেই বা ? তোমার বাড়িতে গিয়ে বলে দেবে ? তে হে,  
এ হচ্ছে শোভন দাস—সোজা বাড ফেলে দেবো।

কান্দ ভয় গনেকটা ভেঙে যায়। এই না হলে পুরুষ ! যেমনি  
চেহারায়, তেমনি বুকের পাটায়। এইজন্যে শোভনকে তার ভালো  
লাগে। সাহস করে সে-ই তো সের্দন মোড়ের ছেলেগুলোর হাত  
থেকে তাদের বাচিয়েছল। শোভনদা না হলে কে সেদিন ওদের  
বাচাতো ? কাউকে ভয় করে না শোভনদা। কাউকে না। কেমন  
দাপটের সঙ্গে হাটে, কথা বলে। সবাই খুকে ভয় পায়। শোভনদা  
পাশে থাকলে ওরও যেন সাহস বেড়ে যায়।

ইঁটতে ইঁটতে ওরা গঙ্গার ধারে এসে পড়লো।

কনি হাসতে হাসতে বললো, আচ্ছা শোভনদা, তোমাকে  
একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ? সত্যি কথা বলতে হবে কিন্তু।  
বলবে তো ?

কি কথা বলো ?

তুমি আমাকে ভালোবাসো ?

শোভন চুপ করে ভাবে কিছুক্ষণ। কনি ডাকে, শোভনদা—  
শোভন হঠাত গম্ভীর হয়ে গেল।

দেখ কনি, ভালোবাসা-টাসা বুঝি না। আমার তোমাকে ভালো  
লাগে, এইটকু বলতে পারি। ওটাও কিছু না। তোমাকে আমার  
চাই—এইটেই হলো আমার শেষ কথা।

কনি হাসলো।

তাহলে তুমি গামাকে ভালোবাসো না ?

আবার ওকথা জিজ্ঞেস করছো কেন ? ‘আই ওয়ান্ট ইউ আগু  
ন্টার্টস্ ফাইনাল—

ধরো, যদি আমি তোমাকে ভালো না বাসি—

সামনে প্রিস্লেপ ঘাটেব জেটিতে একটা ফেরি লংশ এসে ভিড়ছে।  
শোভন জিজ্ঞেস কবলো, তুমি তো দূরে বেড়াতে যেতে চাইছিলে ?  
যাবে লঞ্চে কবে ওপারে ?

চলো—

তাহলে একট জোবে ইঁটতে হবে।

জোরে হেঁটেও হলো না। একটু ছুটতে হলো। চার ইঞ্চি উঁচু  
হিল নিয়ে কনির ছুটতে একটু অশুবিধে হচ্ছিল। শোভন ওর একটা  
হাত চেপে ধরে রেখেছিল সব সময়। অংশ ছেড়ে যাচ্ছিল। ছাড়বার  
মুখেই ওরা এসে লাফিয়ে উঠে পড়লো।

একপাশে ফাঁকা দেখে ওরা রেলিং-এর ধার ঘেঁসে ঢাঢ়ালো।

কনি বললো, তুমি কিন্তু আমার কথার উত্তর দাওনি।

হ্যাঁ, কি বলছিলে যেন ?

বলছিলুম, যদি আমি তোমাকে ভালো না বাসি। যদি অন্ত  
কাউকে—

সব সময় ঘনে রেখো, এ শোভন দাস—

কনি এই রকম একটা জুরিক উত্তরই খুঁজছিল। মনের মতো  
জবাব পেয়ে সে শোভনের একটা হাত ছহাতে চেপে ধরে।

শোভন জিজ্ঞেস করলো, আর কিছু জিজ্ঞেস করলে না যে  
আমাকে ?

আর আমার কোন প্রশ্নই নেই।

সে কি ? এত শীগগীর তোমার প্রশ্ন ফুরিয়ে গেল ?

কনি হাসলো।

ইঠা, ফুরিয়ে গেল।

শোভন নিজের হাতটা কর্মব হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওর  
কোমরে বেড়িয়ে দিল।

তাহলে, এবার আমার কথা শোনো, আমি যেদিন খৃষ্ণী, যখন  
খৃষ্ণী বলবো, তুমি চলে আসবে।

চেষ্টা করবো। মাকে তো চেনে। সব সময় কড়া পাহাবা।

চেষ্টাফেষ্টা বুঝি না। তুমি চলে আসবে।

তা কি কখনো হয় ? মা কি ভাববে, ফিরে গিয়ে মাকে কি বলবো  
—এ সব ভাবতে হবে না ?

ধ্যান, ফিরবে কেন ?

ফিরবো না ?

একেবারে কাটি। দুজনে এক জায়গায়, যাকে বলে, নতুন  
জীবন—

সত্যি ? কবে বলো না ? আমার আর মার কাছে ভালো  
লাগছে না।

শোভন কনির কোমরটা ছেড়ে দেয়। বলে, একটা কিছু  
অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে যাক, তারপর। এক শালা গাড়লের পেছনে ঘূরছি  
ক' মাস। বলেছে, একটা কন্ট্রাক্টারি দেবে। ওটা হয়ে গেগেই  
ব্যাস—

লঞ্চ শালিমার ষাটে ভিড়লো।

সবাই নেমে গেল। ওরা দুজনে নাম্বা না। জপ্তের নিরিবিলিতে  
বসে দুজনে দুজনের কাছে যথাসন্তুষ্ট স্থুলভ হয়ে উঠলো।

ফিরবার সময় ওরা প্রিসেপ ঘাটে নেমে পার্ক স্ট্রীট পর্যন্ত হেঁটে  
এলো। এখন কনিকে খুব শান্ত মনে হচ্ছে। তার ছটফটানি যেন  
অনেকটা কমে গেছে। ঠিক সিনেমা-থিয়েটার দেখে বেরিয়ে এলে  
যেমন মনটা নরম উদাস হয়ে যায়, কনিবও এখন তেমনি মনে হচ্ছে।

পার্ক স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে কনিব মনে হলো, সে যেন কনি নয়  
—অন্য কেউ। চারদিকে এত আলো, এত সাজানো দোকান, সে  
যেন অন্য এক জগতে এসে পড়েছে। সে জগতে আর কেউ নেই।  
শুধু সে আর শোভন।

শোভন ফিরে দাঢ়ালো।

আচ্ছা কনি, আমি যদি এখন একট ড্রিংক করি, তুমি কি কিছু  
মনে করবে ?

কেন মনে করবো ?

তোমার কোন সংস্কার-ফংস্কার নেই তো ?

না—না। ওসব আমার নেই।

তুমি একট খাবে তো ?

যাহ—

ঐ তো বাবা সংস্কার আছে—

গুটকু খাক। তুমি খাবে, আমি বসে দেখবো। কেমন ?

ঠিক আছে। তুমি তাহলে একট কম্প্যানী দেবে। অঁয়া ?

শোভন কনিকে নিয়ে একটা বারে ঢুকলো। আবছা মিহিন নীলচে  
আলোয় কনিব চোখে যেন ঝিম ধরে এলো। একপাশের ফাঁকা  
একটা টেবিলে দুজনে এসে বসলো। শোভন গয়েটারকে অর্ডার  
দিয়ে কনিকে বললো, জায়গাটা কেমন ? এখানে কেউ তোমাকে  
খুঁজে বের করতে পারবে ?

শোভন হাসলো।

বললো, সেবার কেমন তো ~~তা~~ মাকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে নিয়ে  
চাবিয়ে গিয়েছিলুম ?

কনিও হেসে উঠলো ।

পূজোব ঠাকুর দেখতে গিয়ে—ফিরে গিয়ে তুমই আবার মার  
কাছে ক্রেডিট নিয়েছো ; কিনা—আমি না থাকলে আজ কনিকে  
পাওয়াই যেত না, দিদি—

শোভনা নি, দেখছি—

শুয়েটার ছটো গেলাস এনে টেবিলে রেখে মদ ঢালতে যাচ্ছিল ।  
কনি একটা গেলাস ফিরিয়ে দেয় । শোভন মাল খেতে থাকে ।

কনি বলে, বেশি খেও না । নেশা হয়ে যাবে শেবে ।

শোভন টোট মুছে বলে, নেশার জন্মেই তো থাওয়া—

কনির শোভনকে এসব কথাব জন্মে ভৌষণ ভালো লাগছে । ড্রিংক  
করা সম্বন্ধে খুব কোন সংস্কাৰ নেই । দৰ্গাপুৰে সে বাবার মুখ থেকেই  
শুনেছে, অফিসের বড় সাতেবোৱা ড্রিংক করে । বাবা সব জানে ।  
বলে, ড্রিংক করাটা আজকালকাৰ আৱিস্টক্র্যাসিতে দাঙিয়ে গেছে ।

শোভন হেসে বললো, আমি ভেবেছিলুম, আমাকে মাল থেতে  
দেখে তুম হয়তো শক্ত পাবে—

কনি বলে, তা কেন পাবো ? উঁচু মোসাইটিৰ সবাইতো আজকাল  
ড্রিংক করে ।

কথাটা বলেই কনি দূৰে কোণের দিকে তাকিয়ে ঝট করে মুখ  
দৃঃ রিয়ে আনলো । বললো, শীগগীৰ শেষ করে পালিয়ে চলো,  
সৰ্বনাশ—

কি হলো ?

বলছি, শীগগীৰ শেষ করে চলো, বেরিয়ে পড়ি—

গেলাসটা শেষ করতে শোভনের সময় লাগলো । কনি মুখে রুমাল  
চাপা দিয়ে ছটপট করতে থাকে । শোভন গেলাসটা শেষ করে বিল  
মিটিয়ে বেরিয়ে এসে দেখে, কনি উল্টো দিকের ফুটপাতে দাঙিয়ে ওর

অপেক্ষা করচে । শোভন রাস্তা হৈয়ে ওর কাছে গেল । জিজ্ঞেস  
করলো, চেনাজানা কাউকে দেখতে পেয়েছো, মনে হচ্ছে—

মার বদ্ধু আরতি মাসির বর । কাঁকুলিয়ায় থাকে ।

তোমাকে দেখতে পেয়েছে ?

পেয়েছে, মনে হয় ।

লোকটাকে জিজ্ঞেস করে আসবো ?

কি জিজ্ঞেস করবে ?

তোমাকে দেখতে পেয়েছে কিনা, দেখে থাকলে তোমাকে চিনতে  
পেরেছে কিনা—

ভাবছি, এ যদি আরতি মাসিকে বলে দেয়, আর মাসি যদি  
মাকে—

পাগল হয়েছো ? কেউ বউর কাছে নিজের ড্রিংক করার গন্ত  
করে না ।

জানতুম, লোকটা ভালো—

ভালো নয় ? ড্রিংক করলেই কি কেউ খারাপ হয়ে যায় ? আমিও  
তো ড্রিংক করি । তাহলে বলো, আমিও খারাপ—

তুমি ?

কনি তাব হাতটা চেপে ধরে । বলে, তুমি ভীষণ ভালো—

খানিক দূর গিয়েই সিনেমার একটা হোর্ডিং চোখে পড়লে  
কনির । শোভনকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এই বইটা দেখেছো ?

তুমি দেখবে ?

তুমি দেখবে ?

তুমি দেখবে কিনা তাই বলো ?

আজ ?

হ্যাঁ ?

টিকিট পাবে ?

ঢাখো, এ শোভন দাস—

নাহ, আজ থাক। ফিল্ট অনেক রাত হয়ে যাবে।

তাহলে কবে যাবে, বলো!—

কনি একটু ভেবে বললো, সামনের সোমবারে।

ঠিক আছে। কোন্ শো-এ যাবে বলো ?

ম্যাটিনি।

তাহলে তুমি তৈরী হয়ে থাকবে। আমি গিয়ে দিদিকে বলে  
তোমাকে নিয়ে আসবো।

পারবে মাকে বলে আমাকে নিয়ে আসতে ?

শোভন একদৃষ্টি কনির মুখের দিকে চেয়ে রইলো। কনি ওর  
হাতটা ধরে বললো, বুরেছি, তুমি পারবে।

শোভন মুখে এক রকম আওয়াজ করে বলে, তুমি কি এখনো  
আমাকে চিনতে পারলে না, কনি ?

কনির বুকের ভেতরটা টলটল করতে থাকে। সে তেসে বলে,  
যদি পারো, তাহলে সেদিন তোমাকে আমি একটা জিনিস দেবো।

কি ?

সেদিনই জানতে পারবে।

১৪

সকাল থেকে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। শীতটা এখন বেশ জাঁকিয়ে  
বসেছে, শাগগীর যাবে বলে মনে হয় না। কাল সরসী নিউ  
মার্কেট থেকে কিছু উল কিনে নিয়ে এসেছে। কনির জন্মে একটা  
কার্ডিগান বুনবে।

আজ সকালেই কনির কোমরের মাপ নিয়ে সে ওর কার্ডিগান  
বুনতে শুরু করে দিয়েছে। শাগগীর ওটা শেষ করতে পারলে কনি  
গায়ে দিয়ে কলেজে যেতে পারবে।

কনির বিছানায় বসেই সে ওটা বুনছে। মৃগাঙ্ক কোন্ ভোরে

বেরিয়ে গেছে। বরানগরে ওর গুড়দ্বের আশ্রম তৈরী হচ্ছে।  
মৃগাঙ্ক আশ্রম কমিটির সেক্রেটারি হয়েছে। ওর ওপরে এখন অনেক  
দায়িত্ব। ওকে তাই মাঝে মাঝে খুব ভোরে বেরিয়ে যেতে হয়।  
আশ্রমের কাজ দেখাশোনা করে অফিসে আসে। অফিসের কান্টিনে  
হলুরের লাঞ্চ খেয়ে নেয়। ছুটির পরে আবার বরানগর। বাড়ি  
ফিরতে সেই রাত দশটা।

বাড়ির কোথায় কি হচ্ছে, কোন খবরই রাখে না মৃগাঙ্ক। সরসীর  
সেজন্টে কাজ অনেক বেড়ে গেছে।

টেকলু দেশে চলে গেছে। মালতী যাবে সামনের পৌষ মাসে।  
বদলি লোক একটা দরকার হবে তখন।

এদিকে শোভন প্রায় রোজই আসে ওদের বাড়ি। সব সময়  
কনির জন্যে ছুকছুক করে। কনিও ওকে দেখলে কেমন ছটপট করতে  
থাকে। সরসীর চোখে কোন কিছুই এড়ায় না।

কার্ডিগান বুনতে বুনতে সরসী জিজেস করে, তোকে ও কিছু  
বলে ?

কনি চমকে মার মুখের দিকে তাকায়।

কে ?

আমি শোভনের কথা বলছি—

ও আবার কি বলবে ?

সরসী কার্ডিগানের ঘর গুনতে লাগলো। বললো, ছেলেটা তো  
মোটেই ভালো নয়। ওর সাথে বেশি মেশামেশি না-করাই ভালো।  
আমি তো ওর সাথে মেশামেশি করি না।

না। করবে না।

মালতী এ ঘরেই চা আর জলখাবার দিয়ে গেল।

হাতের উল কাঁটা রেখে সরসী চায়ের কাপে চুমুক দিল।

মুখের ওপর কিছু বলতে পারি না, তাই। নইলে ছেলেটাকে  
আমার একদম ভাল্লাগে না। সত্যি কথা বলতে কি, ও যে আমাদের

এখানে এতবার আসে, ওটা ~~কি~~ আমার পছন্দ নয়। শুধু এ পাড়ায় থাকি, একটি কথা না বললে ফি-জানি-কি ওরা করে বসে। ছেলে ওরা তো মোটেই ভালো নয়। আমাদের সঙ্গে ওরা কী-ই না খারাপ ব্যবহার করেছে! আমাদের উপায় ছিল না তাই কিছু বলিনি। অন্য কেউ হলে ওদের সোজা জেলে পুরে দিত।

কনি খাতার পাতায় কলম দিয়ে দাগ কাটছিল। বললো, তুমি এত কথা বলছো কেন? আম ওর সঙ্গে মিশিও না, মিশতে চাইও না। নেহাত আমাদের বাড়ি আসে, কথা না বললে কি ভাববে, তাই বলতে হয়।

তবু তুমি সাবধানে থাকবে, কনি। তুমি এখনো ছোট আছো। ভালোমন্দ কিছু বুঝতে শেখোনি।

কনি খাতায় দাগ কেটে চলে। সরসী উল বুনতে বুনতে বলে, লেখাপড়া নেই, কালচার নেই। শুধু মস্তানি—মস্তানি করেই ওরা ভেবেছে ঢুনিয়া জয় করবে। আমাদের বেলায় ছেলেরা এরকম ছিল না—

আজকাল কনির চালচলন, কথাবার্তা কেমন যেন একটু অন্য রকমের, মনে হয় সরসীর। তবু কনি বড় হচ্ছে। মুখের শুপর বেশি কিছু বলাও যায় না! মৃগাঙ্কও ওকে বেশি কিছু বলতে বারণ করে।

হৃপুরে খাওয়ার পর সরসী বিছানায় একটু গা দিয়েছে, কলিং বেল বেজে উঠলো। সে উঠে বারান্দায় গেল। সে যা ভেবেছে, তাই—শোভন।

কি ব্যাপার? এখন এই অসময়ে যে?

একটি দরকার আছে!

সরসী এর পর আর কিছু বলতে পারলো না। নিচে গিয়ে দরজা খুলে দিল। জিজ্ঞেস করলো, কি?

ওপরে চুন, বলছি।

সবসৌ এসে তাব বিছানায় বসে । । শোভন সোফটাকে ওর  
সামনে টেনে এনে তার হাতলের ওপর বসে বললো, একটা ভালো  
বই এসেছে, দিদি । তাই হৃষ্টো টিকিট কেটে নিয়ে অলুম । যা ভিড়,  
একেবারে ফাটাফাটি ।

“ও, ওই বইটা ? ওটা নিয়ে তো কাগজে খুব জেখালেখি হচ্ছে ।  
আমিও ভাবছিলুম, বইটা কবে দেখবো ! তোমার দাদা যা মাঝুষ ।  
ওকে নিয়ে কোনদিন কোন প্রোগ্রাম করা যায় না ।

শোভন হাসলো । হাতের বাইসেপে হাত বোলালো । বললো,  
আপনি যখন বইটা দেখেননি, আপনাকে আর একদিন নিয়ে যাবো ।  
আজ কনি যাক আমার সঙ্গে ।

সরসৌ ওর হাতে একটা চিমৃতি কাটলো ।

কনি বাচ্চা মেয়েয়ে । ওর এ সব বই দেখা উচিত নয় ! চলো, তুমি  
আর আমি দেখে আসি । কনিকে কিছু বলতে হবে না ।

শোভন একটু মন খারাপ করে বসে রইলো ।

ক'টার শো ?

ম্যাটিনি---

তাহলে তো এখনি তৈরী হয়ে নিতে হয় । তুমি একটু বসো ।  
আমার বেশি সময় লাগবে না ।

সরসৌ ওয়ার্ডরোব থোকে শাড়ি-ব্লাউস নিয়ে পাশের ঘরে রাখলে  
গেল । নিজের ঘরে সাজতে গেলে শোভনকে পাশের ঘরে পাঠাতে  
হয় । বলা যায় না, কনির সঙ্গে যদি ও কিছু করে ফেলে কিংবা ওকে  
কিছু বলে বসে ।

সরসৌ চুপি চুপি কনির ঘরে গিয়ে দেখলো, কনি চেয়ারে বসে  
আছে । কেমন যেন একটু চঞ্চল । সরসৌ কাছে গিয়ে চাপা গলায়  
বললো, শোভন সিনেমার টিকিট কেটে নিয়ে এসেছে হুখানা—তোকে  
সঙ্গে নিয়ে যাবে বলছে । আমি ওকে বলে ম্যানেজ করেছি, আমিই  
যাবো ।

কনি চমকে তাকালো সবসীর মধ্যেই দিকে ।

তুই বাড়িতে থাকবি । কেও ও যাবি না । তোব বাবা এলে  
গলস, আমাৰ ফিরতে একট দেৱি হতেও পাৰে ।

কনিৰ কাঙ্গা পাঞ্জিল । সে দাতে দাত চিপে কাঙ্গাটাকে হজম  
কৰলো । কিন্তু পাৰলো না । মা শাড়ি পৰতে পাশেৰ ঘৰে চলে  
যতেহ ওৰ চোখ দৰ্যে টপ টপ কৰে ছুফোটা খল বৰে পড়লো ।  
সে তাড়াতাড়ি চোখ ছুটে মুছে নিবে জানলা দিয়ে বাইবে আকাশেৰ  
দিকে চেয়ে বহুলা ।

শাড়ি পৰে সবসী ঘৰে এসে দখলা, শোভন মুখ শুকিয়ে বসে  
আছে ।

সবসী চটপট ড্ৰেসিং টেবিলেৰ সামনে মুখে পুক কৰে পাউডাৰ  
মধ্যে আলতো কৰে ভুক একে নিল । চোখে কাজল আৰ ঠোটে পুক  
কৰে লিপষ্টিক পৰে মেঠেৰ শীশি খুলে নিজেৰ বুকেৰ কাছে একট  
লাগলো । তাৰপৰ উঠে গিয়ে শোভনেৰ জামায় একট তেলে দিয়ে  
ওৰ ঘাড়ে চিমাটি কেটে বললো, চলো । হয়ে গেছে আমাৰ ।

শোভনেৰ মনটা প্ৰথমে একট খাবাপ হয়ে গিয়েছিল । এখন  
দিদিব মেক-আপ আৰ সাঙগোজ দেখে ওৰ আৰ আগোৰ মতো তত  
খাবাপ লাগছে না । এখন দিদিকে দেখে মনে হয় না, কনি ওৰ মেয়ে ।

কিন্তু কনিব জন্মে ওৰ খাবাপ লাগে । কনি আজ কত আশা  
কৰেছিল । সেদিন সে কনিকে কথা দিয়েছিল, আজ ওকে সে সিনেমা  
দেখাবে । কনি হয়তো কত কীভৱেছিল । কিন্তু দিদি আজ সব  
ভেস্তে দিল ।

অথচ সবসীৰ ওপৱে শোভনেৰ আজ বাগও হচ্ছে না । এমনকি,  
সবসী কনিব সঙ্গে ওকে যে একবাৰ দেখাও কৰতে দিল না, তাতেও  
শোভনেৰ রাগ লাগলো না ।

কনিকে আড়াল কৰে সৱসী শোভনকে আগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে  
যেতে বললো । পৱে মালতীকে কি বলে সে নিচে নেমে এলো ।

রাস্তায় বেরিয়ে শোভনের পাশে হাঁটাটতে সে বললো, আজ  
আমার কী আনন্দই যে হচ্ছে ! আমি ভাবতে পারিনি, তুমি আমাকে  
সিনেমায় নিয়ে যাবে ।

শোভন বললো, আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে, দিদি—

সরসী এক পলকে শোভনের মুখটা দেখে নিয়ে শোভনের সঙ্গে  
পাল্লা দিয়ে হাঁটতে লাগলো । শোভন তেজী ঘোড়া । সে ওর সঙ্গে  
হেঁটে পারবে কেন ? হাঁটতে গিয়ে একটু টাপিয়ে পড়ছিল সরসী ।

একেবারে পেছনের রোয়ের এক পাশের ছুটো সিট । অন্ধকার  
শোভন জিজ্ঞেস করলো, সিটটা আপনার পছন্দ হয়েছে কোথা ?  
সরসী রাগ দেখালো ।

তুমি আমাকে ‘আপনি’ বলো, আমার একেবারে ভালো লাগে  
না, শোভন । কেন, তুমি আমাকে ‘তুমি’ বলতে পারো না ?

আমিও তাই ভাবছিলাম, দিদি । ‘আপনি’ বললে ভৌগণ ডিস্ট্রাক্ট-  
ডিস্ট্রাক্ট মনে হয় ।

অবিশ্বিত, যদি আমাকে তোমার খুব ওল্ড মনে হয়, তাহলে বোধহয়  
‘আপনি’ বলাই ভালো ।

এবাব শোভন সবসীর গা ঘেঁষে বসে তার হাতের ওপর হাত  
রাখলো ।

তোমাকে যদি ওল্ড বলতে হয়, তাহলে সবে শার্ডি-পরা চুক্রীদেরও  
ওল্ড বলতে হয় । সত্যি দিদি, তোমাকে যেদিন প্রথম কনির সঙ্গে  
দেখি, সেদিন কি ভেবেছিলাম, জানো ?

কি ?

ভেবেছিলাম, কনির কোন ফ্রেণ্ড বা দিদি-টিদি হবে ।

সবাই কিন্তু তাই বলে । কেন বলে বলো তো ?

সরসীর হাতের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে শোভন বলে,  
তোমাকে যে দেখতে ভৌগণ ইয়ে—

ছবি আরস্ত হয়ে গেল

শোভনের পাশে বসে সরস। ছবি দেখছে। সরসী হিসেব করে দেখলো, তার বিয়ের পরের বছরই কনি হয়েছিল। কনির বয়েস এখন সতেরো-আঠারো হবে। তাহলে সে শোভনের চেয়ে কম করেও আট-দশ বছরের বড়। সে জানে, আট-দশ বছরের বেশিকম কোন বেশিকমই নয়। তার নিজের কাকার চেয়ে কাকিমা সাত-আট বছরের বড়। তবু তজনে দিব্য ঘর-সংসার করে তো জীবনটা কাটিয়ে দিল।

কিন্তু আর একটা দিক আছে। শোভনকে তার সত্যিসত্ত্বাই কি ভালো লাগে? তাহলে কি কাঁকুলিয়ার আরতির মতো সেও একটা নতুন গল্লের নায়িকা হতে চলেছে? সরসী নিজের মনের মধ্যে ডুব দিয়ে এর উওর খুঁজতে লাগলো। কেন? আজ সকালেই সে কনিকে বলেছে সে কথা। শোভনকে তার একেবারেই ভালো লাগে না। ভালো লাগালাগির কথাই যদি ওঠে, তাহলে রকমারি স্টোর্সের হেরম্ব বরং অনেক ভালো। যেমনি দেখতে, কথায়-বার্তায়ও তেমনি। ঠিক যেন দুর্গাপুরের আকাশের ধৰনে জ্যোৎস্না রাত। কিন্তু শোভন? একটা মস্তান—পাড়ার আচ্চিসোস্তাল এলিমেন্ট। সে অবশ্য পাড়ার অন্যান্য আচ্চিসোস্তালদের হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছিল। সেজন্তে সে ওর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাই বলে সে ওর সঙ্গে তার নিষ্পাপ মেয়ে কনিকে মিশতে দিতে পারে না। শোভন কনিকে ‘স্পয়েল’ করবে, সে তা হতে দেবে না। কনি যে তাদের সব। মৃগাঙ্ক আর তার অনেক স্বপ্ন ছিল। সব ভেঙে গেছে। কনির মধ্যে তারা তাদের স্বপ্নকে সফল দেখতে চায়।

কলকাতার নামী কলেজে তাকে ভর্তি করানোর জন্যে মৃগাঙ্ক দুর্গাপুর থেকে ট্রাল্ফার হয়ে এসেছে। এখানে যদি তাদের স্বপ্ন ভেঙে যায়, তাহলে ওরা আর কি নিয়ে বাঁচবে?

কিন্তু শোভন প্রায় রোজই তাদের বাড়ি কেন আসে, তা কি সরসী জানে না? সেখানেই তার ভয়।

শোভন সরসীর হাতে চাপ দেয় ।

চৰিটা দেখছো না ? দাঁড়ণ জমে উঠেছে এখানটা ।

সরসী শোভনের হাতখানা নিয়ে কোলের ওপর রাখলো । শোভন  
বেশ নেশাগ্রস্তের মতো ওর মুখের দিকে তাকায় । সরসী তখন ওর বাঁ  
হাতটা শোভনের কাঁধের ওপর ছড়িয়ে দেয় । কানের কাছে মুখ  
এনে শঙ্গে গলায় ডাকে, শোভন, শোভন—

শোভন নেশাগ্রস্তের মতো ওর দিকে চেয়ে আছে ।

তুম আমাকে এমনি মাঝে মাঝে সিনেমা দেখাতে নিয়ে আসবে ?

সিনেমা ওরা বেশিক্ষণ দেখতে পারলো না । সিনেমা দেখার যে  
মন থাকা দরকার, ওদের তা ছিল না । কতকগুলি অর্থহান নিষ্প্রাণ  
ছবি চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে । ওরা তার মধ্যে নিজেদের  
ডুবিয়ে রাখবার মতো তেমন কিছু খুঁজে পায় না । তার ওপর শোভন  
যখন বিশেষ বাড়াবাড়ি শুরু করলো, তখন সরসী বললো, চৰিটা  
আমার একটও ভালো লাগছে না । তোমার ?

আমারও না ।

তাহলে চলো, অন্য কোথাও যাই—

তাই চলো । আমার একটা জায়গা আছে । এক বন্ধুর ফ্র্যাট ।  
একা থাকে ।

তাহলে সেখানেই চলো ।

হল থেকে বেরিয়ে শোভন একটা ট্যাঙ্কি নিল ।

তখনো কলকাতার রাস্তায় রোদুর আছে । বিকেলের ট্রাম ঘণ্টা  
বাজাতে শজাতে এস্প্লানেজের দিকে ছুটে যাচ্ছে ।

ট্যাঙ্কি এসে লেকের কাছে একটা বিরাট বাড়ির সামনে দাঢ়ালো ।  
ট্যাঙ্কি ছেড়ে দিয়ে গেটের কাছে আসতেই দারোয়ান বললো, পাণ্ডে  
সাব নিকাল গিয়া—

দারোয়ান শোভনকে চেনে । দারোয়ানের কথা শুনে শোভন  
একটও হতাশ হলো না । সরসীকে রাস্তায় দাঢ়াতে বলে সে কাছেই

একটা পানের দোকানে গেলি। পাণ্ডে যখন বাইরে যায়, এই পাশের দোকানে তার ফ্ল্যাটের চাবি থাই। পানের দোকানীকে বলা আছে, শোভন চাইলে ওকে সে যেন চাবি দিয়ে দেয়।

শোভন চাবি নিয়ে লিফটে এসে উঠলো। সবসী ওর পাশে। সে শোভনের নিখুঁত ব্যবস্থাপনা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে। তাবদিকে ডালপালা মেলে দিয়ে এই ঘূরক কেমন বেপরোয়াভাবে বাঁচছে। আর যুগান্ধি? একটা অকালবার্ধকা তাকে গ্রাস কবেচে। কেবল গুরু আর ধর্ম নিয়ে কি কেউ বাঁচতে পাবে? তবু শোভনের সঙ্গে সে তার কনিকে ভাবতে পাবে না। তাবে, এব হাত থেকে সে কনিকে বাঁচাবে কি করে?

পাণ্ডের ফ্ল্যাটের সামনে এসে শোভন চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিল। ভেতরে কি সুন্দর ব্যবস্থা! সামনেই কাশীদি কার্পেটের ওপর সোফা-সেট। দেয়ালের ধাবে পাথরের কতকগুলো মূর্তি। বেশ পুরনো কালের শুণ্ডলো। সাফার ওপরে এক সেট তাস। টেবিলের ওপরে একটা চিনেমাটিল বিখাট আশ ট্রে। ওতে সিগারেটের টকরোর পাহাড়।

শোভন পাশের ঘরে গেল। সরসী ওর পেছনে। এটা শোবার ঘর। ডানলোপিলোর বিছানা। বিছানার সামনাসামনি দেয়ালের ধার ঘেঁষে একটা ড্রেসিং টেবিল।

শোভন পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে দেখলো, সরসী টেবিলের ওপর বাঁগটা রেখে সোফায় হেলান দিয়ে বসে পড়েছে। শোভন ভুঁরু নাচিয়ে জিজেস করে, জায়গাটা কেমন?

সরসী খুব ইঙ্গিতময় হাসি হাসলো। বললো, চমৎকার!

শোভন একটা সিগারেট ধরালো।

সরসী বললো, দাঢ়িয়ে রইলে কেন? বসো—

শোভন সামনের সোফায় বসতে যাচ্ছিল। সরসী বলে, অত দূরে বসছো কেন?

শোভন ওর পাশে এসে বসে বললুম, এখানে কোন অস্বিধে নেই  
ওন ইওর ওন ফ্লাট। একেবারে নিজেদের ফ্ল্যাট মনে করতে পারো।

সেইজন্তোষ ওন ইওব ওন ফ্ল্যাট? কৌ সুন্দর তুমি বলো,  
শোভন?

শোভনের কাঁধের ওপর একখানা হাত মেলে দিয়ে সরসী ওর  
বুকের ওপর মাথা রাখলো। শোভনের বুকের ভেতর বিসর্জনের বাজনা  
বাজছে।

শোভন, আজ তোমাকে আমার কী যে ভালো লাগছে!

শোভন একটা হাত সরসীর কোমরে রাখলো। তার এখন এক  
পলকের জন্যে কনির কথা মনে পড়লো। সে এত সহজে কোন দিন  
নিজেকে তাব কাছে তুলে দেয়নি। অনেক আড়ষ্টতা, অনেক  
প্যান্প্যানানি পেবিয়ে তাকে ওব কাছে পৌঁছতে হয়েচে। সে তুলনায়  
সরসী দেহে মনে অনেক বেশি পরিণত। অন্তত শোভনকে তার  
কাছে পৌঁছতে বিশেষ চেষ্টা করতে হয় না। সরসী নিজেই তাকে  
পৌঁছিয়ে দেয়।

এবার সরসী দৃহাতে শোভনের গলাটা জড়িয়ে ধরলো। বললো,  
সেই-যে সেদিন তুমি আমাকে তোমাব হংখের কথা বলেছিলে, শুনে  
সেদিন থেকেই আমি শুধু তোমার কথাই ভেবেছি। বাড়িতে বাবা-  
মা চায় না তোমাকে, অন্তত চায়নি—মনে পড়ে, বলেছিলে একদিন?

শোভনের মুখ্টা আরো বেশি ঝুঁকে পড়লো সরসীর মুখের  
ওপর। সরসী শোভনের মুখের ওপর ঝুলে-পড়া চুলগুলো সরিয়ে  
দিতে দিতে বলে, তুমি আমাকে ভুলে যাবে না তো, শোভন? অন্ত  
কাউকে ভালোবাসবে না তো?

শোভন সিগারেটে একটা টান দিয়ে টুকরোটা অ্যাশ ট্রেতে গুঁজে  
দিল। আবার সে সরসীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লো। বললো,  
তাহলে তোমাকে একটা কথা বলি, দিদি। রাগ করবে না তো?

না, রাগ করবো না। বলো—

আমি কনিকে চাই। তোমাৰ কোন আপত্তি আছে ?

সরসীৰ বুকেৱ ভেতৱটা ধূক কৱে উঠলো। সে ঠিকই ধৰেছে।  
শোভন কনিকেই চায়। ওৱ নিষ্পাপ মেয়ে কনিকে শোভন পেতে  
চায়। উহু, সে ভাবতে পারে না।

সরসী নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আমাকে চাও না ?

তোমাকেও।

তা কি কৱে হয় ? দুজনকে তুমি একই সঙ্গে পেতে পারো না।  
একজনকে তো ছাড়তেই হয়। তাহলে আমাকে—

শোভন ভাবতে থাকে। সরসী জানে, শোভন কি ভাবছে।  
তাকে আৱ কোন কথা বলতে না দিয়ে সে শোভনেৱ বুকেৱ ওপৱ বুক  
চেপে ধৰে পাগলেৱ মতো বলতে থাকে, না, তুমি কনিকে ভালো  
বাসতে পারবে না। শোভন, আমি তোমাকে চাই। তুমি আৱ কারো  
নও। তুমি শুধু আমাৱ, একমাত্ৰ আমাৱই।

শোভন তবু ওকে কিছু বলছে না। সরসী বুৰতে পারে, শোভন  
মনে মনে কি ভাবছে। বলে, না, তুমি কনিৰ কথা আৱ ভাববে না।  
আমি কিছু রাখবো না। সব তোমাকে দিয়ে দেবো। তুমি কনিকে  
ভুলে যাও, কনিৰ কথা ভুলে যাও। তুমি শুধু আমাৱই, তোমাকে  
ছাড়া আমি...শোভন...শোভন...

১৫

এখন ছুটিৱ দিনেও মৃগাক্ষৰ ছুটি নেই। সপ্তাহে সব দিনই তাকে  
বেৱোতে হয়। রবিবাৰও বাদ যায় না। রবিবাৰে বৱং বেশি কাজ  
থাকে তাৱ। রবিবাৰে সে ভোৱে বেৱিয়ে যায়; কখন ফেৱে, কোন  
ঠিক নেই।

মৃগাক্ষৰ চেহাৱাটাও খুব খাৱাপ হয়ে গেছে। হবে না ? যা  
খাটুনি ! মালতী সরসীকে একদিন সে কথা বলেছিল। সরসীও

জানে সে কথা । বলে, আমি আর **কি** করবো, বলো ? সে যদি ইচ্ছে  
করেই বেশি খাটে, যদি ইচ্ছে করেই শরীর নষ্ট করে, তুমিই কি করবে  
আর আমিই বা কি করবো ? কি একটা আশ্রম জুটেছে, দিনরাত  
নাওয়া খাওয়া নেই, শুধু তারই কাজ ! বাড়িতে শুকে কিছু করতে  
হয় ? বাজারটা—তাও তো তুমিই করো, ওর তো শুধু গুরু আর  
আশ্রম—আর কিছু নেই ।

মালতী দরজার কাছে ঢাকিয়ে থাকে । বলে, সব দিন আবার  
উনি খানও না । এরকম করলে কঠিন অস্মৃত বাধিয়ে বসবেন উনি ।

সরসীর উলের হাত ছুটতে থাকে, থামে না ।

কঠিন অস্মৃত বাধিয়ে বসে, বসবে । আমি কি করবো ? আমার  
কথা কি এ বাড়ির কেউ শোনে ?

সরসীর ঘর ভুল হয়ে গেল । খুলে আবার বুনতে লাগলো ।

আমিও ঠিক করেছি, কাউকে আর কিছু বলবো না । যে যেমন  
ভাবে চলুক, যা খুশি করুক, আমি কিছু বলবো না ।

হাতের কাঁটা থেকে চোখ তুলে সরসী মালতীর দিকে তাকালো ।  
কনি কি করছে ?

মালতী কনির ঘরের সামনে থেকে ঘূরে এলো ।

পড়ছে ।

সরসী উল বোনে । বুনতে বুনতে বলে, আমরা ছর্গাপুরে ছিলাম  
ভালো । সেখানে কোন ঝুটিবামেলা ছিল না । তোমার দাদাবাবুও  
অফিস আর কোয়ার্টার ছাড়া কিছু জানতো না । অফিস থেকে  
ফিরে এসে আর বেরতো না সে । সঙ্ক্ষেয় তু একজন বন্ধুবান্ধব তাস  
খেলতে এলে, খেলতো । তারপর আর কোন কাজ নেই । এখানে এসে  
কী যে ভুল হয়েছে আমাদের ।

সরসী মাঝে মাঝেই একথা বলে । যাকে পায়, তাকেই বলে ।  
মৃগাঙ্ককে বলেছে । শোভনও একথা শুনেছে বহুবার । শোভন  
অবশ্য বলে, যা-ই বলো । আমি কিন্তু তোমার কথা মানতে রাজী নই ।

ঠিক তখনই সেদিন সৱাসী ফস্কে বলে ফেলেছিল, ঢাখ শোভন, তোমাদের ইট মারার ব্যথা এখনো আমার বুকের ভেতর আছে। থাকবেও চিরদিন। তবু বলছো, আমরা এখানে এসে ভুল করিনি?

সেজন্টে তো আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি, দিদি।

সব জিনিস কি ক্ষমা করা যায়, শোভন?

আমি আর কি করতে পারি, বলো?

তোমাকে আর কিছুই করতে হবে না! এখন এখান থেকে আমর ভালোয় ভালোয় চলে যেতে পারলে, বাচ্চি।

তুমি তাহলে আমার ওপর ইন্জাস্টিস্ করবে।

ইন্জাস্টিস্?

শোভন হঠাত সরসৌর মুখের দিকে তাকালো।

তুমি তাহলে আমাকে সেজন্টে ক্ষমা করোনি?

ক্ষমা আমি করেছি। কিন্তু ভোলা যায় না ঘটনাটা।

বলছি তো, ভুল হয়ে গেছে। আর কি করবো, বলো?

ও ভুল তোমরা আবার করতে পারো। তোমাদের আমি চিনি না?

হঠাত শোভন উঠে দাঢ়িয়ে পড়ে। বুকে হাত দিয়ে বলে, এ শোভন দাস। যখন যাকে কথা দেয়, রাখে। তোমাদের গায়ে আর যদি কখনো কেউ একটা কঁটার আঁচড় দেয়, তাহলে আমি বড় ফেলে দেবো।

সরসী হেসে ওর হাত ধরে বসিয়ে দেয় সোফায়।

আমি এমনি বলছিলুম কথাটা। কিছু মনে করো না।

সরসৌর এখানে আর একেবারেই ভালো লাগছে না। মৃগাঙ্ককেও সে বলেছে, অন্য কোথাও একটা ফ্ল্যাট ঢাকো। এখানে বেশি দিন থাকলে পাগল হয়ে যাবো।

মৃগাঙ্ক ওর কথায় কান দেয় না। বলে, এই তো বেশ দিব্যি চলে যাচ্ছে। আর কি চাই? কেন মিছিমিছি আবার অন্যথানে যাবে?

মৃগাঙ্ক বুঝবে কি ? ও তো পুরীর মাহুষের মতো খায়, দায়,  
চলে যায়। কোন খবর রাখে ?

সরসী কখনো কনিকে শোনায়, কখনো বা মালতৌকে, যত জ্বালা  
আমারই ! উনি বাবা হয়ে গুরু আর আশ্রম করে বেড়াবেন। আর  
আমি মা হয়ে যেন খুনের দায়ে ধরা পড়েছি।

সকালে শোভন এসেছিল। গেছে একটার পর। সেদিনের পর  
থেকে শোভন আর কনির জন্মে বড়ো একটা উশখুশ করে না। এলে  
এ ঘরেই বসে। গালগল করে, দু'একটা খুব মোটা ধরনের রসিকতা  
করে। সিনেমা-থিয়েটারের নায়ক-নায়িকা, ফুটবল-ক্রিকেট, রাজ-  
নীতি, ফ্যারিলি প্ল্যানিং—কোন কিছুই বাদ যায় না।

কিন্তু শোভনের একটা দোষ। এলে সে আর উঠতে চায় না।  
অনেক বেলা করিয়ে দিয়ে যায়। তবে অন্য দিক থেকে সরসী  
অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। শোভন আর কনিকে বিশেষ  
থোঁজে না, তার ঘরে যাবার জন্মেও উশখুশ করে না। সেদিন থেকে  
সরসী লক্ষ্য করছে, সে কনির নামও আর মুখে আনে না।

তবু ভালো, কনিকে সে শোভনের মতো একটা নোংরা ছেলের  
হাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছে। কিন্তু কি মূল্যে সে কনিকে  
এখনো এখানে পরিত্র রাখতে পেরেছে, সে কথা কনি বা মৃগাঙ্ক কেউ  
জানে না। সে মূল্যের পরিমাণ কেউ বুঝবে না, তার গুরুত্ব কাউকে  
বোঝানো যাবে না।

নিজের গায়ে নোংরা যা জাগে, জাগুক ! কনি ওর বড়ো নিষ্পাপ  
মেয়ে। বড়ো ছেলেমাহুষ—পৃথিবী সম্বন্ধে কিছুই জানে না। ওকে  
যেন শোভনরা নোংরা হাতে না ছোঁয়।

একটার পরেও শোভন বাড়ি যেতে চাইছিল না। ওদের দলের  
একটা ছেলে এসে রাস্তা থেকে ডাকলো, তাই সে উঠে গেল।  
নইলে আরো কিছুক্ষণ থাকতো হয়েতো।

শোভন চলে যাবাটি পৰ একটা গাড়ি এসে দরজার সামনে  
থামলো। মৃগাঙ্ককে নামিয়ে দুয়ে চলে গেল।

সরসী খেতে যাচ্ছিল। ওর হঠাত মনে পড়লো, আজ রবিবার।  
ভোরে মৃগাঙ্ক বরানগরে গিয়েছিল। এত বেলায় ফিরছে। খাওয়া  
হয়েছে কিনা, কে জানে। সে মালতীকে বললো, মালতী, তোমার  
দাদাবাবু খেয়ে এসেছে কিনা জিজ্ঞেস করে এসো তো—

মৃগাঙ্ক জামাপ্যান্ট ছেড়ে বাথরুমের দিকে যাচ্ছিল। মালতী  
ওকে জিজ্ঞেস করলো, ও খাবে কিনা। সরসী খেতে বসে শুনলো,  
মৃগাঙ্ক বলছে, ও খেয়েই এসেছে।

খাওয়ার পর মুখ-হাত ধুয়ে সরসী ঘরে এসে দেখলো, মৃগাঙ্ক  
কি সব কাগজপত্র দেখছে। আশ্রমেরই হবে বোধহয়। সরসী জিজ্ঞেস  
করলো, কোথায় খেলে আজ ?

মৃগাঙ্ক খুব নিবিষ্টভাবে কাগজগুলো মেলাচ্ছিল। সে মুখ না  
তুলেই বললো, আশ্রমের এক শিশ্যের বাড়িতে।

সরসী টেবিলের ওপর থেকে খবরের কাগজখানা নিয়ে বিছানায়  
গা ঢেলে দেয়। পাঁচ মিনিট কাগজখানা পড়তে না পড়তে ঘুমে  
চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে।

কনি এসে বিছানার পাশে দাঢ়ায়। কাগজে সরসীর মুখটা ঢাকা  
পড়ে গিয়েছিল। সে কনিকে দেখতে পায়নি। কনি ডাকে, মা—

সরসী কাগজটা সরিয়ে নেয়।

আজ একটু মিঠুর বাড়ি যাবো ?

সরসী কনিকে দেখছিল। তার নিষ্পাপ মেয়ে কনি। মুখখানা  
এখনো তেমনি কচি আছে। কোন পাপ ওকে স্পর্শ করেনি। কোন  
পাপ যেন ওকে স্পর্শ না করে।

কনি ডাকে, মা—

যাও। কিন্তু ব্রাহ্মায় কারো সঙ্গে কথা বলবে না। সোজা  
মিঠুর বাড়ি যাবে আর চলে আসবে।

আচ্ছা—

কনি চলে যাচ্ছিল। সরসী ডাক্তার আর শোন—

কনি ফিরে আসে।

তুই এতবার মিঠুর বাড়ি যাস, মিঠু একবারও আমাদের বাড়ি  
আসে না কেন রে ?

কনি কি বললো, ঠিক বোধা গেল না। সরসী বলে, ওকে  
একবার আসতে বলবি তো ? বলবি, মা ডেকেছে—

বলবো—

কনি চলে যায়। সরসী কাগজ সরিয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে।  
কনির শরীরটা কি সুন্দরভাবে গড়ে উঠছে। এ কি সেই কনি, যাকে  
সে ছোটবেলায় বাথরুমে নিয়ে গিয়ে জামা-ইঞ্জের খুলে নিজের হাতে  
সাবান মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিত। ছ' বছর বয়েস পর্যন্ত ও নিজের  
হাতে খেতেই জানতো না। স্নান করিয়ে থাইয়ে দিতে না দিতেই  
ওর চোখে ঘূম এসে পড়তো।

সেই কনি।

কনির কথা ভাবতে ভাবতে চোখ বুঝ আসে সরসীর। খবরের  
কাগজটা বুকের ওপর খসে পড়ে।

মৃগাঙ্ক হিসেব মিলিয়ে কাগজগুলো ফাইলের মধ্যে গুছিয়ে ব্যাগে  
পুরে রাখলো। ব্যাগটা ড্রয়ারে রাখতে গিয়ে শব্দ হলো একটা।  
সরসী চোখ খুলে আবার বন্ধ করলো।

মৃগাঙ্ক সরসীর বুকের ওপর থেকে খবরের কাগজখানা তুলে এনে  
সোফায় বসে চোখ বোলাতে লাগলো।

বিকেলে চা খেতে বসে মৃগাঙ্ক সরসীকে বললো, আশ্রমে আমার  
জন্যে একটা ঘর তৈরি হচ্ছে।

সরসী তাকালো ওর মুখের দিকে। কেমন ভাবলেশহীন মনে  
হচ্ছে সরসীর মুখখানা। মৃগাঙ্ক হাসলো।

ভয় নেই। এখনই ওখার চলে যাচ্ছ না। আফটাৰ  
রিটায়ারমেন্ট। যাক, তবু একটা শেল্টাৰ তো হয়ে রাইলো।

১৬

ৱাত আটটা বাজলো। কনি ফেরেনি। সৱসী অস্থিৱ হয়ে  
উঠছে। কনিৰ কাডিগান বুনতে বুনতে সে বাবৰার ঘড়িৰ দিকে  
তাকাচ্ছে।

মৃগাঙ্ক আজ আৱ বেৰোয়নি। সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে গুৱদেবেৰ  
একখানা বহি পড়ছে। মৃগাঙ্কৰ কোন ছটফটানি নেই। সে ধীৱ  
স্থিৱভাবে বইটা পড়ে চলেছে। হঠাৎ একসময় সে উঠে বসে বইয়েৰ  
পাতায় একটা চিহ্ন দিয়ে ওটা বক্ষ কৱে বালিশেৰ পাশে রেখে দিল।  
বললো, জানো সৱসী, মাহুষেৰ যেমন সবসময় একটা শেল্টাৰ চাই,  
তেমনি মাহুষেৰ আঞ্চাও সব সময় একটা শেল্টাৰ থোঁজে। ভাবো,  
এই পৃথিবী ছেড়ে মাহুষ যখন চলে যায়, তখন তাৰ আঞ্চা কতো  
অসহায়। কোন আশ্রয়ই নেই—

সৱসী উলৈৰ কাঁটা খেকে চোখ না তুলেই জিজেস কৱে, কে  
চলে যায় ?

মৃগাঙ্ক মুখ শুকিয়ে বলে, থাক। তুমি আমাৰ কথা শোনোনি।  
তুমি বোধহয় একটু অন্তমনংক আছো—

আধো না, আটটা বাজলো—এখনো কনি এলো না।

সৱসীৰ কথা যেন মৃগাঙ্ক শুনতে পেল না। নিজেৰ মনে সে  
বললো, মাহুষ তাৰ বাস্তব সমস্তাকেই একমাত্ৰ সমস্তা বলে মনে কৱে।  
আশ্চৰ সমস্তা যে তাৰ চেয়ে অনেক বড়ো সমস্তা, সে কথা তুলে  
যাব।

সৱসী বিৱৰণ হয়। বলে, তোমাৰ ওই সব বড় বড় কথা আশ্চৰ  
গিয়ে বলো। তোমাৰ ওসব আঞ্চা-টাঙ্গাৰ কথা আমাৰ শুনতে একদম

ভালো লাগে না, সব শুনতে আমি বাজলেও বাসি না। দেখছো না,  
রাত আটটা বাজলো—এখনো কনি ফিরলো না।

ফিরবে, ফিরবে। বন্ধুর বাড়ি গেছে, না ফিরে যাবে কোথায় ?

সরসী আর চুপ করে বসে থাকতে পারলো না। সে হাতের উল,  
কাঁচা আর আধ-বোনা কার্ডিগানটা টেবিলের ওপর রেখে বারান্দায়  
উঠে গেল। বারান্দা থেকে রাস্তায় যতদূর দেখা যায়, তাকিয়ে  
দেখলো। কনিকে বা কনির মতো কাউকে আসতে সে দেখতে  
পেল না। ঘরে ফিরে এলো। মালতীকে ডাকলো। মালতী এলে  
তাকে জিজ্ঞেস করলো, তাকে কনি কিছু বলে গিয়েছে কিনা। না, সে  
ওকে কিছু বলে যায়নি। শুধু শুকেই বলে গেছে, সে মিঠুর বাড়ি  
যাচ্ছে। বেলা দুটোর সময় গেছে, এখন সাড়ে আটটা—সাড়ে ছ'টা।  
মিঠুর বাড়ি তো জ্যান্ডার্ডেনে। আধ ঘণ্টায় হেঁটে যাওয়া যায়।

১৭

শীতের বিকেলের কেমন একটা শুদ্ধ বিষণ্ণতা আছে। পাঁচটা  
বাজতে না বাজতেই সূর্য ডুবে যায়। তখনও সেই বিষণ্ণতা কাটেন।  
মনে হয়, সব যেন ফুরিয়ে আসছে। যেটুকু আছে, একটু পরেই  
নিঃশেষিত হয়ে যাবে। জীবনটাকে তখন ভীষণ ছোট এবং অর্থহীন  
মনে হয়। যেদিকেই তাকাও, কেমন একটা যাই-যাই ভাব।

রাস্তার দু'কান-ঢাকা বৃক্ষ ফেরিওয়ালাটা ফুলকপি ডাকতে ডাকতে  
মোড়ের মাথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। কার্ডিগান বুনতে বুনতে বারান্দায়  
দাড়িয়ে সরসীর নিজেকে বড়ো একা মনে হয়। বাড়িতে মালতী  
আছে। কনিও ফিরেছে একটু আগে। বিষণ্ণতায় সরসী ওদের সঙ্গে  
কথাই বলতে পারে না। মালতীর সঙ্গে অপ্রয়োজনে সরসী কথাই  
বলে না। ঘড়ি চুরির ব্যাপারের পর রাস্তাঘরের দূরব্যটা আরো বেড়ে  
গেছে। সরসী ভাবে, কোথা থেকে কী সব হয়ে গেল। খামোখাই

মালতী আর টুকলুকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে শোভন কি প্রমাণ করতে চেয়েছিল ? ঘড়িটা পাওয়া যায়নি । মাঝখানে কতকগুলো অগ্রীতিকর ঘটনাই ঘটলো শুধু । সরসীর জানতে বাকি নেই, ঘড়িটা কার থপ্পরে গেছে । মালতীকে ছাড়িয়ে আনার পর শোভন বিরক্তি প্রকাশ করেছিল । এমনকি, কাজটাকে ‘ফুলিশনেস’ বলতেও ওর নোংরা জিভে আটকায়নি ।

ঢুনিয়ায় তুমিই শুধু চালাক, শোভন ? আর সবাই ঘাসে মুখ দিয়ে চলে, না ? ভেবেছো, তোমার চালাকি দিয়ে তুমি ঢুনিয়া মাত করবে ? অত সহজ নয় ।

সরসী নিজের মনে কথাটা বলেছিল ।

বেচারা মালতী ! মিছিমিছি ওকে কত অপমানই না সহিতে হলো ।

সেই ঘটনার পর থেকে সরসীর মৃগাঙ্কর ওপরে শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেছে । শাস্তি মাথায় সে কেমন সমস্ত ঘটনাটা পরিকার বুঝে নিতে পারে । পারবে নাই বা কেন ? সংসারের ঝুটঝামালি তো তাকে কিছু পোয়াতে হয় না । ওর মতো হলে সেও সব খুব খোলামেলা বুঝে নিতে পারতো । তবু মৃগাঙ্কর ওপরে ওর অসীম শ্রদ্ধা ।

এ সময়ে পশ্চিম আকাশের দিকে তাকানোই যায় না । যেমন এইমাত্র সব ফুরিয়ে যাবে, সব ফুরিয়ে গেল । বুকের ভেতরটা হু-হু করে ওঠে ।

সরসীর সেদিনের ঘটনাটা মনে পড়ে যায় । শোভনের নোংরা হাত থেকে কনিকে বাঁচাতে সে নিজেকে নির্বজ্জের মতো সেদিন তুলে দিয়েছিল । কিন্তু তাছাড়া তার করবারই বা আর কি ছিল ? সে যে কত অসহায়, সেদিনের কথা ভাবলেই সে বুঝতে পারে । তার সমস্ত অস্তিত্বই জ্ঞান কেঁপে ওঠে । সে যা জেবেছিল, ঠিক তাই । শোভন কনিকেই পেতে চায় । তার এত সতর্কতা, এত কড়া পাহারা—সব গিয়ে হয়ে গেল । সেদিন শোভন কনিকে নষ্ট করার জন্মেই ওদের ঝ্যাটে খুব উপকারী সেজে চুকেছে । সরসী যে তা বুঝতে পারেনি,

তা নয়। কিন্তু বুঝেও সে কিছু করতে পারলো না। সেদিন মালতী  
বেমন কেঁদেছিল, সেও তেমনি শোভনের কাছে সেদিন কেঁদে কনিকে  
ছেড়ে দিতে বলেছিল। মালতীতে আর তাতে কোন অমিল নেই।  
হজনেই সমান অসহায়, হজনেই সমান হংশী।

এসব কথা সরসীর ভাবতে ভালো লাগে না। মনের ভেতরটা  
নিঃশব্দে পুড়ে পুড়ে থাক হতে থাকে। এখন চটপট ফ্ল্যাটটা বদলে  
ফেলতে পারলো কনিকে শোভনের হাত থেকে এখনো বাঁচানো যায়।  
যোধপুর পার্ক, ভবানীপুর কিংবা বালিগঞ্জ কিংবা এখান থেকে দূরে—  
'একটু ভদ্র-পল্লীতে, যেখানে শোভনরা নেই, যেখানে কনিকে একটু  
ভালোভাবে মানুষ করা যায়। সেদিন সে দিনান্তিক। স্টোর্সের  
হেরমকে খুব করে বলে এসেছে সেজন্তে। হেরম বলেছে, ত'এক  
মাসের মধ্যেই ও রকম একটা ফ্ল্যাট সে খুঁজে দেবে। যদি হয়,  
হেরমকে দিয়েই হবে, মৃগাঙ্ককে দিয়ে ওসব হবার নয়।

কিংবা বিয়ে। কনির যদি চটপট বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে  
তাকে শোভনের নোংরা হাত থেকে হয়তো বাঁচানো যায়। বিয়ের  
পর কনি অনেক দূরে চলে যাবে, যেখানে শোভন তার আর নাগাল  
পাবে না—পৃথিবীর একেবারে অন্য প্রাণ্টে। লণ্ঠন, নিউইয়র্ক কিংবা  
মন্ট্রিল চাকরি করে, এমন একটা ছেলে সে কি খুঁজে পাবে না?

একথা ভাবতেই সরসীর বুকের ভেতরে যেন ঘরের একটা আস্ত  
দেয়াল ভেঙে পড়লো। কনি অত দূরে চলে গেলে সে কি নিয়ে  
বাঁচবে। মৃগাঙ্ক তবু শুরু আছেন, আশ্রম আছে, অফিস আছে।  
সরসীর কি আছে?

কলিং বেলের শব্দে সে চমকে দেখলো, মৃগাঙ্ক এসে গেছে। এত  
সকাল-সকাল সে কোনদিন ফেরে না। আজ কি ওর শরীর ধারাপ,  
নাকি কোথাও কোন ফ্ল্যাটের খবর পেয়ে বাড়ি ছুটে এসেছে? ওপর  
থেকে মৃগাঙ্ককে খুব বয়স্ক এবং খুব ফ্লাস্ট মনে হলো তার। হাতের  
উল শুচিয়ে রেখে সরসী সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে দেখলো, কনি দরজা:

খোলার জগ্নে নিচে নেমে গেছে। সরসী সিঁড়ির মাথায় দাঢ়িয়ে  
রইলো।

মৃগাক্ষ খুব ক্লান্তভাবে ওপরে উঠে আসছে। দোতলায় উঠতে  
তার এত সময় কখনো লাগেনা। কোন অস্থ হয়নি তো মৃগাক্ষর ?  
সরসী আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। জিজেস করে, আজ এত সকাল-  
সকাল চলে এলে যে ? আশ্রমে যাও নি ?

মৃগাক্ষ তার কথার কোন জবাবই দিল না। ওপরে উঠে এসে সে  
ছাপাতে থাকে।

শ্রীর খারাপ করেছে নাকি তোমার ?

মৃগাক্ষ সরসীর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয়।

শ্রীর ভাল আছে।

তবে ?

হৃগিপুর থেকে আজ একটা চিঠি পেলাম পাঠকের। মিস্টিরের  
মেয়ে শেলী ‘স্মইসাইড’ করেছে ?

শেলী ‘স্মই সাইড’ করেছে ?

কনিকে মনে হলো, সে যেন একটু ভয় পেয়ে গেছে। মৃগাক্ষ  
ভুলে গিয়েছিল, ওরপেছনে কনি রয়েছে। সে জানে, কনির সামনে  
শেলীর স্মইসাইডের কথা বলা ঠিক নয়। কনি তাতে ‘শক’ পাবে।  
কিন্তু কনি যে ওর পেছনেই ছিল, তার খেয়ালই ছিল না। এখন সে  
বুঝতে পেরেছে, ভুল হয়ে গিয়েছে তার।

সরসী বলে, ঘরে এসো। বসো শান্ত হয়ে। পরে শুনবো ওসব  
কথা।

শেলীর প্রসঙ্গটা আপাতত চাপা দেবার জগ্নে সরসী একধা  
বললো।

মৃগাক্ষকে সরসী ঘরে নিয়ে গেল। কনি দাঢ়িয়ে রইলো বাইরে  
-বেয়ালে পিঠ দিয়ে। এখন তার শেলীর মুখটা ফিরে ফিরে মনে  
পড়ছে। খুব হাসিখুশি স্বভাবের ছিল শেলী। মুখে হাসি লেগে

থাকতো সব সময়। ঘরের দরজা র্ধক করে সে ওকে গোপনে তপুর চিঠি পড়াতো। ওগুলো ছিল ওর ভারী গোপন সম্পদ। বলেছিল, ওকে সে একদিন তপুর ছবি দেখাবে। সে ছবি সে ওকে দেখাতে পারেনি। বলেছিল, বাবার সঙ্গে কলকাতায় এসে সে একদিন ওকে তা দেখিয়ে যাবে। শেলীর সে আশা অপূর্ণই থেকে গেল। তার আগেই সে ‘স্মৃহসাইড’ করে বসলো। কিন্তু শেলী কেন স্মৃহসাইড করলো? সে কি তার বাবা-মার কাছ থেকে কোন আঘাত পেয়েছিল? মা মারা গিয়েছিল তার ছোটবেলায়। বাবা দ্বিতীয়বার যিয়ে করেন। সৎ-মার সঙ্গে ওর সম্পর্ক ভালো ছিল না। সে তা নিজের চোখেই দেখেছে। সৎ-মার ওপর রাগ করে কি শেলী এ পৃথিবী থেকে চলে গেল? অথবা বাবার ওপর রাগ করে? নাকি, তপু ওকে কোন হংখ দিয়েছে?

ঘরের ভেতরে মৃগাঙ্ক বললো, জীবন বড়ো অনিত্য, বুঝলে সরসী! আর এই পৃথিবীটাও ঘূরছে বড়ো মহাশূন্যে। কোন সাপোর্ট নেই।

কনির মনে হলো, সে যেন কোন শৃঙ্খল মন্দিরের বাইরে দাঢ়িয়ে আছে। ভেতর থেকে কোন প্রাচীন ঋষি যেন তাঁর গমগমে গলায় বলছেন, জীবন বড়ো অনিত্য.....

বাবাকে আজ তার কোন ভারতীয় ঋষি মনে হলো। তার বাবার কর্তৃত্বান্বিত আজ যেন বড়ো অলৌকিক মনে হচ্ছে।

কনি ওর ঘরে এসে বিছানার ওপরে শুয়ে পড়ে। জানালা দিয়ে পশ্চিম আকাশের দিনের শেষ মরা-আলোর আভা ঘরের ভেতরে চুকে আসছে। একটু বাদেই একটা মৃতদেহের মতো অঙ্ককার ঝুঁটিয়ে পড়বে ঘরের মেঝেয়। কিছু ভালো লাগছে না তার। মনটা বড়ো হৃষ্টে টন্টন করে উঠছে এক গোপন ব্যথায়। এখন যদি শোভনদা তাদের ফ্ল্যাটে একবার আসে, তবে গঁঠে-খুশিতে সঞ্জ্যেটা বেশ ভরপূর হয়ে ওঠে। কিন্তু সে কি আবার আজ আসবে? আর, এলেও কি মা-মণি ওর সঙ্গে কথা বলতে দেবে ওকে? মা সব সময় ওকে শোভনদার

কাছ থেকে দূরে দূরে রাখতে চায়। কেন যে মা এমন করে, সে বুঝে উঠতে পারে না। বাপি কিন্তু এ রকম নয়। বাপি ভালো। সকলের ধারার চেয়ে ওর বাপি ভালো।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত কনির চোখে ঘুম এলো না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে শোভনকে চিঠি লিখলো। জীবনে এই প্রথম চিঠি লিখলো সে। এর আগে সে কোন পুরুষ মাঝুমকে কখনো চিঠি লেখেনি। প্রথমে সে কি লিখবে ভেবে পাঞ্চিল না। ভাবতে ভাবতে কথা এসে গেল। শেষে মনে এত কথা হড়মুড় করে আসতে লাগলো যে, ও কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা লিখবে, ঠিক করে উঠতে পারে না। মাঝখানে ওর লেখায় ছেদ পড়লো। মনে হলো, কে যেন দরজা ধাক্কাচ্ছে। সে ভয় পেয়ে ঘায়। কান পেতে শুনলো মার গলা। মা ডাকছে, কনি, কনি—

কনি সাড়া দেয়, কেন, মা ?

আলো জ্বলে কি করছিস তুই ?

কনি মনে মনে হাসে। মা বোধহয় শেলীর স্মিসাইডের কথা শুনে ভয় পেয়ে গেছে। কনি মিথ্যে কথা বলে, কিছুই করিনি তো।  
পড়ছি—

রাত হয়েছে। আলো নিবিয়ে ঘুমিয়ে পড়—

কনি চিঠিটা মাঝপথে মার দোহাই দিয়ে শেষ করে আলো নিবিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু সকাল হতেই সে সমস্তায় পড়ে, চিঠিটা নিয়ে সে কি করবে। শোভনদা চিঠিটা পেলে ওকে কি ভাববে ? আর, তার আগে ওটা যদি মার হাতে পড়ে যায়, তাহলে কিন্তু সর্বনাশ। সে অনেক ভেবে চিষ্টে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলতে মনস্থির করে ফেললো। ছিঁড়ে কুচি কুচি করে জানলার বাইরে ফেলে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো।

সেদিন কলেজ ধারার সময় সে দেখলো, সরসী সিঁড়ির মুখে

ଦୋଡ଼ିଯେ ଆଛେ । ତାକେ ବଲଲୋ, ଶୋଭନ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ କିଛୁ ବଲେ, ତୁହି କୋନ କଥା ନା ବଲେ ଚଲେ ଯାବି ।

କନି ଓର କଥାର କୋନ ଉତ୍ତର ନା ଦିଯେ ସିଙ୍ଗିତେ ନାମତେ ଧାକେ ।  
ସରସୀ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, ଜ୍ବାବ ଦିଲି ନା ଯେ ?

ଆଜ୍ଞା ।

କନି ଆଜ୍ଞେ ଆଜ୍ଞେ ଦରଜା ଖୁଲେ ବେରିଯେ ଯାଏ । ସେ ଶୁନତେ ପାଯ, ସରସୀ ଡେକେ ବଲଲୋ, ମାଲତୀ, ନିଚେ ଗିଯେ ଦରଜାଟା ବନ୍ଦ କରେ ଦିଯେ ଏସୋ ।

ସରସୀର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଜକାଳ ଆର କନିର ଭାଲୋ ଲାଗଛେ ନା ।  
ବିଶେଷ କରେ ସେଦିନେର ସବ କଥା ଶୋଭନେର କାହିଁ ଥେକେ ଶୋନାର ପର  
ମାକେ ତାର ବିଷେର ମତୋ ଲାଗଛେ । ମା ଏତ ନିଚେ ନାମତେ ପାରେ, ସେ  
ଭାବତେ ପାରେନି । ଶେଷେ କିମା ତାର ଲାଭାରେ ସଙ୍ଗେ—ଛିଛିଛି ।  
ସେଜଣ୍ଠେଇ ସେ କିମା କନିକେ ଏତଦିନ ଶୋଭନେର ସଙ୍ଗେ ମିଶତେ ଦିତେ  
ଚାଯନି । ସେଦିନ ସେ କନିକେ ଓର ସଙ୍ଗେ ସିନେମାଯ ଯେତେ ନା ଦିଯେ ନିଜେ  
କେନ ଗିଯେଛିଲ, ଆଜ କନିର କାହିଁ ସବ ଦିବାଲୋକେର ମତୋ ସ୍ପଷ୍ଟ  
ହେଁ ଗେଛେ । ଶୋଭନ ତାକେ କିଛୁ ରେଖେ-ଜେକେ ବଲେନି । ସମସ୍ତଇ  
ଖୁଲେ ବଲେଛେ । ଶୋଭନ ତେମନ ହଲେ ତାକେ ଓସବ କଥା ବଲତୋ ନା ।  
ଶୋଭନ ଯେ ତାକେ ସତି ଭାଲୋବାସେ, କନିର ସେଦିନ ବୁଝତେ କଷ୍ଟ  
ହୟନି । ସରସୀ କନିକେ ସରିଯେ ଦିଯେ ନିଜେ ଶୋଭନେର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେମ କରତେ  
ଚାଯ, ଏକଥା କୋନଦିନ ସେ କାଉକେ ବଲତେ ପାରବେ ନା । ମିଠୁକେଓ ନା ।

କଲେଜେର କରିଡୋରେ ମିଠୁର ସଙ୍ଗେ ଚୋଖାଚୋଥି ହଲୋ । ମିଠୁ କୋନ  
କଥା ବଲଲୋ ନା । ମିଠୁର ଅଞ୍ଚ ଝମେ ଝାସ । ଧାର୍ଡ ପିରିଯାଡେର ପର  
କନିର ‘ଅଫ’ । ସେ ମିଠୁର ଝାସେ ଗିଯେ ଦେଖଲୋ, ମିଠୁ ଏକ ଝାସେ ବସେ  
ଆଛେ ଜାନଲାର ଦିକେ ମୁଖ କରେ । କନି ଚୁପି ଚୁପି ଓର କାହିଁ ଗିଯେ  
ଡାକମୋ, ମିଠୁ—

ମିଠୁ ଚମକେ ଓର ଦିକେ ତାକାଲୋ । ଓର ମୁଖ୍ଟୀ ବଡ଼ୋ ଶୁକିଷେ  
ଗେଛେ । ଚୋଖ ଛଟୋ ଫୁଲେ ଆଛେ + ଯେନ ଅନେକ କେଂଦେହେ ସେ । କନି  
ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, ଝାସ ହଜେ ନା ତୋର ?

এই ক্লাসটা হলো না।

তা, তুই একা বসে কি করছিস ? বাইরে কোথাও একটু ঘুরে  
আসি, চল—

ভালো লাগছে না—

কেন ? কি হয়েছে ? তোর অসীমদার কোন খবর পেয়েছিস ?  
পেয়েছি।

কি ?

পরশু রাতে ওকে পাটনায় অ্যারেস্ট করেছে।

অনেকক্ষণ ছজনের কারো মুখেই কথা নেই। করিডোর দিয়ে  
মেয়েরা যাচ্ছে, আসছে। ওদের কথার চুকরো ভেসে আসছে।  
কোন ক্লে লেকচার দিচ্ছেন অধ্যাপিকা। ওর গলা চিংকারের মতো  
শোনাচ্ছে। ঘণ্টা পড়লো। মৌমাহির শুঁশনের মতো মেয়েদের গলা  
সরব হয়ে উঠলো। মিঠু বললো, ও যে অ্যারেস্টেড হবে, আমি  
জানতুম।

কনি ওর মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো। যেন একটা  
পাথরের মূর্তি।

১৮

একদিন সকালে মৃগাক্ষদের স্ল্যাটের সামনে একটা নতুন ফিয়াট  
গাড়ি এসে দাঢ়ালো। গাড়ি থেকে নামলো সরসীর উষামামী।  
সঙ্গে একটি ষুবক। মাথার চুল ঘাড় ছাপিয়ে নেমেছে। টানা-টানা  
চোখ। টিকোলো নাক। গালে দাঢ়ি—সমস্তে ঈষৎ লালচে।

মৃগাক্ষ অফিসে যাবার জন্মে তৈরী হচ্ছিল। কলিং বেলের শব্দ  
শনে সরসী বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে উষামামীকে দেখে খুশিতে  
কলমগিয়ে উঠলো।

আনো, উষামামী এসেছে।

সরসী মৃগাক্ষকে বললো ।

মৃগাক্ষ বুঝে উঠতে পারে না, কে উষামামী । জিজ্ঞেস করে, কে ?  
বকুলবাগানের উষামামী গো । চিনতে পারলে না ?

এই জগৎভোলা মাহুষটাকে বোঝাবার জন্যে অথবা সময় নষ্ট না  
করে সরসী ছড়মুড় করে নিচে ছুটে গেল তার উষামামীকে অভ্যর্থনা  
করে ওপরে নিয়ে আসবার জন্যে ।

উষামামীর হাত ধরে সরসী পেছনের ঘুবকটির দিকে তাকালো ।  
উষামামী মিষ্টি হেসে বললেন, ওকে চিনতে পারলি না ? রংগুর ছেলে  
—সমু ।

রংগু উষামামীর ছোটভাই । সরসী চিনতে পেরে হাসলো ।

সমু খুব উজ্জল হেসে বললো, নো মিসেস রংয় । মাই নেম ইজ  
সঞ্চয় । আণ্টি কলস্ মি সমু ।

উষামামী সরসীর কাঁধে ভর দিয়ে ওপরে উঠতে থাকে । বলেন, সমু  
খালি ইংরিজি বলে । আমেরিকায় থাকে । খুব বড়ো ইঞ্জিনিয়ার । গেল  
হণ্ডায় ছুটিতে বাড়ি এসেছে । মাসখানেক বাদে আবার চলে যাবে ।

সরসী শুধু বলে, বড়ো কম ছুটি তো—

তৈরী হয়ে দাঢ়িয়েছিল মৃগাক্ষ । উষামামীকে প্রণাম করলে সে  
বললো, তুমি তো আর আমাদের বাড়ি যাও না, মৃগাক্ষ । আমি কিন্তু  
তোমাদের সব খবর পাই ।

সরসী বলে, আজ কি তোমার অফিস না গেলে নয় ? ছুটি নাও  
না একটি দিন ।

ছুটি নিলে চলবে না আমার । ভীষণ জরুরী কাজ আছে—

মৃগাক্ষ উষামামীকেই যেন কথাটা বললো ।

আমি বরং একটু আগেভাগেই ফিরে আসবো ।

তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা ছিল যে মৃগাক্ষ—

আপনি একটু অপেক্ষা করুন । আমি সকাল-সকাল ফিরে  
আসছি ।

উষামামী মৃগাক্ষর সঙ্গে সঞ্চয়র পরিচয় করিয়ে দেন। সঞ্চয় ওঁর  
পেছন থেকে বলে, গুডমনিং মি. রায়।

গুডমনিং—

মৃগাক্ষ বেরিয়ে যায়। ওর দেরি হয়ে যাচ্ছিল।

সোফায় বসতে বসতে উষাদেবী বললেন, তোমার মেয়েকে তো  
দেখছি না। কলেজে চলে গেছে বুঝি?

সরসী কনিকে ডাকে, কনি, কনি, দেখে যা, কে এসেছে?

কনি এলো। এদের দেখে অবাক হয়ে গেল সে। সরসী বললো,  
নে, এঁকে প্রণাম কর। দিদিমা হন তোর—

কনি প্রণাম করে উঠে দাঢ়াবার সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্চয় বলে, গুডমনিং  
মিস রায়, আই অ্যাম্ সঞ্চয়—

কনি খুব অপ্রতিভ হয়ে যায়। কি বলবে, খুঁজে পায় না। কনির  
অপ্রতিভ ভাব দেখে উষাদেবী হাসতে থাকেন।

সরসীর ভাল লাগেনা ব্যাপারটা। সে জিজেসা করে, তুমি কি  
বাংলাটা একেবারেই ভুলে গেছ, সঞ্চয়?

সঞ্চয় বলে, নো নো, ভুলিনি। বাংলাটা বলতে একটু কষ্ট হয়।  
ইংরিজি খুব ইংজিলি বলতে পারি।

উষাদেবী বলেন, হবেনা? ওখানে যে দিনরাত সাহেবদের সঙ্গে  
ইংরিজি বলতে হয়।

কনি উষাদেবীর দিকে চেয়ে বলে, উনি যুমিয়ে যুমিয়েও যথন স্বপ্ন  
দেখেন, তাও বোধহয় ইংরেজিতে?

ওয়েল শেড—

হো হো শব্দে হাসতে হাসতে উঠে দাঢ়িয়ে পড়ে সঞ্চয়। উষাদেবীও  
হাসতে থাকেন। বলেন, তোরা যা, পাশের ঘরে বসে গল্প কর।  
আমরা ততক্ষণ একটু স্বুত্থন্ধের কথা বলি।

স্টাইস ফাইন—

কনি ওকে বসার ঘরে নিয়ে যায়। সঞ্চয় সোফায় হেলান দিয়ে

বসে বলে, আই হ্যাত হার্ড এ লাই অবাস্টু ? আপনার সঙ্গে অনেক  
শুনেছি—

কনি সামনের সোফায় বসে। বলে, তাই নাকি ? কার কাছে ?  
আচির কাছে।

বাহ, এই তো দিব্য বাংলা বলতে পারছেন—

বলেছি তো, বাংলা ভুলিনি। বলতে একটু কষ্ট হয়, এই যা—  
সঞ্চয় হাসতে হাসতে বলে, আপনার কোন বয়-ক্ষেত্র নেই ?

কনি শুকে কি বলবে, খুঁজে পায় না। সে একটু হাসবার  
চেষ্টা করে। বলে, আপনাদের ওখানে সবাই বোধহয় গার্ল-ক্ষেত্র  
থাকে ?

সঞ্চয় হ্যাহ্যা করে হাসে।

আপনার কথা শুনে হাসবো না কীদবো, ভেবে পাছি না।

কেন ? কাম্পার কি হলো ?

ওদেশে আপনার মতো কেউ কোয়েশেন করে না।

এদেশেও আপনার মতো কেউ কোশেন করে না।

আপনি শুধু ঝগড়াই করছেন।

সেকি ? ঝগড়া করলুম কোথায় ?

মনে হচ্ছে, আপনি বোধহয় আমাকে ঠিক ‘লাইক’ করতে  
পারছেন না।

কনি কোন কথা না বলে টেবিলের ওপর থেকে একটা ম্যাগাজিন  
ঢেনে নিয়ে ওতে চোখ বুলোতে থাকে। সঞ্চয় দেয়ালের নকল  
আরম্ভুলাটার দিকে তাকায়। প্রথমে ঘটাকে আসল মনে হয়েছিল  
ওরও। কিন্তু ভুল ভাঙতে বেশি সময় লাগে না।

আমি বোধহয় আপনাকে ‘বোর’ করছি।

নাহ, আমার কলেজে যাবার সময় হয়েছে। আমি উঠছি।  
আপনি বরং ম্যাগাজিনটা পড়ুন ততক্ষণ।

হাতের ম্যাগাজিনটা সঞ্চয়ের হাতে দিয়ে উঠে চলে যায় কলি।

আজ তার চলার মধ্যে একটা ব্যক্তি ফুটে উঠছে, তা সে বেশ বুবাতে পারে। বাথকমের দিকে যেতে যেতে সে হঠাৎ ধমকে থেমে যায়। মা তার উষামামীকে বলছে, কনিঃ বাবার মত থাকলে আমার কোন আপত্তি নেই।

কনি দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে ওদের কথা।

দূর বলে কি ভয় পাচ্ছ তোমরা ?

মা উষামামী বলছে। মা বললো, দূরের জগ্নে ভাবছি না। দূরে গিয়ে ও যদি ভালো থাকে, আপত্তি নেই।

জানি, ও তোমাদের একমাত্র সন্তান।

মা বললো, ছোটবেলায় যেমন শুনতাম, এখন আর আমেরিকা তেমন দূর নয়। বহু ছেলেমেয়েই তো এখন আমেরিকায় ঢাকরি করছে।

কনি দৌড়ে বাথকমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। মা ওকে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে বাঁচতে চায়। কেন? কি দোষ করেছে সে? শোভন তার সঙ্গে মিশতে চায় বলে? বাপির ইচ্ছেও কি তাই? অসম্ভব। বাপির ইচ্ছেও যদি তাই হয়, তাহলেও সে কিছুতেই সঞ্চয়কে বিয়ে করতে পারবে না। কিছুতেই না।

স্নান সেরে তৈরী হয়ে কনি এসে বললো, মা, কলেজে যাচ্ছি—

সরসী হেসে বললো, আজ নাই-বা গেলি কলেজে—

খুব দরকারী ক্লাস আছে আজ।

ওর গলা শুনে সঞ্চয় বেরিয়ে আসে। বলে, কলেজে যাচ্ছ, চলো, আমার গাড়িতে তোমাকে পেঁচিয়ে দিয়ে আসি।

কনি বলে, তার দরকার হবে না।

সরসী বলে, কেন? কি হয়েছে? ওর গাড়িতে গেলে-ই বা?

সঞ্চয় হেসে বলে, ও আমাকে ডিস্ট্রাইক করছে।

সরসী সম্মেহে বলে, যা কনি। সঞ্চয় হঢ়খু পাবে।

কনি জানে, মা যত সম্মেহেই কথাটা বলুক, এর মধ্যে ওর

ଆଦେଶ ଲୁକିଯେ ଆଛେ । ସେହାର ମିଛୁ ବଲେ ସିଁଡ଼ି ଦିଯେ ନାମତେ ଥାକେ । ସଞ୍ଚୟଓ ଓର ପେଛନେ ପେଛନେ ନେମେ ଯାଏ ।

ରାନ୍ତାୟ ନେମେ କନି ହୁଅତୋ ସରସୀର କଥା ଅମାଗ୍ନ କରାତୋ । କିନ୍ତୁ ଚେଯେ ଦେଖଲୋ, ମା ଓର ଉଷାମାମୀକେ ନିଯେ ବାରାନ୍ଦାୟ ଦ୍ୱାଡିଯେ ଆଛେ । ସେ ଥୁବ ବାଧ୍ୟ ମେଯେର ମତୋ ଗାଡ଼ିର ପେଛନେର ସୌଟେର ଦରଜାର ସାମନେ ଦ୍ୱାଡିଯେ ବଲଲୋ, ନିନ, ଦରଜାଟା ଥୁଲେ ଦିନ ।

ସଞ୍ଚୟ ଥୁବ ସୌଜନ୍ୟର ସଙ୍ଗେ ଦରଜା ଥୁଲେ ଦେଯ । କନି ପେଛନେର ସୌଟେ ନିଜେକେ ଛୁଟେ ଦେଯ । ସଞ୍ଚୟ ଦରଜା ବନ୍ଧ କରେ ଗାଡ଼ିତେ ଉଠେ ସ୍ଟାର୍ଟ ଦେଯ । ସାରାକ୍ଷଣ ସଞ୍ଚୟ ଗାଡ଼ିର ଆୟନାୟ କନିର ମୁଖ ଦେଖଛିଲ । ଏକ ସମୟ ସେ ବଲଲୋ, ତୋମାର ନାମଟା କିନ୍ତୁ ଭାରୀ ମିଷ୍ଟି ।

କନି କିଛୁ ବଲଲୋ ନା ।

ମିସେସ ରାଯେର ମୁଖେ ଆରୋ ମିଷ୍ଟି ଶୋନାୟ ।

କନି ମୁଖ ଫେରାତେଇ ଆୟନାୟ ତୁଜନେର ଚୋଥାଚୋଥି ହୟେ ଯାଏ । ସେ ବଲେ, ଆପନି କିନ୍ତୁ ଆମାର କଥାର ଜବାବ ଦେମନି ।

ସଞ୍ଚୟ ଆୟନାୟ ଶ୍ରିତ ହାସେ ।

କି କଥା ?

ଆପନାର କୋନ ଗାର୍ଜ-ଫ୍ରେଣ୍ ଆଛେ କିନା ।

ସଞ୍ଚୟ ଜୋରେ ହେସେ ଓଠେ । ବଲେ, ତୁମିଓ ତୋ ଆମାର କଥାର ଜବାବ ଦାଓ ନି । ତୋମାର କୋନ ବୟ-ଫ୍ରେଣ୍—

କନି ଜୋର ଦିଯେ ବଲେ, ଆଛେ । ଏଥନ କି କରବେନ ?

କି କରବୋ ? ସେଟିସେ ଯାବାର ଆଗେ ତାକେ କନ୍ଗ୍ରାଚୁଲେଶାନ ଜାନିଯେ ଯାବୋ ।

କଲେଜେର ସାମନେ ଗିଯେ ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାଡାଲୋ । କନି ଦରଜା ଥୁଲେ ବେରିଯେ ଏସେ ବଲଲୋ, ଧର୍ମବାଦ ।

ସଞ୍ଚୟ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, କଥନ ଛୁଟି ?

କେନ ?

ଏସେ ନିଯେ ଯାବୋ ।

ধন্যবাদ ।

কনি কলেজে তুকে পড়ে ।

সঙ্ক্ষের পর উষাদেবী আর সঞ্জয় চলে গেল । মৃগাঙ্কের সঙ্গেও কথা হয়েছে । সরসী আর কনি যদি রাজী থাকে, তবে মৃগাঙ্কের আপত্তি নেই ।

সরসী মৃগাঙ্ককে একান্তে পেয়ে জিজেস করে, উষামামৌকে তুমি যা বললে, ওটা কি শেষ কথা ?

মৃগাঙ্ক একটু ভেবে বললো, হঁ, শেষ কথাই—

সরসী চোখের ক্ষুণহটো মুছলো । ভারী গলায় বললো, আমি কিন্তু ভেবেছিলুম, তুমি আমাকে বাধা দেবে ।

কেন ?

কনিকে অত দূরে পাঠাতে, আমি জানতুম, তুমি অস্তত চাইবে না ।

মৃগাঙ্ক একটু চুপ করে থেকে বলে, তোমরা না চাইলে নিশ্চয়ই কিছু হবে না ।

সরসী শুকনো করে চোখের কোণহটো মুছে নেয় । সে মৃগাঙ্কের উদাসীনতা নিয়ে ভাবে । বুঝতে পারে, এ সংসারের সঙ্গে মৃগাঙ্কের সম্পর্ক কত শীতল । জগতের ঘটনাবলীর সঙ্গে আত্মসমর্পণ করতে করতে মৃগাঙ্ক এখন যে-কোন ব্যাপারে তার সামাজ্য বাধাদানের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে । এই দুর্বল মানুষটাকে নিয়ে তার কপালে অনেক হংশু আছে । হাতে উল এবং কাটা তুলে নিয়ে সে কনির কার্ডিগান বোনায় মন দেয় । কলকাতায় এবার বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়বে, মনে হচ্ছে । ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ রেখেও গায়ে কাঁপুনি লাগছে । পাঁচাতাতী স্কার্ফেও যেন আর শীত মানছে না । কনির কার্ডিগানটা শেষ হলে সে এবার তার নিজের জন্যে একটা কার্ডিগান ধরবে । গোলাপী রঙের কার্ডিগানই তার পছন্দ ।

পর্দার ওপার থেকে মালতী ডাকলো, বৈদিদিমণি—

কেন ?

একটা কথা—

কি, বলো ?

সামনের মাসে আমি চলে যাচ্ছি—

কি ?

সামনের মাসে আমি চলে যাবো ।

কেন ?

চিঠি এসেছে ।

সরসীর মাথার মধ্যে যেন অজস্র ঝি-ঝিপোকা ডাকতে শুরু করে দেয় । সে মালতীর কথাগুলো ঠিকমতো শুনতে পায় না সে মালতীকে বলে, কি বলছো, ভেতরে এসে বলো ।

মালতী পর্দা সরিয়ে দরজার কাছে ঢাঢ়ায় ।

কি বলছো ?

টুকলুর বাবা ফিরে এসেছে । চিঠি দিয়েছে ।

সরসীর হাত ছটো অচল হয়ে যায় । মৃগাঙ্ককে ডাকে, এই, শুনছো ?

মৃগাঙ্ক হাত থেকে গুরুদেবের বইটা নামিয়ে রেখে উঠে বসে ।

কি ?

মালতী বলছে, সামনের মাসে ও চলে যাবে । টুকলুর বাবা ফিরে এসেছে । চিঠি দিয়েছে ।

মৃগাঙ্ক বলে, তাহলে তো মালতীকে ছেড়ে দিতে হয় ।

কিন্তু আমাদের চলবে কি করে ?

তা বললে কি হয় ? আমাদের অন্য লোক দেখে নিতে হবে ।

তোমার যা ভালো মনে হয়, করো । আমি আর কিছু পারবো না তোমাদের সংসারে ।

সরসী হাতের আধবোনা কার্ডগান্টা টেবিলের ওপর তুলে রেখে

মনে মনে গজরাতে থাকুক। প্রাণট হয়েছে, আর নয়। এবার সে  
মানে মানে ছুটি পেলে এ জন্মের মতো বেঁচে যায়।

সরসী আবার বারান্দায় গেল। ফিরে এসে কনির ঘরে গেল।  
বিছানার ওপর কনির একটা ব্রেসিয়ার, আর ওর একটা পুরনো ফ্রক  
পড়ে আছে। টেবিলের ওপর বইখাতা সব ছড়িয়ে পড়ে আছে।  
কলমের মুখ, তাও খোলা।

কনি এত এলোমেলো আগে কখনো ছিল না। দুর্গাপুরে থাকার  
সময় সে নিজের বইপত্র, জামাপ্যান্ট কি শুন্দর সাজিয়ে রাখতো।  
সরসীর শাড়ি ব্লাউজ, মৃগাঙ্কের জামাপ্যান্ট পাট করে দিত। সেই কনি  
কলকাতায় এসে নিজের ঘর, পড়ার টেবিল যেন ডাস্টবিন করে  
রেখেছে। আজ আশুক, সরসী ওকে বেশ করে বকে দেবে।

সরসী কনিব ব্রেসিয়ার আর ফ্রকটা খেড়ে আলনায় তুলে রাখলো।  
তারপর টেবিলের ওপর বইগুলো গুছিয়ে রাখতে লাগলো। কনি এসে  
দেখে যেন লজ্জা পায়। বইখাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সরসী কনির একটা  
খাতাটার পাতায় পাতায় হিজিবিজি কাটা।  
ওতে মাঝে মাঝে সরসীর কথা আছে। খুব গরম-গরম রাগের কথা।  
লিখে আবার কেটেছে। সরসী ভেবে পায় না, ওর ওপরে কনির এত  
রাগ কেন? বাবার কথাও লিখেছে। বাবার ওপর ওর তত রাগ নেই।

সরসীর মনটা একেবারে বিষয়ে যায়। কনি ওকে আর  
ভালোবাসে না? ভেতরে-ভেতরে ওকে সে অপছন্দ করতে শুরু  
করেছে। কিন্তু কেন? সরসী ওর কি করেছে? সে পঞ্চবীর  
নোংরামি থেকে ওকে দূরে রেখেছে বলেই কি ওর ওপরে কনির এত  
রাগ? সেইজন্তে তার এখানে ভালো লাগে না? অন্ত কোথাও চলে  
যেতে ইচ্ছে হয়?

রাগে সরসীর চোখে জল এসে পড়ে। কনি, তোর জন্মে আমি কি  
করেছি, কি হারিয়েছি, তুই কোনদিন জানবি না। কোনদিন তোকে  
আমি ওকথা জানাতে পারবো না। শেষে তুই কিনা—

সরসীর চোখে জল এসেছে।

মৃগাঙ্ককে এসব কথা বলা যাবে না। কোনদিনই না। সে এ সংসারে থেকেও নেই। ওর মনে শুধু গুরুদেব আর আশ্রম ছাড়া আর কিছু নেই। আজ্ঞা, ঈশ্বর—এই সব কথা ওর মাথার ভেতর সব সময় কিলবিল করছে।

চোখ মুছে সরসী ঘরে ফিরে এলো। মৃগাঙ্ক আবার শুয়ে বই খুলে পড়তে শুরু করেছে। সরসী ঘড়ি দেখলো। অ'টা বাজতে দশ।

তুমি কি এখনো শুয়ে-শুয়ে বই পড়বে ?

মৃগাঙ্ক বই পড়তে পড়তে জিজ্ঞেস করে, কি আর করবো ?

মৃগাঙ্কর এই সব উদাসীনতার কথা শুনলে সরসীর মাথা আগুন হয়ে যায়। সে বলে, এত রাত পর্যন্ত মেয়েটা কোথায় গেল, একটু খোঁজ-খবর নেবে না ?

মৃগাঙ্ক বইটা বন্ধ করে।

কোথায় খোঁজ-খবর নেবো, বলো—

একবার মিঠুর বাড়ি যাও না—

কে মিঠু, আমি তো জানি না। ওর বাড়িই বা কোথায় ?

ও সব তুমি জানবে কেন ? দিনরাত শুধু আশ্রম আর গুরুদেব জানলে পরকালে মুক্তি হবে। তোমার বিয়ে করা বা মেয়ের বাবা হওয়া উচিত হয়নি।

মৃগাঙ্ক উঠে বসে।

রাগ করছো কেন ? কি করতে হবে, তাই বলো।

শীগঙ্গীর গায়ে কোটটা পরে নাও। চলো আমার সঙ্গে—

মৃগাঙ্ক গায়ে কোটটা পরে নিল। সরসী পরনের শাড়িটা টিক করে নিয়ে মাথার চুলে আলতো করে একবার চিরঞ্জি বুলিয়ে নিল। তারপর মালতীকে ডেকে বলে, দরজা দাও। আমরা এখনি আসছি।

বাইরে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। একটা ফিন্ফিনে ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। গাটা শিরশির করে গুঠে।

সরসী আঁচলিটা গাঁয়ে  
নিল। স্পষ্ট বোৰা যায়, ওৱা শীত  
কৱছে। মৃগাঙ্ক বললো, গাঁয়ের স্কাফ'টা আৱলো ভালো কৱতে।

থাক, আমাৰ ঠাণ্ডা লাগবে না।

মৃগাঙ্ক আৱ কোন কথা না বলে রাস্তাৱ একটা চলন্ত ট্যাঙ্কি  
থামিয়ে সৱসীকে নিয়ে তাতে উঠে পড়লো।

প্ৰথমে ল্যান্ডডাউনে মিঠুদেৱ বাড়ি। মিঠু বাড়িতেই ছিল। এত  
ৱাঞ্চিৱে কনিৰ বাবা-মাকে দেখে সে চমকে ওঠে। কনি ওদেৱ বাড়ি  
আজ আসেনি। অনেক দিনই আসছে না সে এখানে।

সৱসীৰ তু' রগেৱ শিৱাগুলো কে যেন একটানে পটপট কৱে  
ছিঁড়ে দিল। সে বলে, আজ দশটাৱ সময় কলেজ যাচ্ছে বলে  
বেৱিয়েছে। তাহলে আৱ কাৱো বাড়ি যেতে পাৱে, তুমি জানো, মিঠু?

তা তো জানি না। কনিৰ সঙ্গে আমাৰ সেই পুজোৱ আগে  
দেখ। আসবে বলেছিল। কিন্তু আৱ আসেনি।

কাৱ সঙ্গে বেশি মেশে, সে সব কিছু জানো?  
না।

এবাৱ ট্যাঙ্কিতে উঠে ওৱা মোড়েৱ কয়লাৰ দোকানেৱ সামনে  
নামলো। দোকান বন্ধ। দোকানেৱ ছেলেটা সামনে বেঞ্চিতে বসে  
চুলছিল।

সৱসী ওকে জিজ্ঞেস কৱে, শোভন কোথায় জানিস?  
জানি না।

ওৱা বাড়ি কোথায়, চিনিস?

ওই সামনেৱ গলি দিয়ে চলে যান। অনেকটা যেতে হবে।  
ৱেললাইন পেৱিয়ে একটা পুকুৰ। পুকুৰেৱ ধাৱ থেকে একটা গণি  
চলে গেছে। তাৱপৰ একটা মাঠ—

সৱসী বললো, তুই আমাদেৱ সঙ্গে একটু চল না, বাবা। বড়  
বিপদে পড়েছি—

কিন্তু দোকান ফেলে তো যেতে পাৱবো না।

সরসী অনেক বুঝিয়ে ওকে কান্দিয়ে থাকতে তুললো।  
খানিক দূর এসে আর ট্যাঙ্গি গেল না, ট্যাঙ্গি ও দাঢ় করিয়ে  
রেখে অক্কারে ওবা প্রায় পনেরো মিনিট হেঁটে শোভনের বাড়ির  
সামনে পৌছলো। খাটালের ধারে একটা টালির বাড়ি। ইলেক্ট্রিক  
নেই। কেরোসিনের আলো। ওদের ডাক শুনে একজন বৃক্ষ বেরিয়ে  
এলেন।

শোভন তো বাড়ি নেই। ও সেই সকালে বেরিয়ে গেছে।  
ফেরেনি। ওকে কি বলতে হবে, বলুন—

সরসী বুঝতে পারলো, ইনি শোভনের বাবা।

সরসীর ওখানে গা ঘিনঘিন করছিল। নাকে আঁচল চাপা দিয়ে  
মৃগাক্ষকে বললো, চলো—

ওবা চলে আসছিল। শোভনের বাবা জিজেস করলো, কিছু  
বলতে হবে ?

সরসী বললো, না, কিছু বলতে হবে না।

শোভনের বাবা ওদের সঙ্গে কয়লার দোকানের ছেলেটাকে দেখে  
জিজেস করলো, তুই দেখিসনি শোভনকে ?

না। ছেলেটা বললো।

এরপর শোভনের বাবার গলা শোনা গেল, আপনারা কোথাকে  
এসেছিলেন, কি দরকার—কিছু বললেন না। শোভনকে কিছু বলতে  
হবে ?

কিছু বলতে হবে না।

ট্যাঙ্গিতে বসে মৃগাক্ষ বললো, বাড়ি গিয়ে হয়তো দেখতে পাবে,  
কনি ফিরে এসেছে।

সরসী কোন জবাব দিল না।

লেকের কাছে পাণ্ডের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাঙ্গিতে উঠে  
মৃগাক্ষ সরসীকে জিজেস করে, এখন কোথায় যাবে ?

সরসী মৃগাঙ্ক থেকে কচু করে তাকালো ।

আমি বলবো, “তাহলে তুমি যাবে ? তুমি নিজে থেকে কিছু ঠিক করতে পারো না ?”

মৃগাঙ্ক শাস্তিভাবে বলে, বেশ, তবে আজ বাড়ি চলো ।

বাড়ি গিয়ে কি করবো ?

এই রাস্তিরে আর ঠাণ্ডায় ঘুরে বেড়ানো ঠিক নয় । তোমার ঠাণ্ডা লাগছে ।

না । এখন থানায় চলো—

থানায় গিয়ে একটা ডাইবি লেখানো হলো । ওতে মৃগাঙ্ক সই করলো । অফিসার বললেন, আপনাবা বলছেন, মেয়ে এখনো মাইনর । সতেরো বছর বয়েস । কিন্তু মেয়ে যদি দেছায় চলে গিয়ে থাকে আর ওর বয়েস যদি আঁঠারো বছর হয়, তাহলে—

তাহলে ?

সরসী টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ।

অফিসার ভদ্রলোক চেয়ারে হেলান দিয়ে হাতের আঙুলগুলো মটমট করে ফোটালেন, তাহলে ‘মুভ’ করেও শেষ পর্যন্ত কিছু হবে না ।

অফিসারটি হাসলেন ।

সেই মেয়ে-জামাই নিয়ে ঘর করতে হবে । কি দরকার আর জল ঘোলা করে ? আলটিমেটিলি একটা স্ক্যান্ডাল থেকে যায়—

মুখ শুকিয়ে সরসী উঠে দাঢ়ায় । মৃগাঙ্ককে বলে, চলো—

বাড়ি ফিরে সরসীর প্রথম কাজ হলো, কনির হায়ার সেকেণ্টারির সার্টিফিকেটটা খুঁজে বের করা । পূজোর আগেই ওটা দুর্গাপুর থেকে এসেছে । ওটা খুঁজে বের করে ওতে জন্মের তারিখটা দেখে মৃগাঙ্ককে বলে, এখন ওর বয়েসটা কত, হিসেব করে বলো তো ? ঠিক হিসেব করো । ভুল্বাল হয় না যেন ।

কাগজ কলম নিয়ে মৃগাঙ্ক হিসেব করে সরসীর হাতে তুলে দেয়

কাগজটা। বিশ্বাস হলো না। সঃঃ.. পুর্ণজ্ঞ আবেদন করলো  
বললো, তুমি আর একবার ভালো করে দেখ, দেখি—

মৃগাঙ্ক আবার হিসেব করলো। মুখ শুকিয়ে কাগজটা সরসীর  
দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, ঠিকই আছে। কোন ভুল হয়নি।

সরসী সারারাত ঘুমোয়নি। শুধু কেঁদেছে। এত চেষ্টা কবেও সে  
কনিকে বাঁচাতে পারলো না। কনিকে বাঁচাবার জন্যে সে অনেক মূল্য  
দিয়েছে। যে কোন মেয়ের কাছে যা সব চেয়ে মূল্যবান, সে তা দিয়েও  
কনিকে আটকে রাখতে পারলো না। সে হেরে গেল।

সারারাত কনির অনেক কথা মনে পড়লো সরসীর। ওর  
ছেলেবেলার কথা, ওর কিশোরবেলার কথা—সব মনে পড়তে লাগলো।  
বুকের ভেতরে কোথাও ছড়ে গেলে যেমন হয়, তেমনি একটা সুতোক্ষ  
যন্ত্রণায় তার ভেতরটা কোথায় যেন চিবে ফালা-ফালা হয়ে যাচ্ছে।  
চোখের জলে মাথাব বালিশ ভেসে যেতে লাগলো। কনি তাকে  
একেবারে শৃঙ্খ করে দিয়ে চলে গেছে।

সকালে মৃগাঙ্ক স্নান সেরে জামা-প্যান্ট পরে তৈরী হয়ে গাড়ির  
অপেক্ষা করছে। সরসী চোখ মুছে উঠে বসলো। চোখে পড়লো  
কনির আধ-বোনা কাডিগানটা। ওটা কনির স্মৃতির মতো টেবিলের  
ওপর ছড়িয়ে পড়ে আছে। ওর ছচোখে জল চুঁইয়ে নামছে। সে  
মৃগাঙ্ককে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাচ্ছ ?

আশ্রমে।

দাঢ়াও।

কেন ?

আমিও আজ তোমার সঙ্গে আশ্রমে যাবো। নিয়ে যাবে তো ?  
আমাকে কি তোমার গুরুদেবের দয়া হবে না ?

মৃগাঙ্ক একদৃষ্টে সরসীর দিকে চেয়ে রইলো।